সীতা-নির্ব্বাসন।

শ্রীবেণীমাধব চাকী বি, এল্,

প্রণীত।

প্রকাশক—সিদ্ধেশ্বর পান,

৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সন ১৩২০।

CALCUTTA:
PRINTED BY ABINASH CHANDRA MANDAL,
"SIDDHESWAR MACHINE PRESS,"
13, Shibnarayan Das's Lane.
1913.

উৎসর্গপত্র।

আত্ম-ত্যাগ-পরায়ণা

বঙ্গ-কুল-ললনাগণের

করকমলে

এই গ্রন্থ

সাদরে

সমর্পিত হইল।

ভ্রম-সংশোধন পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৮	জোছনা	জ্যোছনা
২৩	২০	কামাচারী	কামচারী
২৮	১	দ্বিজোত্তমোৎসি	দ্বিজোত্তমোঽস্মি
২৮	২৩	গুম্‌র	গুমর
৪২	৯	লগ্ন	নগ্ন
৪৩	৯	ভাগিরথী ?	ভাগীরথী !
৪৫	১২	রাজকার্য্যে	রাজকার্য্যে
৮০	১৯	কেহ	কেন
৮১	১১	দুর্যোগে	দুর্য্যোগে
৮৬	১৩	দুর্যোগেব	দুর্য্যোগের
১০১	৭	শার্দ্দিল	শার্দ্দূল
১০২	৬	ভুঁয়ে	ভূঁয়ে
১০৬	২০	যে	যেন
১১৯	৮	সোণার	সোনার
১৩৫	২২	যজ্ঞ	যজ্ঞ
১৪৬	১	বেস্‌	বেশ
১৪৭	২২	অপ্সসরা	অপ্সরা
১৫২	৬	সজনি	স্বজনি
১৫৫	১৬	শুন	শুন

আমার নিবেদন—

কবিবর কৃত্তিবাসের রামায়ণে লবকুশের সহিত সসৈন্য রামচন্দ্রের যুদ্ধ প্রভৃতি যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, এ গ্রন্থে আমি সে সমস্ত একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণে লব কুশ কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব ধৃত, এবং তাহা লইয়া লবকুশের সহিত রঘুসৈন্যের যুদ্ধ হওয়ার কোন উল্লেখ নাই। উত্তরচরিতপ্রণেতা ভবভূতি, পদ্মপুরাণ হইতে ঐ উপাখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, অনুমিত হয়। কবিবর কৃত্তিবাস কোথা হইতে এই অংশ গ্রহণ করিয়াছেন জানি না; সম্ভবতঃ ঐ পুরাণ হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, আমি এ সম্বন্ধে আদিকবির পদানুসরণ করাই সঙ্গত মনে করিয়াছি।

আর একটী কথা। দুর্ম্মুখের মুখে সীতার লোকাপবাদ বৃত্তান্ত শুনিয়া রামচন্দ্র সীতাদেবীর বনবাস দিয়াছিলেন, এ কথা আদিকবির রামায়ণে নাই। মহর্ষি অন্যভাবে এ বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ভবভূতি তাঁহার উত্তরচরিতে দুর্ম্মুখ-কাহিনী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমার এ গ্রন্থ নাটকাকারে যে ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আমি এ সম্বন্ধে মহাকবি ভবভূতির অনুসরণ করা ভাল বোধ করিয়াছি। স্থানে স্থানে কাহারও অনুসরণ না করিয়া কল্পনার সাহায্য লইয়াছি।

কবিগুরু বাল্মীকির অপূর্ব্বসৃষ্টি আদর্শ-সতী সীতাদেবীর বনবাস-বৃত্তান্ত লইয়া এ পর্য্যন্ত 'নানা আকারে নানা ভাবে অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সুতরাং এ গ্রন্থ প্রণয়নে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের নিকট—ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক,—আমি অনেক পরিমাণে ঋণী। সে ঋণ এইখানে স্বীকার করিয়া আমার কর্ত্তব্য পালন করিলাম।

বঙ্গ-সাহিত্য-সেবী বন্ধুগণমধ্যে অনেকে এই গ্রন্থ প্রণয়ন-সম্বন্ধে আমাকে সাহায্য ও উৎসাহিত করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। আর আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ ফণীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন ও প্রুফ সংশোধনাদি সকল বিষয়ে যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

গ্রন্থের অনেক স্থানে ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। পাঠক-পাঠিকাগণ সেগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন, ইহাই প্রার্থনা। ইতি।

বগুড়া।
সন ১৩২০ সাল,
১০ই জ্যৈষ্ঠ।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, নারদ, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, দুর্ম্মুখ, লব, কুশ, সুগ্রীব, বিভীষণ, বিপ্রবন্ধু ও রত্নদাস (নাগরিকদ্বয়), মন্ত্রী, প্রতিহারী, দূত, বাহক, সৈনিক, অন্ধ, খঞ্জ, রাজকর্ম্মচারী, কঞ্চুকী, নাগরিকগণ, ঋষি-বালকগণ, ঋষিশিষ্য-গণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সীতা, ঊর্ম্মিলা, পৃথ্বীদেবী, স্বর্গবিদ্যাধরীগণ, সহচরীগণ, জনৈক স্ত্রীলোক, বনদেবীগণ, তাপসীদ্বয়, সুরবালাগণ।

সীতা-নির্ব্বাসন।

প্রস্তাবনা।

সুরলোক।

(স্বর্গ-বিদ্যাধরীগণের সঙ্গীত।)

আজি হরষ-ভরে, এসো বহুদিন পরে,
নাচিব গাহিব মিলি সবে অমরায়।
আয় লো প্রমোদে মাতি, গেছে চলি দুখ-রাতি,
সুখ-অরুণ-ভাতি ফুটেছে লো পুনরায়।
মন্দার ফুলে করি কেশ-রচনা,
অঙ্গ সাজাই ভুলি মনোবেদনা,
আয় আয় সহচরি, খেলা করি লুকোচুরি,
শূন্যে মিশায়ে যাই জোছনা মাখিয়া গায়।
ত্রিলোকে রাবণ-বধে সবে নাচিছে,
উল্লাসে ঋষি যত সাম গাইছে,
এ সুখ-সময়ে সই, কেন লো নীরবে রই,
প্রাণ ভরি রামনাম গাই সবে আয় আয়।

১ম বিদ্যাধরী। অমরী,—মরণ নাই—তাই রক্ষোগৃহে
এত কষ্টে অপমানে রহিয়াছে প্রাণ।

(নেপথ্যে বীণাধ্বনি।)

২য় বিদ্যাধরী। ওই ওই, আসিছেন এই দিক্ পানে
সতত কলহ-প্রিয় দেবর্ষি-নারদ;
চল মোরা হেথা হ'তে যাই অন্য স্থানে।

[বিদ্যাধরীগণের প্রস্থান

[নারদের প্রবেশ।]

নারদ। কই কই—কোথা গেল? এই না শুনিনু
সুমধুর-কণ্ঠে মধুমাখা রামনাম
এই দিক্ পানে? ঢালিয়া সুধার ধারা
ভক্তের পরাণে, কে গাইছে সুরলোকে
পবিত্র সে নাম? গাও ত্রিজগদ্বাসি,
সে নাম তারকব্রহ্ম অন্তের সম্বল;
তুমিও নারদ, সপ্তমে তুলিয়া সুর
বীণার ঝঙ্কারে, জীবের উদ্ধার তরে
গাও সেই নাম।

(সঙ্গীত।)

ভুলোনা ভুলোনা সুধামাখা রামনাম রে,
সুধামাখা রামনাম রে।
জপ নাম নিরবধি, পাবে যদি
অন্তে সেই সারাৎসারে।
সদা ভক্তিভরে গাও রামলীলা,
যে নামের গুণে জলে ভাসে শিলা;
অনিত্য বিষয় ভুলি, প্রাণ খুলি
ডাক ভব-কর্ণধারে।

জীব-কল্যাণ-সাধনে আত্মহারা,
দিলে চণ্ডালে কোল প্রেমে মাতোয়ারা ;
কে বোঝে তোমার মায়া, পদছায়া
দিও সদা এ কিঙ্করে।

লীলাময়, কে বুঝিবে লীলা তব ?
কেন সৃষ্টি, কেন স্থিতি, কেন বা প্রলয়
তোমার ইচ্ছায় হরি হয় বার বার
কে বুঝিবে ? কে বুঝিবে কেন জীবগণ
আসে ক্ষণেকের তরে, কি কার্য্য সাধিতে,
কোথায় কেন বা চলি যায় পুনরায়।
কি দুর্ভেদ্য যবনিকা অন্তরালে প্রভো,
সৃষ্টির রহস্য গূঢ় লুকায়ে রেখেছ
তুমি, তুমিই তা জান।

(পরিক্রমণ।)

প্রলয়-পয়োধি-জলে ধরিত্রী যখন
নিমগন, তুমি হরি মীন-দেহ ধরি,
উদ্ধার করিলা বেদ, নাশি শঙ্খাসুরে।
কূর্ম্মরূপ ধরি মন্দর ধরিয়া পৃষ্ঠে
সমুদ্র-মন্থনে পুনঃ রক্ষিলা ধরণী।
পরে মহাপরাক্রম দিতির নন্দন
হিরণ্যাক্ষ, ধরি যবে ধরা সুন্দরীরে
গেল ল'য়ে পাতালপুরীতে, তুমি নাথ,
ভীষণ বরাহরূপে পশি রসাতলে
দৈত্য নাশি উদ্ধারিলা বসুন্ধরা সতী।

তার পর যবে বর-দৃপ্ত স্বেচ্ছাচারী
হিরণ্য-কশিপু, আরম্ভিল অত্যাচার,
মহা হাহাকার উঠিল ত্রিলোক জুড়ি,
হৃদয়বিদারী সে রোদন-ধ্বনি নাথ,
পশিল তোমার কাণে, দয়াময় তুমি,
ধরি নরসিংহরূপ ভৈরব-মূরতি
করিলা অসুর নাশ, রক্ষিলা ত্রিলোক,
হরিনাম ত্রিভুবনে হইল প্রচার।
পরে যবে ধনমদে মত্ত বলিরাজ,
ধরিলা বামনরূপ শিক্ষা দিলা তারে।
তারপর মহাদম্ভী ক্ষত্রিয়ের দল,
রাজশক্তি পশুবলে করি পরিণত,
বিসর্জ্জিয়া ন্যায়ধর্ম্ম, আত্মসুখতরে
শাসিতে লাগিল ধরাতল, তীক্ষ্ণধার
কুঠার ধরিয়া করে, সিংহনাদ করি
তুমি হরি, "সংহার" "সংহার" ভীমরবে
কাঁপায়ে মেদিনী, বহালে রুধির-নদী
ক্ষত্রিয়-শোণিতে, শান্তিময় ধরাতল
হইল আবার। পুনঃ ত্রেতাযুগে যবে,
সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর দুর্দ্ধর্ষ দুর্ব্বার
সদা স্বেচ্ছাচার-রত দুষ্ট দশানন
আরম্ভিল ঘোর অত্যাচার, তুমি দেব
পূর্ণব্রহ্ম অবতীর্ণ হইয়া ধরায়
বধিলা সবংশে তারে রামরূপ ধরি,

নিঃশঙ্কিলা দেবনর—এ তিন ভুবন ;
স্থাপিলা ধর্ম্মের রাজ্য, রামরাজ্যনামে
হইবে কীর্ত্তিত যাহা যুগযুগান্তরে।
হরিতে দুষ্কৃতিভার, রক্ষিতে ধার্ম্মিকে,
আরো কতবার হরি ধরণীমণ্ডলে
কতরূপে কতভাবে অবতীর্ণ হবে
কত দেশে, কে পারে কহিতে তাহা। কিন্তু,
এখনো ত্রেতার লীলা হয় নাই শেষ ;
রক্ষোনাশ মহাকার্য্য হ'য়েছে সাধিত,
আরো কার্য্য নরলোকে আছে করিবার।
তাই লক্ষ্মীনারায়ণ, আরো কিছুদিন
রহিবেন মর্ত্ত্যলোকে, আরো কিছুদিন
রামরূপী জনার্দ্দনে হেরিবে মানব।
কি হবে থাকিয়া হেথা ? যাই ধরাধামে
রাম-অবতার-লীলা স্বচক্ষে দেখিতে।
কত আত্মসুখত্যাগ, স্বার্থবিসর্জ্জন
করিবেন রাজগণ করিতে পালন
রাজধর্ম্ম, রামভদ্র শিখাবেন তাহা,
প্রজারঞ্জনের তরে দিয়া বিসর্জ্জন
সতী-সাধ্বী ধর্ম্মপত্নী জনক-কন্যায় ;
আর সেই মহাসতী পতি-পরায়ণা
পতিভক্তি-পরাকাষ্ঠা দেখাবে কেমনে,—
বিস্মিত স্তম্ভিত করি ত্রিজগদ্বাসী,—
দেখে আসি নিজ চক্ষে, কি কাজ হেথায় ?

কি মহতী আশার বারতা মানবের !
'রাজধর্ম্ম শিখিবে মানব,
নারীধর্ম্ম শিখিবে রমণী ।'
যাই চলি ধরাতলে দেখিতে সে লীলা
অদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব্ব, এ তিন ভুবনে ।

[নারদের প্রস্থান

প্রস্তাবনা সমাপ্ত ।





প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অযোধ্যা—রাজসভা।

(রাম, লক্ষ্মণ, বশিষ্ঠ, মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণ আসীন।)

রাম। কুলগুরো,
বিপুল সাম্রাজ্যভার করেছি গ্রহণ।
কর দেব আশীর্ব্বাদ, নিরাপদে যেন
রক্ষিতে শাসিতে পারি সন্তানের মত
প্রজাবৃন্দে। শিখি নাই রাজকার্য্য কভু,
ধনুর্ব্বাণকরে কাটায়েছি শিশুকাল,
তার পর চতুর্দ্দশবর্ষ বনে বনে
পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমিয়াছি, করিয়াছি
রণক্রীড়া রাক্ষসের সনে। হয় নাই
অবসর কভু রাজনীতিক্ষেত্রে মোর
কার্য্য করিবার, তাই দেব নিবেদন,
ভ্রান্তি যদি হয় কোনো স্থলে, লইবেন
সংশোধিয়া উপদেশ দানে।

বশিষ্ঠ। সাধু তুমি,
জিতেন্দ্রিয় সত্যনিষ্ঠ তোমার সমান
ত্রিভুবনে নাহি আর, কি ভয় তোমার?

ন্যায়-তুলাদণ্ড ধরি ধর্ম্মাসন হ'তে
আদেশ করিবে দান, করি আশীর্ব্বাদ
নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যের কার্য্য চলিবে সতত,
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ না হবে অন্যথা।

লক্ষ্মণ। মহাবাহু তুমি আর্য্য ভুবনবিজয়ী,
সমদর্শী, ন্যায়পর, দয়ার সাগর,
সিংহাসনে বসি কর আদেশ প্রচার;
আছে দাস, মহাবল শত্রুঘ্ন ভরত,
ভ্রমিব সাম্রাজ্যে মোরা, দেখিব সতত
কোথায় কি প্রয়োজন অভাব কাহার;
নির্ব্বিঘ্নে শাসিব রাজ্য মথি শত্রুকুল।

রাম। জানি আমি হে ভ্রাতৃরতন, জানি আমি
ভুজবীর্য্য তব, জানি তব ভ্রাতৃপ্রেম,
জানি কত বল ধরে শত্রুঘ্ন ভরত;
কিন্তু ভাই, শুধু শত্রুবধে রাজকার্য্য
নাহি হয় শেষ। রাজধর্ম্ম মহাব্রত,
শুনিয়াছি চারিমতে উদ্‌যাপন তার।

মন্ত্রী। বিশেষতঃ কোথা আর শত্রু হে রাজন্?
মহারাজ্যে সুখশান্তি করিছে বিরাজ।
নির্ম্মূল রাক্ষসকুল, নির্ভয়-হৃদয়ে
দ্বিজগণ নিয়োজিত জ্ঞান-অন্বেষণে,
ঘুচাইতে ধরাতলে দুঃখ মানবের।
শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা সদা হাস্যময়ী;

জলাশয় দেবালয় আদি, প্রয়োজন
যেখানে যেমন দেব, হ'তেছে সকলি।

রাম। নাহি রক্তপাতে আর বাসনা আমার।
ইচ্ছা মোর প্রেমডোরে জগৎ-সংসার
রাখি বাঁধি। সাধ হয়, নিজ প্রাণ দিয়া
পারি যদি দুঃখ কারো করিতে মোচন,
অকাতরে দিই প্রাণ। মহারাজ্য মোর
আসিন্ধু হিমাদ্রি সুবিস্তৃত, দেখো সবে,
দুঃখ যেন প্রজা মোর নাহি জানে কেহ।
রঘুকুলরাজধর্ম্ম প্রজার রঞ্জন,
দেখিও সকলে, কুলধর্ম্ম রক্ষা যেন
হয় বিধিমতে ;—

লক্ষ্মণ। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব রঘুচূড়ামণি,
প্রজারঞ্জনের তরে পালিব সতত
তব আজ্ঞা ভাল মন্দ না ভাবিয়া কিছু।

রাম। মন্ত্রিবর, গুপ্তচর করহ প্রেরণ
সর্ব্বস্থানে, দেখুক গোপনে তারা সবে,
কি আছে অভাব কার, কে কি বলে
দোষগুণ মম।

মন্ত্রী। হইয়াছে নিয়োজিত
বিশ্বস্ত অমাত্য বহু এ কার্য্যের তরে।

রাম। বল মন্ত্রিবর, এই গুরুতর কাজে,
নিয়োগ করেছ কারে রাজধানী মাঝে?

মন্ত্রী। দুর্ম্মুখ তাহার নাম সদা সত্যবাদী
অকপট। কুমার লক্ষ্মণ নিজে দেখি
নিয়োজিত ক'রেছেন তায়।

রাম। কি বলিলে,
দুর্ম্মুখ তাহার নাম?—

লক্ষ্মণ। আছে তার অন্য নাম, কিন্তু
অনায়াসে দেয় সত্য অপ্রিয় সংবাদ,
তাই সবে নাম তার দিয়াছে দুর্ম্মুখ।

রাম। এ কার্য্যের উপযুক্ত সেই। মন্ত্রিবর,
কহিও দুর্ম্মুখে, প্রতিদিন নিশাকালে
সুষুপ্ত নগরবাসী হইবে যখন
যায় যেন মোর কাছে, থাকে যদি কিছু
জানাতে আমায় তার রাজ্যের সংবাদ।
দিও সাবধান করি, অপরের কাছে
না করে প্রকাশ যেন গুপ্ত সমাচার।

মন্ত্রী। যথা অভিপ্রায় দেব।

রাম। সভাভঙ্গ এবে।
পূর্ব্বাহ্ন অতীতপ্রায়, নিজ নিজ স্থানে
যাও এবে বিশ্রামের তরে। অপরাহ্নে,
যথাকালে সভাস্থলে আসিও সকলে,
আবেদন অভিযোগ শুনিব সবার।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যার রাজান্তঃপুরস্থ প্রমোদ-কানন।

[সহচরীগণের প্রবেশ।]

সঙ্গীত।

হের লো হের লো সই, সরোজিনী কাছে ওই,
দিনমণি মাগিছে বিদায়;
সন্ধ্যা আসিছে হেরি, আঁখি মেলি ধীরি ধীরি,
কুমুদিনী চাঁদ পানে চায়।
কমল মুদিছে আঁখি বিরসবদন,
গুঞ্জরি কাঁদে অলি বিষাদিত মন,
তা' নেহারি কুতূহলে, যেন পরিহাস ছলে,
অনিল করিছে হায় হায়।

১ম সহচরী। আহা কিবা সাজিয়াছে উপবন আজি
মনোহর সাজে সখি, মধুর প্রদোষে!
সরযু-সলিল-কণা পরশি শীতল,
হরি পরিমল ধন কুসুমে কুসুমে,
দোলাইয়া মৃদু মৃদু তরু-লতিকায়
বহিছে মলয়ানিল যেন ভয়ে ভয়ে।
ঢালিছে নিকুঞ্জ হ'তে থাকিয়া থাকিয়া

সঙ্গীত-অমৃতধারা সুকণ্ঠ বিহগ।
দূরে ক্রীড়াশৈল পাশে চকিত-নয়ন
খেলিছে কুরঙ্গ-শিশু আনন্দ-অন্তরে,
জননীর চারিদিকে করি ছুটাছুটি।
নিরানন্দ চক্রবাক হের লো চাহিয়া,
চক্রবাকী কাছে ওই মাগিছে বিদায়
সরযূর উপকূলে ব্যথিত-হৃদয়।
তপোবন প্রায় উপবন, পূরাইতে
অভিলাষ জনক-সুতার, নির্ম্মাইলা
রামভদ্র অতি যত্ন করি অযোধ্যায়।

২য় সহচরী। হের সহচরি, বুঝি প্রকৃতিসুন্দরী
করিতে দোহদ পূর্ণ রাজ-মহিষীর
সাজায়েছে এত সাজে রম্য উপবন—
ভূতলে স্বর্গের শোভা নন্দন-কানন।

১ম সহচরী। কিন্তু কোথা সীতাদেবী? সুরভি কুসুমে
সযতনে সুচিকণ গেঁথেছি মালিকা,
সাজাইব মোহিনী কবরী, দোলাইব
কম্বুকণ্ঠে তাঁর, হেরি হাসি রঘুবীর
সম্ভাষিবে সকৌতুকে বনদেবী বলি
মহিষীরে, সলাজহরষে আরক্তিম
গণ্ডস্থল হবে মহিষীর।

২য় সহচরী। আর আমি,—
কাঁপায়ে সরসীনীর সন্ধ্যা-সমীরণ
গাইব মিলনগীতি সাধ মিটাইয়া।

১ম সহচরী। ওই হের, আসিছেন জনকনন্দিনী
উর্ম্মিলা ভগিনীসহ মৃদুমন্দগতি।

[সীতা ও উর্ম্মিলার প্রবেশ।]

সীতা। এসো সবে বসি এই লতাকুঞ্জ পাশে।

(সকলের উপবেশন।)

উর্ম্মিলা। রাজকার্য্য হয় নাই শেষ, তাই আর্য্য
বিলম্বেন আজ আসিতে বিশ্রাম তরে
অন্তঃপুরমাঝে। রাজকার্য্য ভগিনি গো,
এত কি কঠিন?

সীতা। বড়ই কঠিন কাজ।
ভেবে দেখ মনে কত পিতৃ-মাতৃহীন,
কত অভাগিনী পতিহীনা, কত বৃদ্ধ,
জরাগ্রস্ত কত আছে মহারাজ্যে তাঁর;
পূরাবেন অভাব সবার সমভাবে,
সযতনে মুছাবেন অশ্রু কাতরের,
তবেই ত রাজনামযোগ্য রাজা তিনি,
নহে শুধু রাজনামধারী ক্ষুদ্র নর।

উর্ম্মিলা। (সহাস্যে) পতিহীনা রমণী সবার তিনি যদি
হন পতি, তবে দিদি, বিপদ তোমার,
সপত্নীর সংখ্যা করা ভার।

সীতা। (সহাস্যে) রাম-ঘরণীর
নাইলো সপত্নী-ভয়; আর তাই যদি
বিধাতা লিখিয়া থাকে কপালে আমার,

তাই যদি ইচ্ছা হয় তাঁর, কহিতেছি
অকপট বাণী সুবদনি, হাসিমুখে
কিঙ্করীর মত, সেবিব সপত্নীপদ
তুষিতে তাঁহারে।

১ম সহচরী। ধন্যা নারীকুলে তুমি,
পতিকুল পিতৃকুল ধন্য তোমা হ'তে,
পবিত্রা বসুধা সতী তোমার জনমে।
বল এবে বল দেবি,—বড় ভালবাসি
শুনিতে তোমার মুখে, মধুরভাষিণি,—
বনবাস বিবরণ ; কেমনে যাপিতে
নিশিদিন, সেই ঘোর অরণ্যের মাঝে,
পরিপূর্ণ নিশাচরগণে ?

সীতা। সত্য বটে,
ভীষণ দণ্ডকবন পূর্ণ নিশাচরে,
পূর্ণ হিংস্রজন্তুগণে ; কিন্তু সে সকলে
নাহি ছিল ভয় মোর তিলেকের তরে।
মহাবীর পতি যার, মহাধনুর্দ্ধর
দেবর রক্ষক যার, কি ভয় তাহার
সামান্য রাক্ষস হ'তে ? হিংস্রজন্তু ছার।
পঞ্চবটী বনমাঝে গোদাবরীতীরে
ছিল ক্ষুদ্র কুটীর মোদের, সযতনে
রোপণ করিয়াছিনু চারিদিকে তার
কত তরু কত লতা নয়নরঞ্জন,—

নাহি জানি নাম সব,—বিতরি সুবাস
কত যে ফুটিত ফুল,—

উর্ম্মিলা। কি হ'ত সে ফুলে ?

সীতা। অবচয়ি পুঞ্জে পুঞ্জে ফুল নানাজাতি,
অঞ্জলি পূরিয়া অর্ঘ্য দিয়া, পূজিতাম
আমার বাঞ্ছিত সেই চরণ-যুগল ;
কভু বা গাঁথিয়া মালা ফুল্লফুলদলে
তুলিয়া দিতাম সখি, গলায় তাঁহার ;
কুতূহলে ক্রীড়াছলে কভু ফুলবাণে
লক্ষ্য করিতাম তাঁর বিশাল উরস,
হাসি কহিতেন প্রভু জুড়ি দুই কর,
'কেন বরাননি, কোন্ রাজ্যলোভে কহ
'এ মহাযুদ্ধের আয়োজন, রাজ্যহীন
'বনবাসী আমি, মোর সনে ? তবে যদি
'শুধু বিজয়-কামনা পূরাইতে দেবি,
'হ'য়ে থাকে অভিলাষ, বিফল প্রয়াস ;—
'বহুদিন দাশরথি তোমার নিকটে
'করিয়াছে বিনাপণে আত্ম-সমর্পণ,
'মিথিলায় হরধনু ভেঙ্গেছে যেদিন।

১ম সহচরী। ইন্দ্রাণী হইতে কোন্ নারী করে সাধ,
পায় যদি প্রাণ ভরি সেবিতে সতত
এ হেন পতির পদ ঘোর বনমাঝে।

সীতা। আর পায় যদি,
এ হেন দেবর-সেবা অতুল জগতে।

সহচরি, কুমারী যদ্যপি কোন দিন
কেহ, বর আসি যাচে মোর কাছে, এই
আশীর্ব্বাদ করি তায় কায়মনে আমি,
করে যেন আর্য্যপুত্রসম পতিলাভ,
দেবর পায় গো যেন লক্ষ্মণের মত।

উর্ম্মিলা। কিসের প্রশংসা তুমি কর দেবরের
এত করি, আমি কিছু না পাই ভাবিয়া।
কর্ত্তব্য তাহার করিয়াছে, তার তরে
কিসের ব্যাখ্যান তার এত ?

সীতা। (সহাস্যে) তবে তেয়াগিয়া বোন্ দেবরের কথা
পঞ্চবটী-বিবরণ শুনাই তোমায়।

উর্ম্মিলা। কে করিল মানা ? যাহা ইচ্ছা বল তাহা,
কহিব না কথা।

সীতা। শুন তবে সুবদনি,
সহসা পড়িল মনে যে কথা আমার
আজ তোমার কথায় ;—গভীরা যামিনী,
চন্দ্রমা হাসিতেছিল সুনীল গগনে,
থাকি থাকি পাপিয়ার সুমধুর ধ্বনি
কাঁপাইয়া বনস্থলী দিগ্‌দিগন্তর,
বরষি সুধার ধারা শ্রবণ-যুগলে
মিশিয়া যাইতেছিল সুদূর অম্বরে।
সহসা ভাঙ্গিল ঘুম, মনে হোলো দেখি
কি করে লক্ষ্মণ শূর উর্ম্মিলা-বিরহী ;
মনে হোলো, এ মধুর রজনীতে বুঝি,

ঘুমঘোরে স্বপ্নাবেশে দেবর আমার
ঊর্ম্মিলা ঊর্ম্মিলা বলি ডাকিছে তোমায়।

ঊর্ম্মিলা। ঊর্ম্মিলার ভাবনায় ছিল না নয়নে
নিদ্রা তার ;—

সীতা। শয্যা ত্যজি, অতি ধীরে ধীরে,
আইনু কুটীরদ্বারে, হেরিনু বিস্ময়ে,
কষিত-কাঞ্চন-কায় কার্ত্তিকেয়রূপী
দেবর দাঁড়ায়ে মম,—স্কন্ধে শরাসন,
করে নিষ্কোষিত অসি, ফলক তাহার
চমকিছে সুবিমল চাঁদের কিরণে ;—
কোথা নিদ্রা? কোথা স্বপ্ন?—কি যে ভাব মনে
হইল আমার সখি না পারি কহিতে,
ঝরিল নয়নে অশ্রু,—

২য় সহচরী। একি মহাদেবি,
একি গো লক্ষ্মণ-প্রিয়া ঊর্ম্মিলা-সুন্দরি,
কেন হোলো আঁখি ছলছল উভয়ের,
কহিতে শুনিতে এ কাহিনী?—

সীতা। আনন্দাশ্রু সহচরি, সম্বরিতে নারি
সে সব দিনের কথা স্মরিয়া এখন?
বুঝিলে কি প্রাণসমা ভগিনি আমার,
কিসের ব্যাখ্যান এত করি দেবরের?
প্রভাত-অরুণ-ছটা পূরব-গগনে
প্রকাশিলে, করি স্নান গোদাবরী-নীরে,
একাকী পশিত বনে ফল আহরণে ;

নাহি শ্রান্তি নাহি ক্লান্তি সেবিতে ভ্রাতায়,
ভ্রাতৃবধূ পরিচর্য্যা করিতে সতত।

১ম সহচরী। আর দেবি কি করিতে তুমি ততক্ষণ?

সীতা। হাত ধরাধরি করি প্রাণনাথ সনে
ভ্রমিতাম কুতূহলে কাননে কাননে,
কত কথা কিছু ছাই অর্থ নাই যার,
কহিতাম তাঁর কাছে; শুনিতাম তাঁর
কত কথা, মনে নাই বুঝি নাই যাহা।
কভু অন্যমনা হেরি রাঘবেন্দ্র বীরে,
যাইতাম লুকাইয়া বনের আড়ালে,
সহসা আমায় তিনি না হেরি নিকটে
চাহিতেন চারিভিতে দুর্ম্মনায়মান,—

ঊর্ম্মিলা। যেন ফণী মণিহারা,—

সীতা। (সহাস্যে) তা হ'তে অধিক;
দেখিয়া তাঁহার দশা অন্তরাল হ'তে,
হাসি করতালি দিয়া আসিতাম ছুটি
কাছে তাঁর; হাসিরাশি ফুটিত অধরে,
সৌদামিনী যেন সখি, খেলিত জলদে।
কভু গোদাবরী-তীরে বসিয়া দুজনে,
বিচিত্র লহরীলীলা হেরিতাম সুখে;
প্লাবিয়া উভয় কূল ব্যাকুল আবেগে,
উছলি উছলি যবে বরষায় সখি,
ছুটিত তটিনী রঙ্গে সাগর-সঙ্গমে,

হইতাম আত্মহারা বিবশা বিহ্বলা,
স্কন্ধে তাঁর রাখি মাথা, নিরখি সে শোভা

উর্ম্মিলা। শুনিয়াছি মহাবনে গোদাবরী-তীরে
মদমত্ত করী সদা ফেরে দলে দলে।

সীতা। পুষিয়াছিলাম এক করিণী-শাবক ;
ছুটোছুটি শিশু-করী মনের উল্লাসে
বেড়াইত মোর সাথে কাননে কাননে।
তুলিয়া মৃণালসহ কমলের দল,
দিত কভু উপহার কুটীরে আমার ;
সাজিতাম কমল-মালায় মনসাধে।
তা দেখিয়া কহিতেন হাসি রঘুমণি,—
'সাজিয়াছ ভাল রঘুকুল-কমলিনি
'কমল মালায়, কিন্তু হের লজ্জা পায়,
'সরোবর-সোহাগিনী শ্রীঅঙ্গে তোমার।

১ম সহচরী। কি কাজ ভূষণে তার এত রূপ যার!

সীতা। তার পর একদিন ভ্রমিতে কাননে,
দুর্জ্জয় কেশরী এক গর্জ্জি ঘোরনাদে
আক্রমিল করভকে ; আতঙ্কে কাঁপিল
প্রাণ মোর, মুদি আঁখি উঠিনু কাঁদিয়া।
সহসা পশিল কানে কোদণ্ড টংকার,
শুনিলাম 'নাহি ভয়' কহিছে রাঘব।
হেরিলাম আঁখি মেলি ; সম্মুখে আমার
নব-জলধর-কান্তি গম্ভীর সুন্দর

ধনু-করে রাঘবেন্দ্র ; করী-শিশু মোর,
জানাইছে কৃতজ্ঞতা শুণ্ড বুলাইয়া
অঙ্গে তাঁর ; মোর পানে চাহিয়া চাহিয়া,
পশুরাজ পলাইয়া গেছে দূরবনে।
নবজলধর যবে ঢাকিত গগন,
কাঁপাইয়া বনস্থলী গর্জ্জিত গম্ভীর
শৈলে শৈলে শৃঙ্গে শৃঙ্গে হোতো প্রতিধ্বনি,
মাতি সেই রবে সখি দুয়ারে আমার
ময়ূরী-ময়ূর কত পেখম তুলিয়া,
নাচিত হরষভরে কেকা-রব করি।
এইরূপে মনসুখে দিবসরজনী
মাস ষড়ঋতু বর্ষ দেখিতে দেখিতে
কালের অনন্তগর্ভে হইত বিলীন।
কিন্তু,—
পড়িত যখন মনে শৈশব-সঙ্গিনী
তোমা সবে, হোতো মনে মিথিলা কোশল,
জনকের ভালবাসা, শ্বশুর-আদর,
ছুটিত নয়নে জল অবাধ গতিতে,
ছোটে যথা নির্ঝরিণী বরষা-আগমে
অতিক্রমি বেগভরে গিরিবর বাধা।

২য় সহচরী। মানবের সমাগম ছিল না কি সেথা
একেবারে ?——

সীতা। পথহারা পথিক কখনো

হোতো উপস্থিত ; সমাদরে পরিচর্য্যা
করিতাম সবে, সুখসেব্য ফল-মূলে
সুশীতল জলে ; করিলে বিশ্রাম লাভ,
দেবর লক্ষ্মণ পথ দেখাইয়া সবে
দিতেন বিদায়। তাপস তাপসী কভু
আসিতেন পঞ্চবটী-বন দরশনে ;
হোতো দেখা তাঁহাদের সনে, শুনিতাম
কত কথা, কিন্তু মিথিলা-কোশলবার্ত্তা
কেহ নাহি পারিত কহিতে—সুধাইলে,
দীর্ঘশ্বাস পড়িত নীরবে অশ্রুসহ।
বহুদিন গেলে এই ভাবে,—একদিন,—
কি যে সে কুদিন সখি সীতার জীবনে,—
কুটীরদুয়ারে আসি দিল দরশন,
মোহিনীর বেশে এক অপূর্ব্বরমণী
রূপে তার ঝলসে নয়ন, দরশনে
ভয় হোলো মনে ;—

ঊর্ম্মিলা। বুঝি সেই শূর্পণখা ?—

সীতা। সেই কলঙ্কিনী
কালভুজঙ্গিনী শূর্পণখা, জানকীর
সুপ্রসন্ন অদৃষ্ট-আকাশে, ধূমকেতু-
রূপে আসি হইল উদয়। অকস্মাৎ
নাচিল দক্ষিণ চক্ষু, কাঁপিল হৃদয়
মহাভয়ে, আশুগতি পশিনু কুটীরে।

দ্বারদেশে আর্য্যপুত্র ছিলেন বসিয়া,
কিছু দূরে অসিকরে দেবর লক্ষ্মণ।

উর্ম্মিলা। কি হইল তারপর?—

সীতা। হাসি হাসি সে রূপসী
আসি কাছে তাঁর, নিরখি নিরখি
মুখ পানে ক্ষণকাল, কহিল সুস্বরে,
'কে তুমি কাননবাসী দেবাকৃতি নর?
'কেন বল বর বপু বল্‌কলে আবৃত,
'রাজআভরণ-রাজবেশ, উপযুক্ত
'যে অঙ্গের প্রসাধন তরে—বল শুনি
'বনবাসী কোন দুখে? এসো মোর সাথে
'নিত্য নব সুখভোগ করাব তোমায়,
'কায়মনে তুষিব, সেবিব তোমা ধনে।
'এসো উপযাচিকায় কোরো না বঞ্চিতা,
'পূরাও বাসনা মোর পুরুষ-রতন।

১ম সহচরী। কি ভাবিলে কি করিলে তুমি পতিপ্রিয়া?
কি কহিল জিতেন্দ্রিয় রাঘবেন্দ্র বীর
রাক্ষসীর শুনি অভিলাষ?——

সীতা। রোষে ভয়ে
কেমন যে হোলো মোর মন, সহচরি,
নাহি পারি কহিতে এখন। চাহিলাম
কাতর-নয়নে মুখপানে, দেখিলাম
সবিস্ময়ে, হসিত-বদন রঘুবীর।
সকৌতুকে সম্ভাষিয়া ছদ্মবেশিনীরে

কহিলেন ধীরে ধীরে, 'শুন লো সুন্দরি,
ওই হের পত্নী মম, অভিলাষ তব
পূর্ণ হয় আমা হ'তে এ নহে সম্ভব ;
সপত্নীর জ্বালা ধনি সহিবে কেমনে ?

১ম সহচরী। কি কহিল কি করিল রাক্ষসী তখন ?

সীতা। হেরি মোরে নিশাচরী কি যেন ভাবিল
মনে মনে, চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া
দেখিল লক্ষ্মণ শূরে ; অপাঙ্গে তাহার
জ্বলিল বাসনানল, উন্মত্তার প্রায়
ছুটি গেল পাশে তার কহিল কাতরে ;—
'আহা মরি কেগো তুমি এ বিজন বনে ?
'দেখিয়াছি নন্দন-কাননে রতিপতি,
'দেখিয়াছি সুরপুরে পার্ব্বতী-নন্দনে,
'দেখিয়াছি কত রূপ ত্রিলোক ভ্রমিয়া,
'কিন্তু, দেখি নাই হেন কমনীয় কান্তি
'কভু এ জীবনে। কেন কেন গো নীরব
'গুণমণি, কেন নাহি চাহ মোর পানে ?
'কটাক্ষে সম্মতি তব জানাও দাসীরে,
'এ হৃদয়-সিংহাসনে বসাই তোমায়
'রাজা করি। কামাচারী আমি বীরবর,
'স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে যথা ইচ্ছা তব,
'বিহরিব মনসাধে লইয়া তোমায়,
'রহিব সতত তব আজ্ঞাবহ দাসী।

১ম সহচরী। কি করিল, কি কহিল, ঊর্ম্মিলাবিলাসী,
শুনি রাক্ষসীর মুখে বাসনা তাহার ?

সীতা। কহিল দেবর তারে রুক্ষ তীব্রস্বরে,
'নাহি জানি কে যে তুমি নিলাজ রমণী,
'কেমনে আনিলে মুখে এ কুৎসিত কথা ?
'দূর হও হেথা হ'তে, নতুবা এখনি
'পাবে শাস্তি সমুচিত লক্ষ্মণের হাতে।
ভগ্ন-মনোরথ সখি রাক্ষসী তখন,
ধাইল কুটীরপানে লক্ষ্য করি মোরে ;
চক্ষুর নিমিষে বীর নিষ্কোষিয়া অসি,
নাসাকর্ণ রাক্ষসীর ফেলিল ছেদিয়া ;
ছুটিল শোণিতধারা, তিতিল মেদিনী।
বিকট চীৎকারি নিশাচরী, নিজ মূর্ত্তি
ধরিল তখন ; ভয়ে শিহরিয়া আমি
পশিলাম মুদি আঁখি আর্য্যপুত্র-ক্রোড়ে ;
শুনিলাম গর্জ্জিছে রাক্ষসী, 'পাবি শীঘ্র
প্রতিফল এ অপমানের, ক্ষুদ্র নর,
রাবণ-ভগিনী আমি নিকষা-নন্দিনী,
করিলি আমায় বিরূপাঙ্গ, করিলি রে
ব্যর্থ-মনোরথ, পাবি শাস্তি যথোচিত
ইহার লাগিয়া'। পরিপূর্ণ পঞ্চবটী
হইল সে রবে ; মূর্চ্ছিতা হইনু আমি
আর্য্যপুত্র-ক্রোড়ে।

১ম সহচরী। তার পর ?—

সীতা। তার পর শুনেছ সকলি,
ঘটিয়াছে যাহা সখি, সীতার ললাটে।

(নেপথ্যে রাজসভাভঙ্গসূচক তূর্য্যধ্বনি।)

ঊর্ম্মিলা। ভঙ্গ রাজ-সভা ওই চল অন্তঃপুরে।

[সকলের প্রস্থান।



প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যার রাজপথ।

[বিপ্রবন্ধু এবং রত্নদাসের ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে প্রবেশ।]

রত্ন। প্রণাম ঠাকুর-দা, এতদিন ছিলেন কোথা? এই এত বড় ধূমধাম হ'য়ে গেল, কত মিষ্টান্নের গড়াগড়ি, কত পুষ্পাসবের ছড়াছড়ি, কত দানধ্যান তার সীমা সংখ্যা নাই। এমন রাজ্যাভিষেক কখনো হয় নাই, হবেও না। তা, এমন সময়ে কি বিদেশে থাক্‌তে হয়?

বিপ্র। কি জান ভায়া, সবই অদৃষ্ট; পেছনে শনি লেগেই আছে, সদাই তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে। বাড়ীতে যে দশদিন ঠিক হয়ে থাক্‌বো, তা ঘটে কই।

রত্ন। তবে এখন যাওয়া হ'চ্চে কোথা?

বিপ্র। এই,—একবার রাজসভায় যাবো মনে করেই বেরিয়েছিলুম, তা বড় দেরী হয়ে গেল, আজ আর হোলো না।

রত্ন। কেন? রাজসভায় কোনো অভিযোগ আছে না কি?

বিপ্র। এ,—এই—ব্রাহ্মণী—

রত্ন। এঁ্যা,—ব্রাহ্মণীর বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ! কথাটা ত বড় ভাল বোধ হ'চ্চে না।

বিপ্র। আরে না হে না।—তাঁর নামে অভিযোগ হ'তে যাবে কেন? কথাটা হ'চ্চে এই, ব্রাহ্মণী ব'ল্লেন, 'কোথায় দিনরাত বাঁদরের মত ছুটোছুটি ক'রে বেড়াও,—বুড়ো হ'তে চ'ল্লে, সময় অসময় কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান তোমার কিছুমাত্র হোলো না। এই তর্কালঙ্কার, বিদ্যালঙ্কার, ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতি সবাই মহারাজের অভিষেক উপলক্ষে কত বিদায় পেলে; রূপোর ঘড়া, সোণার থালা পট্টবস্ত্রাদিতে সকলের গৃহ পরিপূর্ণ, আর তুমি একটা দেশ-বিখ্যাত দিগ্‌গজ পণ্ডিত, তুমি কি না,—ব'লেই অমনি নাকি-সুরে কেঁদে কেঁদে ব'ল্লেন 'তোমার হাতে প'ড়ে আমার এক দিনের তরেও সুখ হোলো না' ইত্যাদি ইত্যাদি, সে ভায়া আর ব'ল্‌বো কত। ব্রাহ্মণীর চোখে জল দেখে, পৃথিবীটা আমার চোখে অন্ধকার হ'য়ে এলো।

রত্ন। আহা হা, সে ত হবেই, সে ত হবেই। তার পর?

বিপ্র। তার পর,—ব্রাহ্মণী আমার প্রখরবুদ্ধিশালিনী কি না,—ব'ল্লেন, 'যা হবার হ'য়েছে, এখন এক কাজ কর, একটী শ্লোক রচনা ক'রে, একবার রাজসভায় গিয়ে মহারাজকে আশীর্ব্বাদ কর, অবশ্যই মনস্কামনা সিদ্ধ হবে'। তাই ভায়া,—একটী শ্লোক রচনা ক'রে রাজসভার দিকে যাবার মতলব এঁটেছি, বামুনে কপাল, দেখি কি হয়—

রত্ন। তা ব্রাহ্মণীর কথাটা শ্লোকে উল্লেখ করা হ'য়েছে কি?

বিপ্র। হা, হা, হা, ভায়া,—সকল অস্ত্র একবারে ছাড়্‌তে নেই। সেটা পরে হবে। এখন, এই শোনো দেখি, শ্লোকটা কেমন হ'য়েছে। ও—একটু বিবেচনা করে দেখ দেখি।

রত্ন। যে আজ্ঞা, আবৃত্তি করুন।

বিপ্র। দ্বিজোত্তমোৎস্মি ঋণদায়গ্রস্তঃ
সমাগতস্তেন ভবৎ-সকাশং
গৃহাণাশীষং শুভমস্তু সর্ব্বং
প্রসীদ রাজন্ কপিরাজবন্ধো।

কেমন হ'য়েছে বল দেখি ?

রত্ন। আহা হা, অতি চমৎকার, অতি চমৎকার। যেমন ভাবের গভীরতা, তেমনি অনুস্বরের ঘটা, আর ততোধিক পদলালিত্য। বিশেষতঃ এই সম্বোধনপদটী অতি সদ্‌বিবেচনার সহিত প্রয়োগ করা হ'য়েছে ;—"কপিরাজ বন্ধো",—আপনার মত পণ্ডিতেরই উপযুক্ত সম্বোধনপদ।

বিপ্র। হাঃ, হাঃ, হাঃ—ব'ল্লে কি হয় ভায়া, অনেক ব্যাকরণ অলঙ্কার শাস্ত্রাদি মন্থন ক'রে, শব্দগুলি বিন্যাস করা হ'য়েছে ;—তা মহারাজ বিশেষ তৃপ্তিলাভ ক'র্‌বেন বোধ হয় ?

রত্ন। আঃ—সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিপ্র। এখন রাজসভায় উপযুক্ত রসগ্রাহী ভাবগ্রাহী পণ্ডিত উপস্থিত থাক্‌লে হয়।—তা যা'ক্ ভায়া, বলি আজকালকার কোন নূতন সংবাদ কিছু রাখ কি ?

রত্ন। আজ্ঞে না, নূতন সংবাদের ধার বড় একটা ধারি না। তবে বোধ হ'চ্চে, আপনার যেন কিছু সংগ্রহ আছে।

বিপ্র। হাঁ,—না,—তা, এমন কিছু নয়,—(চারিদিকে চাহিয়া)—তা যা'ক্, যেতে দাও।

রত্ন। (স্বগত) ঠাকুর ত এসেছে একটা কিছু ব'ল্‌তেই,—তা আবার গুমুর ক'চ্ছে কত ? (প্রকাশ্যে) আরে বলুন না,

বলুন না, ব'ল্‌তে গিয়ে আবার চেপে যাচ্ছেন কেন? আমি ত আর অন্য কেউ নই।

বিপ্র। বলি তা—এমন কিছু নয়। তবে কথা কি জান, আমি ত বরাবর প্রায় বিদেশেই থাকি। ব্রাহ্মণীকে সে সময়টা তাঁর পিতৃগৃহেই রেখে দি, সুতরাং সে দিক্‌টাও সে সময়ে পরস্মৈপদেই চলে যায়। বুঝ্‌লে ভায়া?—

রত্ন। আজ্ঞে, বুঝ্‌তে বিলক্ষণ পাচ্ছি; এখন আপনি ভূমিকাটা সংক্ষেপে সেরে আসল কথাটা ব'লে ফেলুন দেখি।

বিপ্র। আহা হা, অতটা অধীর হ'লে চ'ল্‌বে কেন? এই শোনো না,—আবার,—(চারিদিকে দেখিয়া) কেউ কোনো দিক্‌ থেকে শুন্‌বে না কি?

রত্ন। কৈ, কে আর আছে এখানে, আপনি নির্ভয়ে ব'লে যান। কথাটা যেন কিছু গুরুতর ব'লেই বোধ হ'চ্চে।

বিপ্র। না,—গুরুতর বিশেষ কিছু নয়। তবে কি না,—যাক্‌ শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।—এবার বাড়ী এলেই ব্রাহ্মণী আমায় চোখ মুখ রাঙ্গিয়ে ব'ল্লেন 'আর আমি এ সব পার্‌বো না। তুমি চিরকাল বিদেশ ঘুরে বেড়াবে,—আর আমি এ বয়সে বাপের বাড়ী একলা একলা থাক্‌বো, সে হবে না'।

রত্ন। আচ্ছা ঠাকুর-দা, ঠানদিদির বয়সটা কত হবে বলুন দেখি?

বিপ্র। তা,—বয়সটা আর এমন বেশী কি? এই ধর—এঁ,—এই—কিছু কম পঞ্চাশ ষাট হ'তে পারে।

রত্ন। না,—তবে আর এমন বেশী কি?

বিপ্র। আমি ব'ল্লুম, তাতে কি? ব্রাহ্মণী তখন অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে ব'ল্লেন,

'এতে দশ জনে দশ রকম কুৎসা ক'র্‌তে পারে। আমরা ত আর রাজরাণী নই, যে নামে সব কেটে যাবে।

রত্ন। সে কি রকম, সে কি রকম?

বিপ্র। এ আর শোনো নি? (চারিদিকে চাহিয়া) আমাদের রাজমহিষীর কথা নিয়ে লোকে যে কত কি কানাকানি ক'চ্ছে।

রত্ন। সে কি? আমরা ত কিছু শুন্‌তে পাইনি!

বিপ্র। শুন্‌বে ভায়া, ক্রমে শুন্‌বে সব। কানাকানিটা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। কত লোক কত কি ব'ল্‌ছে। কেউ ব'ল্‌ছে, এত দীর্ঘকাল,—আর কারো ঘরে নয় রাক্ষসের ঘরে,—আবার যে সে রাক্ষস নয়,—স্বয়ং রাক্ষসরাজ রাবণের ঘরে,—তা ভায়া আমি কিছু বিশ্বাস করি নে।

[দুর্ম্মুখের প্রবেশ]

দুর্ম্মুখ। বলি কি গো ঠাকুর মশাই,—

বিপ্র। এই যে দুর্ম্মুখ মহাশয়,—

বিপ্র ও রত্ন (উভয়ে)। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

দুর্ম্মুখ। প্রণাম ঠাকুর-মশাই, এখানে কতক্ষণ?

বিপ্র। এই সবে আস্‌ছি, এ,—এই মাত্তর। অনেক দিন পরে ভায়ার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হোলো কি না, তাই দুটো কথা বোল্‌বো মনে ক'রে এখানে দাঁড়িয়েছি।

দুর্ম্মুখ। কি কথা ব'ল্‌ছিলেন না?

বিপ্র। কৈ না,—আমরা ত কেউ কোনো কথা বলি নি।

দুর্ম্মুখ। (স্বগতঃ) কি ভয়ানক! এই সব অপদার্থ লোকের কথায়

বিশ্বাস স্থাপনা ক'রে লোকে কত কি ক'রে বসে। (প্রকাশ্যে) তা এখন যাওয়া হ'চ্চে কোথা?

বিপ্র। যাই দেখি, আত্মীয়-স্বজন সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিগে।

[বিপ্রবন্ধু ও রত্নদাসের প্রস্থান।

দুর্ম্মুখ। কি পরিতাপ! যাঁর জন্মে বসুন্ধরা পবিত্র, একবার যাঁর নাম ক'ল্লে সকল পাপ-ক্ষয় হয়, সেই পুণ্যময়ীর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ ক'র্‌তেও লোকে দ্বিধা করে না। কিন্তু দেখ্‌তে হ'চ্চে, অপবাদটা কতদূর ছড়িয়ে প'ড়েছে। ওই, এই দিক্ পানে কতকগুলো লোক আস্‌ছে না? একটু আড়ালে দাঁড়াই, দেখি এঁরা আবার কি নিয়ে আছে? এই কদিন যেখানে যাচ্ছি, সেইখানেই ত এই কথাই শুন্‌তে পাচ্ছি।

[দুর্ম্মুখের অন্তরালে প্রস্থান।

[দুইজন নাগরিক ও একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ]

১ম পু। সে হবে না, হবে না, হবে না।

স্ত্রী। বাবা তোর পায়ে পড়ি বাবা, আমার দুটো কথা শোন্। আমি তোর শাশুড়ী,—দেখ্ মা যা, শাশুড়ীও তাই,— একটু স্থির হ'য়ে শোন্। তারপর যা হয় ক'রিস্, লক্ষ্মী বাপ আমার।

১ম পু। কি শুন্‌বো আর? শুনে শুনে যে কান ঝালাপালা হ'য়ে গেছে। আরও শুন্‌তে বাকী আছে না কি?

স্ত্রী। আচ্ছা, মেয়েটা এমন কি অপরাধ ক'রেছে যে, তাকে পরিত্যাগ ক'র্‌ছো?

১ম পু। অপরাধ ব'লে অপরাধ? এ যদি অপরাধ না হয়, তবে মেয়ে

ছেলের পক্ষে আর কি অপরাধ হ'তে পারে? তোমার মেয়ে নিয়ে তুমি থাক বাছা, আমার অমন মেয়েয় কাজ নাই।

স্ত্রী। ওমা! এ বলে কি গো! নিজের বোনের স্বামী, তার সঙ্গে দু'টো কথা ক'য়েছে, তাতেই সব অশুদ্ধ হ'য়ে গেল? আর তোমরা বাছা যে দিনরাত কত কি কর, তাতে বুঝি আর কোন দোষ হয় না? না,—তোমরা পুরুষ সবই ক'র্ত্তে পার, আর মেয়ে-ছেলের বেলা, একটু কথা কইলেই সব অশুদ্ধ হ'য়ে যায়।

১ম পু। দেখ, আর কথা বাড়িও না ব'ল্‌ছি, শেষটা অপমান হ'তে হবে।

২য় পু। তবে রে বেটা বেল্লিক, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। লঘুগুরু জ্ঞান নেই। দাঁড়া, এখুনি গিয়ে রাজদ্বারে অভিযোগ ক'র্‌ছি। দেখি, এর একটা প্রতীকার হয় কি না?

১ম পু। ওগো, জানি গো জানি; তোমাদের এ রাজার কাছে এ ব্যাপারে বিলক্ষণ প্রতীকার পাবে, তা জানি।

স্ত্রী। ওগো, তুমি থামো গো থামো। মেয়েটার গতি কি হবে একটু ভাবো, ওকে আর রাগিও না।

২য় পু। না, কিছুতেই না। রাজদ্বারে যাবো, যাবো, যাবো।

১ম পু। তা যাও, যাও, যাও। যা পার করগে। উচিত কাজ কোর্‌বোই কোর্‌বো, কিছুতেই ছাড়্‌বো না। তিনি যেন রাজা, সব পারেন, আমরা অতটা পারিনে। যা হয় হবে।

২য় পু। কি রে পাষণ্ড, রাজা সব পারেন? তুই বেটা ব'লিস্ কি?

১ম পু। বোল্‌বো আর কি?—রাজার দোষেই ত দেশটা অধঃপাতে যেতে ব'সেছে। যে স্ত্রীলোকের অঙ্গ পরপুরুষে স্পর্শ ক'রেছে,

রাক্ষস-গৃহে যে দীর্ঘকাল বাস ক'রেছে, তাকে কি না তিনি অম্‌নি নিয়ে বস্‌লেন। আমরা জন্মে মুখ দেখ্‌তেম না।

২য় পু। বেটা, রাজমহিষীর যে অগ্নি-পরীক্ষা হয়েছে।

১ম পু। আরে রেখে দাও তোমার অগ্নি-পরীক্ষা। আগুনে পুড়্‌লে আবার মানুষ বাঁচে? ও একটা কথার কথা। গিয়ে দেখেছ তুমি?—বল্‌তে পার?

২য় পু। কেন? সুগ্রীব অঙ্গদ হনুমান প্রভৃতি কপিরাজগণ সকলেই ত ব'লেছে।

১ম পু। হাঁ—এইবার ঠিক হ'য়েছে। যা কোনো কালে কেউ দেখে নি, শোনে নি, এখন বানরের কথায় তাই বিশ্বাস ক'র্‌তে হবে।

২য় পু। আরে বেটা, মহারাজ যে নিজেই ব'লেছেন।

১ম পু। আরে সেই ত হ'চ্চে রোগের ঘর। তিনি এখন মহিষীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত,—সুন্দরী কি না,—কিছুতেই ছাড়্‌তে পারেন না। তাই মনগড়া একটা অগ্নি-পরীক্ষার কথা রটিয়ে দিয়েছেন। ফল দাঁড়িয়েছে এই,—মেয়েরা এখন যা ইচ্ছা তাই ক'র্‌তে লেগেছে। কিছু ব'ল্লেই ব'লে বসে, 'রাজরাণী যদি অতটাই পারেন, আমরা কি আর এতটুকুও পারি না।' রঘুবংশে এমনটা ঘ'ট্‌বে, কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। রাজপাপে রাজ্যটা উচ্ছন্ন যাবে আর কি?

স্ত্রী। তা বাবা, মেয়েটার যা ঘাট হ'য়েছে নিও না, লক্ষ্মী বাপ আমার; সে ত আর রাজমহিষীর মত কোন গুরুতর অপরাধ করেনি, দোহাই তোমার বাবা।

১ম পু। ওগো, দশবার ব'লেছি সে হবে না, হবে না, হবে না।

অন্তরাল হইতে দুর্ম্মুখের আগমন।

দুর্ম্মুখ। (১ম পুরুষের প্রতি) বলি কিহে? এত গোলযোগ কোচ্ছো কেন এখানে? ব'ল্‌ছো কি?

স্ত্রী। (স্বগতঃ) না জানি কি সর্ব্বনাশ ক'রে বসে! কি না জানি ব'লে ফেলে!

১ম পু। ব'ল্‌ছি কি? এই যা সবাই ব'ল্‌ছে, তাই ব'ল্‌ছি।——

২য় পু। (প্রথম পুরুষের মুখে হাত দিয়া) আরে চুপ্ চুপ্। (দুর্ম্মুখের প্রতি) আজ্ঞে, দেখুন দুর্ম্মুখ মহাশয়, ছেলেটা আমার জামাতা, কেমন একটু মতিচ্ছন্ন মত হ'য়েছে; কি বলে কি করে, তার ঠিকানা নাই। ও সব কথা শুন্‌বেন না। চল বাপু, এখন বাড়ী যাই।

[প্রথম পুরুষকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া দ্বিতীয় পুরুষ ও স্ত্রীর প্রস্থান।

দুর্ম্মুখ। হায় হায়,
মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা জনক-নন্দিনী,
তাঁর নামে কলঙ্ক রটনা! কে বুঝিবে
রহস্য ইহার? ক্ষুদ্র আমি,—মূর্খ আমি,
বুঝিব এ প্রহেলিকা কি সাধ্য আমার?
সার্থক দুর্ম্মুখ নাম হইল আমার
এতদিনে! হায় হায় কেমনে জানাব
নিদারুণ এ সংবাদ রঘুরাজপদে!

(চিন্তা)

কি ফল ভাবিয়া; শুনিয়াছি ঋষিমুখে
মহাজনমুখে, সার-ধর্ম্ম মানবের
কর্ত্তব্য-পালন। করিব কর্ত্তব্য মোর,
হবে যা হবার।—

[প্রস্থান।



প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

অযোধ্যার রাজান্তঃপুরস্থ কক্ষ।

[সীতা ও সহচরী।]

সহচরী। বিমনা তোমায় কেন হেরি রাজেন্দ্রাণি ?
কি যেন ভাবিছ মনে মনে, ক্ষণে ক্ষণে
পড়িছে নিশ্বাস, চাহিতেছ মুখপানে
বারবার, কিন্তু লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টি তব
না দেখিছ মোরে। শুনিতে কি পায় দাসী,
কি চিন্তায় আজি তব মলিন শ্রীমুখ ?
শুনিতে কি পায়, পূর্ণশশধর কেন
জলদে আবৃত ?

সীতা। বুঝি না কেন যে মন
হইল এমন। কাঁপিছে হৃদয় মোর
থাকিয়া থাকিয়া, কারণ বিশেষ কিছু
না পারি বুঝিতে। বড় ভয় মনে সখি,
কি যেন বিপদ মোর ঘটিবে অচিরে।

সহচরী। কেন দেবি, করিতেছ হৃদয় গোপন ?
বিস্ফারিত নেত্র তব সভয় সজল,
ক্ষণে ক্ষণে চিন্তা-রেখা পড়িছে ললাটে,
বক্ষঃস্থল ঘন ঘন হ'তেছে কম্পিত,
বল মোরে কি হ'য়েছে বল মহাদেবি ?

সীতা। অস্থির হ'য়েছে মন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া।
সহচরী। কি স্বপ্ন দেখিয়া ব্যাকুল হ'য়েছ এত
পাই কি শুনিতে? দূর হয় অমঙ্গল,
শুনিয়াছি প্রকাশিলে স্বপন-কাহিনী।
সীতা। অতি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন! শিহরে পরাণ,
না সরে বচন মুখে কহিতে সে কথা।
জনহীন যেন এক ভীষণ প্রান্তর
নাহি তথা বৃক্ষলতা, নাহি আছে প্রাণী,
নাহি শব্দ, নাহি আলো, নাহি অন্ধকার,
ভয়াবহ ছায়া এক দিগন্ত ব্যাপিয়া
বিরাজিছে অবিচ্ছেদে, দিগন্তবিস্তৃত
ধূ ধূ করে বালিরাশি, সে প্রান্তরে সখি,
একাকিনী অসহায়া প'ড়ে আছি আমি।
ঘিরি চারিদিক তার অনন্ত জলধি,
পরশিয়া নভস্তল উঠিতেছে তাহে
উর্ম্মিমালা। সহসা সজনি, ভাঙ্গা ভাঙ্গা
রক্তবর্ণ জলদের জাল আবরিল
নভোদেশ, রক্তবর্ণ হইল প্রান্তর!
সহচরী। তার পর?
সীতা। বিকট চীৎকার সখি,
উঠিল সহসা মোর চারিদিক হ'তে;
উঠিল অসংখ্য দেহ,—কেমনে না জানি,—
হস্তহীন পদহীন মুণ্ডহীন কেহ
তাধেই তাধেই নাচিতে লাগিল সবে

ঘিরিয়া আমারে। মহাভয়ে সহচরি,
আবরিনু করযুগে নয়নযুগল।
শুনিনু তখন, কহিতেছে একজন,
'এই সেই, এই সেই, ইহারি কারণে
'অসময়ে ছাড়িয়াছি সুখের সংসার,
'বুকে করি কত আশা অতৃপ্ত-বাসনা;
'দারা পুত্র প্রেমের পুতলী নিঃসহায়
'কত দুঃখে যাপিতেছে দিন'। অন্য জন
কহিছে গরজি, 'সর্ব্বনাশি, সর্ব্বনাশি,
তুই নারীকুলে, তোর তরে রক্ষোকুল
নির্ম্মূল সমূলে;—কত পত্নী পতিহারা,
পুত্রহারা মাতা, বিলাপিছে দিবানিশি
বক্ষে হানি কর'। মেলিনু নয়ন সখি,
হেরিনু সভয়ে, ছুটিছে আমার পানে
রক্ষোরাণী মন্দোদরী, রুক্ষ আলুথালু
কেশরাশি উড়িছে অম্বরে, ভীমা মূর্ত্তি,
ঘুরায়ে আরক্ত নেত্র, দন্ত কড়মড়ি।
দেখিনু ছুটিছে তারা উন্মাদিনীবেশে
জ্ঞানহারা, উগ্রচণ্ডা যেন রণভূমে
করিতে অসুরনাশ। কহিল দুজনে
মোরে চাহি, 'ভেবেছিস্ মনে সর্ব্বনাশি,
'সুখে তোর যাবে দিন? ঘটিবে না কভু
'বিচ্ছেদ স্বামীর সনে? শোন্ শোন্ তবে,
'ভুঞ্জিবি বৈধব্য-জ্বালা স্বামী বর্ত্তমানে

'চিরদিন, ঝরিবে নয়নে অশ্রুধারা
'অবিরল তিতিয়া মেদিনী, না ঘটিবে
'পতিসেবা অদৃষ্টে লো তোর, না পাইবি
'পতির সোহাগ, পতিহারা রমণীর
'শোন্ অভিশাপ।' শিহরিল অঙ্গ মোর,
কাঁপিল পরাণ, উঠিনু কাঁদিয়া সখি,
নিদ্রা গেল দূরে।

সহচরী। স্বপ্ন কিছু নয় দেবি।
পূর্ব্ব-কথা আজ করিয়াছ আলোচনা,
তাই এ দুঃস্বপ্ন দেবি, ক'রেছ দর্শন।

সীতা। হবে তাহা; কিন্তু তবু বড় ভয় মনে,
যেন কি অমূল্য-নিধি হারাই হারাই।

সহচরী। কুমার তোমার গর্ভে রঘুবংশধর,
এ সময় নহে ভাল দুশ্চিন্তা তোমার।
দেখিলে এ ভাব তব, রঘুকুলমণি
ব্যাকুল হবেন অতি জান ত সকলি।

সীতা। কি করি—কি করি সখি, আসিছেন তিনি,
কেমনে করিব তাঁর চিত্তবিনোদন?

সহচরী। কেন অকারণ চিন্তা পুষিছ হৃদয়ে?
সব চিন্তা হবে দূর ভাব তাঁর কথা।

সীতা। সেই ভাল সেই ভাল সখি, ভাবি তাঁরে;
হরিবেন চিন্তা মোর চিন্তামণি মম।

সহচরী। ভাব তাঁরে, বিম্বাধরে ফুটিবে এখনি

হাসিরাশি। বল দেবি, কেমনে করিব
চিন্তা-নিপীড়িত মন প্রফুল্ল তোমার?

সীতা। গাও সখি,—সুকণ্ঠ তোমার সুললিত,—
গাও শুনি, দূরে যাক্ মনের আঁধার।

সহচরী। কি গাহিব?

সীতা। যাহা ইচ্ছা, ভাল হয় যাহা।

সহচরী। (গীত।)

(তুমি) কোথা এ আঁধারে।
বড় আঁধার এ আঁধার এ।
দিশেহারা আমি সংসার-পাথারে,
তুমি না তারিলে সখা বল কে তারে।
কূল নাহি হেরি ভব-পারাবারে,
তুমি মম ধ্রুবতারা লও হে পারে।

সীতা। কি সুন্দর কি সুন্দর সখি, বুঝিয়াছ
কি বেদনা হৃদয়ে আমার, তাই তুমি
জুড়ালে পরাণ এ সঙ্গীতে।

[রামচন্দ্রের প্রবেশ ও উভয়ের উত্থান]

রাম। বোসো দেবি, বোসো সহচরি;—গতপ্রায়
রজনীর দ্বিতীয় প্রহর,—নিদ্রার সময়,—
এখনো মহিষি, বল কেন জাগরিত?

সীতা। নাথ, পোড়া আঁখি দুটী না চাহে মুদিতে,
না হেরি দিনান্তে ওই চরণযুগল
একবার, তাই সখি সহ ব'সে আছি
তব প্রতীক্ষায়।

রাম। যাও সখি, বিশ্রামের তরে

(সখীর প্রস্থান এবং রামচন্দ্র ও সীতার **উপবেশন**।)

সীতা। নাথ, জাগরণে ক্লেশ কি আমার ?
অশোককাননে চেড়ী-দল-পরিবৃত
ছিলাম যখন, সুদীর্ঘ যামিনী কত
যাপিয়াছি আমি অনিদ্রায়, মনে হ'লে,
ভেসে যায় বুক আঁখি জলে।

রাম। কেন দেবি,
স্মরিয়া সে কথা আর ব্যথা পাও মনে ?
বিধিলিপি, ঘটিয়াছে ছিল যা কপালে।
কেন আর সে সকল মনে কর এবে ?

সীতা। নাথ,—

রাম। একি ? একি আজ মহাদেবি ? কেন
সঙ্কুচিত এত কহিতে মনের কথা ?

সীতা। ঊর্ম্মিলা ভগিনী সহ গিয়াছিনু মোরা
প্রমোদকাননমাঝে ভ্রমিবার তরে।
কথায় কথায় পঞ্চবটী-বন-কথা
উঠিল সেখানে; কহিলাম তার কাছে
কেমনে দেবর করিত মোদের সেবা,
আরো কত কথা। বুঝিলাম মনে মনে,
ভগিনীর যেন বড় সাধ স্বামীসহ
কাননভ্রমণ। তাই ইচ্ছা,—

রাম। কি ইচ্ছা বল না দেবি, অবশ্য পূরাব।

সীতা। বড় সাধ হয় নাথ কানন-ভ্রমণে,
নির্ম্মুক্ত গগনতলে ঋষি-তপোবনে,
দেবর লক্ষ্মণ আর ঊর্ম্মিলার সহ।
দেখাইব ভগিনীরে ঋষিপত্নীগণ
কেমন সরলপ্রাণ কোমলপ্রকৃতি,
পুণ্যময় পবিত্রাত্মা ঋষিগণ কিবা।
গলাগলি করি তথা ভগিনীর সনে,
বড় সাধ বেড়াইতে, দেখাইতে তারে
নগ্ন প্রকৃতির শোভা কত যে সুন্দর।
রাম। এ সামান্য অভিলাষ জানাতে আমায়
এতই আশঙ্কা তব? তব তৃপ্তিতরে
কি না পারে করিবারে অযোধ্যার পতি?
সীতা। তুমিও যাইবে সাথে, নতুবা আমার
মনোরথ পূর্ণ নাহি হইবে সকল।
রাম। এও কি বলিতে হয়? পাগলিনী তুমি,
দেহ ছায়া কভু কি গো থাকে দূরে দূরে?
সীতা। বড়ই আনন্দ মনে হইবে আমার,
কোলাহলময় এই রাজধানী ছাড়ি,
ভ্রমিব যখন দূরে নির্জ্জন-কাননে,
নাহি যথা হিংসা দ্বেষ নিন্দা কপটতা।
দেবর লক্ষ্মণ আহরিবে ফল নাথ,
আমাদের তরে, লইয়া সে ফল আমি,
দিব তুলি সমাদরে ভগিনীর মুখে;
বনফুলে সাজাব তাহায়।—

রাম। বল শুনি, কোন্ বনে যেতে অভিলাষ?

সীতা। আমি কি বলিব তাহা যথা ইচ্ছা তব।

রাম। শুনেছি জাহ্নবী-তীরে,—নহে বহুদুর,—
মহাঋষি বাল্মীকির আছে তপোবন;
চল তথা যাই, করি ঋষি-দরশন।
দেখে আসি কেমনে এখন ঋষিগণ
যাপিছেন দিন, রক্ষোভয় হ'তে সতি,
হইয়া উদ্ধার।

সীতা। ভাগিরথী? পবিত্রাতটিনী,
তব পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি মহীতলে।
জুড়াইব মনঃপ্রাণ, চক্ষু জুড়াইব
দরশন করি তাঁরে, পবিত্র করিব
অঙ্গ পরশি সলিল। মনে পড়ে নাথ,
যবে বনবাসে যেতে নৌকা আরোহণে
হইনু জাহ্নবী পার, মিতিনীর সহ
আইল গুহকমিতা সম্ভাষিতে সবে;—
এমন সরলপ্রাণ, এত ভালবাসা
দেখি নাই পাই নাই কভু এ জীবনে।
কত দুর সেথা হ'তে মিতার সে দেশ
আমরা থাকিব যথা? মিতিনীর সহ
হবে কি গো দেখা পুনঃ সেই তপোবনে?

রাম। আছে গো পুষ্পকরথ, চির-সহচর
আছে গো লক্ষ্মণ ভাই, কি চিন্তা তোমার?

দেখাইব মিতাসহ মিতিনীরে পুনঃ,
ইচ্ছা যদি হয় তব।—

সীতা। ইচ্ছা হয় মনে,
উপহার দিতে ঋষি, ঋষি-পত্নীগণে,
সাজাইতে বালকবালিকা তাঁহাদের।

রাম। কুবের-ভাণ্ডার উন্মুক্ত তোমার তরে।
যত ইচ্ছা যাহা ইচ্ছা লও সঙ্গে করি,
অকাতরে বিলাও সবায়। কিন্তু দেবি,
কি আছে এমন ধন রামের ভাণ্ডারে,
যা দিয়া তুষিতে পার তপস্বীর মন?
যে অনিত্য সুখভোগে মত্ত গৃহিগণ,
ঋষিগণ তুচ্ছ করে তাহা। নির্ব্বিকার
চিত্ত তাঁহাদের; ভাবেন একাগ্রমনে
দিবসযামিনী, নিরাকার নিরঞ্জন
পুরুষপ্রধানে, বাসনা কামনা সেই
এক নিত্যধনে তাঁহাদের।—

সীতা। জানি আমি নরনাথ মতি তাঁহাদের।
কিন্তু শোভা নাহি পায় দেব, রিক্তহস্তে
প্রণাম করিতে ঋষিগণে; আছে রীতি,
যাব কিছু সঙ্গে করি, করিব প্রণাম,
মাগিব আশীষ তাঁহাদের।

রাম। কি আশীষ মাগিবে বৈদেহি?

সীতা। পবিত্র চরণ-ধূলি ল'য়ে তাঁহাদের

মাগিব আশীষ এই, 'পাই যেন কোলে
রঘুবংশ-অলঙ্কার সুন্দর কুমার'।

রাম। পূর্ণ মনোরথ যেন হয় দেবি তব—
কিন্তু যাইবার আগে নিও অনুমতি
গুরুজন সকলের, নিও আশীর্ব্বাদ
নির্ব্বিঘ্নে আনন্দে শীঘ্র ফিরিবার তরে।

[সহচরীর প্রবেশ।]

সহ। ক্ষম মোরে নরদেব, আসি নাই আমি
স্বইচ্ছায়। কহিল কঞ্চুকী, রাজপদে
দিতে সমাচার, 'রাজকর্ম্মচারী এক,
দরশন রাজেন্দ্রের করিছে প্রার্থনা,
আসিয়াছে রাজকার্য্যে রাজার আদেশে।'

রাম। যাও দেবি, যাও এবে শয়ন-মন্দিরে ;
এখনি ফিরিয়া আমি আসিব তথায়।

[সীতার প্রস্থান।

যাও সখি, বল তারে, অপেক্ষা করিতে
মোর মন্ত্রণা-ভবনে। এখনি যাইব,
শুনিতে তাহার মুখে সমাচার তার।

সহ। যে আজ্ঞা রাজন্!

[সহচরীর প্রস্থান

রাম। কে জানিত এত সুখ
লিখিয়াছিলেন বিধি রামের ললাটে।

বিরাজিছে সুখ-শান্তি মহারাজ্যে মোর,
নাহি কোন শত্রু-ভয়, অকাল-মরণ ;
ভ্রাতৃগণ আমা বই কিছু নাহি জানে।
কুলগুরু বশিষ্ঠ প্রবীণ ভাবিছেন
রাজ্যের মঙ্গল। প্রজাগণ হৃষ্টমন,
অবাধ বাণিজ্যে ধনরত্নে পরিপূর্ণ
গৃহ সকলের, শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।
এ সময়ে মহিষীর পূরাতে বাসনা
নাহি হেরি বাধা কিছু। ভরতের করে
অর্পি রাজকার্য্যভার, যাই তপোবনে
বৈদেহীর সহ তার পূরাতে বাসনা।
হায়, অবোধিনি, তপোবন দরশনে
হ'য়েছে বাসনা ; সামান্য এ অভিলাষ
জানাতে আমায় কতই কুণ্ঠিতা তুমি
হ'লে মোর কাছে। কত ক্লেশ সহিয়াছ
আমার লাগিয়া এ জীবনে, রামচন্দ্র
পারে কি ভুলিতে ? পিতৃ-সত্য-রক্ষাহেতু,
তেয়াগিয়া রাজ্য যবে চলিলাম বনে,
ছাড়ি গৃহ রাজ্যভোগ জনকনন্দিনী
ছিন্ন করি সকল বন্ধন, তেয়াগিয়া
সকলের মায়া, ছুটিল আমার সাথে
সন্ন্যাসিনীবেশে ঘোর বনে। সেই তুমি
সেই মোর প্রেমের প্রতিমা হৃদয়ের।
যবে বনবাসে ব্যাকুল হইত মন

স্বদেশের তরে, চাহি তব সদানন্দ
প্রণয়বিহ্বল মুখ-পানে, ভুলিতাম
সকল যন্ত্রণা।—তপোবন গমনের
আয়োজন তরে দিব আজ্ঞা নিশা-অন্তে
কুমার লক্ষ্মণে।—যাই এবে শুনে আসি,
এ নিশীথে কি সম্বাদ এনেছে দুর্ম্মুখ।

[রামচন্দ্রের প্রস্থান।



প্রথম অঙ্ক ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

রাজপুরীর—মন্ত্রণা-ভবন ।

[দুর্ম্মুখের প্রবেশ ।]

দুর্ম্মুখ । বাঁধিয়াছি পাষাণে পরাণ, করিয়াছি
মনঃ স্থির । কিন্তু হায়! অবশ রসনা ;
ফোটে না বচন মুখে কহিতে সে কথা ।
জানি আমি নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা বৈদেহী,
জানেন রাজেন্দ্র নিজে, জানেন লক্ষ্মণ ;
কিন্তু হায় ! নাহি জানি পুরবাসিগণ
কি কারণে সে কথায় না করে প্রত্যয় !
ধিক্ ধিক্ প্রজাবৃন্দে, না জানিয়া কিছু
নিষ্কলঙ্ক রমণীর কলঙ্ক রটায় ।
শত ধিক্ জীবনে আমার, কেন আমি
লইলাম এ কার্য্যের ভার ? ওই ওই,—
আসিছেন বুঝি রামভদ্র । কি করিব ?
কেমনে বলিব নিদারুণ এ সংবাদ
তাঁহার নিকটে ?—

[রামচন্দ্রের প্রবেশ ও দুর্ম্মুখের অভিবাদন ।]

রাম । দুর্ম্মুখ, কুশল তব ? কি সংবাদ দিতে,
আসিয়াছ মোর কাছে এ ঘোর নিশীথে ?

দুর্ম্মুখ। ক্ষমা কর দাসে রঘুমণি ;—

রাম। কি ভয় তোমার ভদ্র ? বল অকপটে
বলিবার আছে যাহা, জানিয়াছ যাহা।

দুর্ম্মুখ। দাও মোরে বিদায় রাজন্, এ কার্য্যের
নাহি প্রয়োজন দুর্ম্মুখের।—

রাম। কেন ভদ্র হ'তেছ কাতর ? বুঝিয়াছি,
আছে কিছু অপ্রিয়-সম্বাদ মোর তরে।
কিন্তু তার লাগি বল তোমার কি দোষ ?
কহ তুমি নিঃসঙ্কোচে রামের নিকটে,—
সত্যবাদী জানি তুমি,—শুনিয়াছ যাহা,
জানিয়াছ যাহা কিছু প্রকাশ্যে গোপনে।

দুর্ম্মুখ। আসিয়াছি বলিবারে, বলিব এখনি ;
কিন্তু নরনাথ, প্রার্থনা দাসের এক
করিবে পূরণ দেব, কর অঙ্গীকার।

রাম। অবশ্য প্রার্থনা তব করিব পূরণ,
ন্যায়-ধর্ম্ম-মতে যদি নাহি হয় বাধা।

দুর্ম্মুখ। আন দেব তীক্ষ্ণধার অসি ; যে কাহিনী
জিহ্বা মোর করিবে প্রকাশ, তার তরে
উপযুক্ত দণ্ড তার সমূলে ছেদন।

রাম। শুনি তব কথা হে ধীমান্, কাঁপিতেছে
পরাণ আমার ; কেন আর রাখিতেছ
বিষম উদ্বেগে ? বল শীঘ্র।

দুর্ম্মুখ। শুন দেব, কর্ণমূলে কহিব সে কথা।

(রামচন্দ্রের কর্ণে কথন)

রাম। এই শেষ?

দুর্ম্মুখ। এই কাহিনীর শেষ, শেষ দুর্ম্মুখের।

(রামচন্দ্রের পদপ্রান্তে পতন)

রাম। উঠ ভদ্র, কি দোষ তোমার?

(দুর্ম্মুখের উত্থান)

করিয়াছ কর্ত্তব্য পালন; উপযুক্ত
পুরস্কার পাবে তার তরে, যাও এবে।

দুর্ম্মুখ। নমি পদে নরদেব!

(দুর্ম্মুখের অভিবাদন ও প্রস্থান।

রাম। হায়, একি শুনি!
দুর্ম্মুখ—দুর্ম্মুখ; কোথা গেল? সত্যই কি
পুরবাসিগণ রটায় কলঙ্ক হেন
রঘুরাজকুলে? কি করিব? কি হইবে?
না পারি বুঝিতে ইহা স্বপন কি মায়া।
ঘুরিতেছে ধরাতল, ঘুরিছে আকাশ,
ছুটিছে উদ্‌ভ্রান্তগতি নক্ষত্রনিকর,
কক্ষচ্যুত, লক্ষ্যহীন, উন্মাদের প্রায়
শূন্যপথে। একি? একি? ঘোররবে যেন
প্রলয়ের মেঘমালা গর্জ্জিছে ভীষণ
মহারোষে;—কিছুই যে না পারি বুঝিতে!
না, না, এই ত র'য়েছি আমি, এই এই—
মোর মন্ত্রণা-ভবন, অপবাদ-কথা
সত্যই কহিয়া গেল দুর্ম্মুখ আমায়।
হায়, হায়, দুঃখিনী জানকী; ততোধিক

দুঃখী হায়, হতভাগ্য রাম। হায় প্রিয়ে,
ত্রিলোকসম্মুখে করিলা পরীক্ষাদান,
পুরবাসী না করে বিশ্বাস। তবে দেব
নিশাপতি, উঠিও না তারাদলসহ
নভস্তলে পুনঃ আর শীতলিতে নরে।
কুলপতি দিনপতি, আর যেন পুনঃ
উঠিও না নিশা-অন্তে অযোধ্যা-গগনে ;
চির-অন্ধকারে থাকুক জগৎ-বাসী।
হায়, হায়,—
সতীর পবিত্র-নামে কলঙ্ক রটনা !
কেন ফিরি আইলাম রাজ্যভোগ-আশে ?
ছিল ভাল দণ্ডক-কাননে চিরবাস।
তাপস-তাপসী পশুপক্ষী নাহি জানে
সংসারের ছলনা চাতুরী কপটতা,
নাহি জানে পরনিন্দা, পরশ্রীকাতর
নহে তারা। কেন আমি আইলাম
লোকালয়ে ফিরি ? কি করি, কি করি ?—
উপায় না হেরি কিছু। কেমনে যাইব
ফিরি এবে অন্তঃপুরে ; থাকিব হেথায়,
যতক্ষণ অন্তরাত্মা নাহি হয় স্থির।

[পটক্ষেপণ।]

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উর্ম্মিলার কক্ষ।

[উর্ম্মিলা আসীনা।]

উর্ম্মিলা। সোনার পিঞ্জরে বদ্ধ পক্ষিণীর মত
গেল মোর সারাটা জীবন একভাবে।
দেখিলাম শুধু সৌধমালা, দাসদাসী,
শুনিলাম শুধু নগরের কোলাহল,
বুঝিলাম শুধু দ্বেষ হিংসা স্বার্থ আদি
মানব-হৃদয়ে কি বিপ্লব ঘটাইছে
দিবসরজনী এ সংসারে। কেন আজি
পুরাতন কথা যত পড়িতেছে মনে,
না পারি বুঝিতে কিছু। প্রথমযৌবনে
দিনকত গেল মহাসুখে। তারপর,
বিমাতার ছলনায় রাঘবেন্দ্র বীর
রাজ্য ত্যজি বনবাসে চলিলেন যবে,
হইলেন অনুগামী অনুজ তাঁহার;
কত যে কাঁদিনু পায়ে ধরি, বনে যেতে
সাথে তাঁর,—কাঁদিলেন তিনি,—বলিলেন,

অশ্রু-বিজড়িত-কণ্ঠে হাত দুটী ধরি,
'সঙ্গে তুমি গেলে প্রিয়তমে, বল শুনি
'কে সেবিবে জনকজননী,—কে মুছাবে
'অশ্রু তাঁহাদের' ? তাঁর ইচ্ছা,—রহিলাম
গৃহে আমি, সহিলাম নীরবে নির্জ্জনে
চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী বিরহ-যন্ত্রণা।
তারপর সুপ্রসন্ন হ'লেন বিধাতা,
পাইলাম তাঁরে পুনরায়। কিন্তু মোর
না পূরিল মনের বাসনা। ইচ্ছা হয়,
হাত ধরাধরি করি ছাড়িয়া সংসার,
ভ্রমি সুখে তাঁর সনে কাননে কাননে,
শৈলে শৃঙ্গে শান্তিময় ঋষি-তপোবনে,
দেখি সাধ পূর্ণ করি আছে কত শোভা
শোভাময়ী প্রকৃতির অনন্ত-ভাণ্ডারে।
আমার মনের সাধ মনেই রহিল।

[লক্ষ্মণের প্রবেশ।]

লক্ষ্মণ। কি সাধ অপূর্ণ আছে, পায় কি শুনিতে
আজ্ঞাধীন ? থাকে সাধ্য অবশ্য পূরাবে
রামানুজ, কর মাত্র আদেশ প্রচার।

ঊর্ম্মিলা। কথার ছলনে ভাল শিখেছ ভুলা'তে
ঊর্ম্মিলায়। সেও ভাল, এসেছ যে তার
কাছে রাজকাজ ছাড়ি, শুনাতে তাহারে
দুটী ছলনার কথা। কি সৌভাগ্য আজি,

রজনীর প্রথম প্রহরে দরশন
মিলিল তোমার।

লক্ষ্মণ। এ অভিমানের কথা,
কেন আজি সুবদনি শুনি তব মুখে?

ঊর্ম্মিলা। জলাঞ্জলি অভিমানে দিয়াছে ঊর্ম্মিলা।
মনে করি কতদিন 'করি অভিমান',
মনে মনে কত কথা রাখি যোগাইয়া,
আগমন-প্রতীক্ষায় তব; কিন্তু হায়,
যেই সে মুহূর্ত্ত আসি হয় উপস্থিত,
যেই তব পদ-শব্দ পরশে শ্রবণ,
পাশরি সকল কথা, পাশরি আপনা,
চেয়ে থাকি ওই মুখপানে।

লক্ষ্মণ। বল শুনি,
কোন্ সাধ হয় নাই পূর্ণ ঊর্ম্মিলার?

ঊর্ম্মিলা। শুনিবে কি?—
প্রমোদ-কাননে কালি প্রদোষসময়
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সুখে মহিষীর সনে,
শুনিলাম পঞ্চবটী-বন-বিবরণ
তাঁর মুখে; ইচ্ছা হোলো,—কিন্তু বৃথা ইচ্ছা,-

লক্ষ্মণ। কি ইচ্ছা বল না শুনি,—

ঊর্ম্মিলা। ইচ্ছা হোলো,
কোলাহলময় এই সংসার ছাড়িয়া,
থাকি কিছুদিন কোন শান্তিময় স্থানে
তোমার সহিত সদা,—

[সীতার প্রবেশ ।]

সীতা । শুভ সমাচার,
আনিয়াছি আমি বোন্ তোমার লাগিয়া ।

লক্ষ্মণ । নমে পদে মহাদেবি, লক্ষ্মণ দেবর,
যাচে আশীর্ব্বাদ তব ।

সীতা । হও চিরজয়ী,
পালহ নির্ব্বিঘ্নে প্রজাপুঞ্জে, মহাবীর,
নাশি শত্রু তীক্ষ্ণ-অস্ত্রে সম্মুখ-সমরে ।

ঊর্ম্মিলা । আর ছেদি নাসাকর্ণ নিরস্ত্রা নারীর
যথা পাও কাননে কন্দরে ।—

সীতা । কি উত্তর হে দেবর, কি বলে ঊর্ম্মিলা ?

লক্ষ্মণ । পাপের উচিত শাস্তি দিয়াছি পাপীর,
উত্তর কি প্রয়োজন তাহার আবার ?

ঊর্ম্মিলা । কি যে মহাপাপ ক'রেছিল শূর্পণখা,
যার লাগি নাসাকর্ণ চিরদিন তরে
গেল তার, আমি কিন্তু না পারি বুঝিতে ।
লঙ্কার সমরজয়ী তুমি মহাবীর
বল মোরে বুঝাইয়া, দেখি বুঝি যদি ।

লক্ষ্মণ । কুলটা যে নির্ল্লজ্জা রমণী, সংসারের
ঘোর অমঙ্গল ঘটে সদা তাহা হ'তে ;
অবশ্য কর্ত্তব্য তার শাস্তির বিধান
সমুচিত ।

ঊর্ম্মিলা। বল হে চরিত্রবান্,
বল দেখি শুনি, জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মনিষ্ঠ
পুরুষ যে জন, কি করিতে পারে তারে,
সহস্র কুলটানারী সহস্র বৎসর
যায় যদি গড়াগড়ি চরণে তাহার!

সীতা। কি বল দেবর?

ঊর্ম্মিলা। আরো বলি, নহে আর্য্যনারী শূর্পণখা,—
সে ত নিশাচরী,—মনোভাব, সমাজবন্ধন,
ভিন্ন তার, ভিন্ন তার আশা রুচি, ভিন্ন
তার প্রাণ; তোমাদের চক্ষে যাহা ঘৃণ্য
নিন্দনীয়, নহে তাহা নিন্দনীয় ঘৃণ্য
তাহাদের; তাই যদি হয়, বল তবে,
বল মোরে বুঝাইয়া হে বীরপ্রধান,
কোন্ অধিকারবলে, নাসাকর্ণ তার
তুমি করিলে ছেদন?

সীতা। হে দেবর,
শুনিলে ত বলে যাহা ঊর্ম্মিলাসুন্দরী?
আমি বলি, যুক্তিময় কথাগুলি তার।

ঊর্ম্মিলা। শুধু তাই?—
উপায় কি নাহি ছিল অন্য কোন মত,
দূর করি দিতে তারে পঞ্চবটী হ'তে?
কিন্তু মহাবীর, ধন্য বীরপণা তব,
হানিলে স্ত্রী-অঙ্গে অস্ত্র সামান্য কারণে।

সীতা। গুরুতর অভিযোগ বিরুদ্ধে তোমার

করিয়াছে উপস্থিত উর্ম্মিলা রূপসী।
কি বল দেবর এ কথার ?

লক্ষ্মণ। কি বলিব ?
পরাভব করিনু স্বীকার।

সীতা। (সহাস্যে) ইন্দ্রজিৎ-জিৎ
পরাজিত রণে আজ উর্ম্মিলার সহ !

লক্ষ্মণ। নহে বিস্ময়ের কথা রঘুকুল-রাণি,
হেন পরাভবে সতত অভ্যস্ত এই
দেবর তোমার ; সতত আনন্দ তার
হেন পরাভবে। পায় যেন চিরদিন
হেন পরাভব লজ্জা, দেবর তোমার
দেবি, কর আশীর্ব্বাদ।—কিন্তু বল শুনি,
কি শুভ-বারতা, আনিয়াছ লক্ষ্মণের
উর্ম্মিলার তরে।

সীতা। তপোবন-গমনের
অভিলাষ মোর জানাইলে আর্য্যপুত্রে,
দিয়াছেন অভিপ্রায় সুপ্রসন্ন-মনে।
হে দেবর সবে মিলি, লইয়া তোমায়
যাব মোরা সুপবিত্রা জাহ্নবীর তীরে,
বাল্মীকির তপোবন দরশন তরে।
বড় সাধ ছিল মনে বহুদিন হ'তে,
ভগিনীর সহ সুখে ভ্রমিতে কাননে ;
পুরিবে সে সাধ মোর, সাধ উর্ম্মিলার
মিটাইব সযতনে, এই সুসম্বাদ।

উর্ম্মিলা। শূর্পণখা মত নারী আছে কি তথায়?
বীরত্বের পরিচয় দেবরের তব,
কেমনে পাইব বল নাহি থাকে যদি?

সীতা। দেখা যাবে তপোবনে যাইব যখন।
কিন্তু কোথা মহারাজ? দেখি নাই তাঁরে
সারাদিন।

লক্ষ্মণ। রঘুবীর মন্ত্রণা-ভবনে,
একাকী যেন কি কার্য্যে ব্যস্ত সারাদিন।
নিষেধ তাঁহার কাছে যাইতে সবার।
অনুমানি, না থাকিলে তিনি, রাজকার্য্য
কি ভাবে চলিবে তাহা করিছেন স্থির।
বল আর্য্যে, ভগিনীরে তব, তপোবনে
দান বিতরণ করিতে হইবে বহু,
আয়োজন তার যেন থাকে যথোচিত।

উর্ম্মিলা। কি আছে সে বিলাইবে, দরিদ্রা উর্ম্মিলা।
তুমি তার একমাত্র সর্ব্বস্ব সংসারে,
বিলাইব অকাতরে, তুমি যদি বল।

[কঞ্চুকীর প্রবেশ]

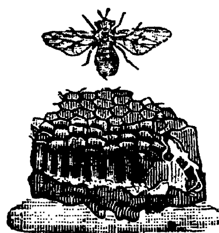
কঞ্চুকী। রঘুবীর ক'রেছেন স্মরণ কুমারে,
আছেন অপেক্ষা করি মন্ত্রণা-ভবনে।

লক্ষ্মণ। তপোবনে যাইবার আয়োজন তরে
আদেশ দিবেন বুঝি, যাই তাঁর কাছে।

[কঞ্চুকী ও লক্ষ্মণের প্রস্থান।

সীতা। কত যে আনন্দ আজ অন্তরে আমার
ভগিনি লো, নাহি পারি কহিতে তোমায়।
চল বোন্, আয়োজন করিগে সত্বর।
তাপসীর বেশে মোরা যাব তপোবনে।

[উভয়ের প্রস্থান।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপুরীর মন্ত্রণা-ভবন।

[ধরাসনে রামচন্দ্র উপবিষ্ট।]

রাম। হা বৈদেহি, এই ছিল অদৃষ্টে তোমার ?
আছ তুমি মনের উল্লাসে অন্তঃপুরে,
ভাবিতেছ মনে, বেড়াইবে মহাসুখে
ভগিনীর সহ তপোবনে, ভাবিতেছ
কেমনে তুষিবে ঋষি ঋষি-পত্নীগণে,
দেখিতেছ সুখের স্বপন কত মত ;
কিন্তু হেথা মন্ত্রণা-ভবনে, সর্ব্বনাশ
সাধিছে তোমার সতি, প্রাণাধিক পতি।
কি করিব, অন্যগতি নাহি যে রামের।
পিশাচ, রাক্ষস রাম অযোধ্যার পতি,—
না—না,—পিশাচ রাক্ষস করিতে অক্ষম
যাহা, ব'সেছি করিতে। করিলাম মনে
কতবার, ছাড়ি রাজ্য ছাড়িয়া সংসার,
যাই চলি সীতাসহ পুনঃ বনবাসে,
থাকি দোঁহে অনন্ত-মিলনে। কিন্তু তাহে
গুরুতর কলঙ্ক রটিবে রঘুকুলে।

নিরুপায়, নিরুপায়, অযোধ্যার পতি।
রঘুকুলরাজধর্ম্ম প্রজার রঞ্জন,
কুলধর্ম্ম ত্যজিব কেমনে? কি কহিবে
না জানি লক্ষ্মণ, আদেশিব যবে তারে
জানকীরে দিতে বনবাস। পালিবে কি
আদেশ আমার? প্রেরিয়াছি প্রতিহারী
লক্ষ্মণের তরে, কিন্তু কেন বিলম্বিছে
এত সুমিত্রা-নন্দন?

(অধোবদনে চিন্তা)

[লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। নমে তব পদে,—
(স্বগতঃ) একি হেরি! ধরাসনে অযোধ্যার পতি!
না পড়ে পলক, নেত্রে নিশ্চল তারকা,
বিষাদমলিনমুখ নিষ্পন্দ গম্ভীর,
যেন পাষাণের গড়া রামের মুরতি,
নহে রাম! নাহি বুঝি কারণ ইহার,
ভয় হয় জিজ্ঞাসিতে, অবশ্য হ'য়েছে
কোন ঘোর দুর্ঘটনা।
(প্রকাশ্যে)
রাজ রাজেশ্বর,
কেন স্মরিয়াছ দাসে পাই কি শুনিতে?
পাই কি শুনিতে, কেন বা এ ভাবান্তর
হেরি অকস্মাৎ?—

রাম। আসিয়াছ?—আসিয়াছ প্রাণাধিক

অনুজ আমার? এসো, হতভাগ্য রাম
ডেকেছে তোমায় ভাই যে কার্য্যের তরে,
তাহা শুনিবে এখনি। বল প্রিয়তম,
ক্ষমিবে আমায় তুমি সরল-অন্তরে?

লক্ষ্মণ। একি রঘুমণি? কি দোষ ক'রেছে দাস,
তাই হেন পরুষ-বচন কহ তারে?
আজ্ঞাধীন আমি ভ্রাতা তব।

রাম। শুন ভাই,
জ্বলিতেছে যে ভীষণ অনলের শিখা,
চিতা-বহ্নি-সম এই হৃদয়ের মাঝে,
কহিব কাহার কাছে, কে আছে রামের
তোমা বিনা।—লোকে বলে 'কলঙ্কিনী সীতা'

লক্ষ্মণ। কে বলে কে বলে হেন কথা? কহ দেব,
তীক্ষ্ণ খড়্গে ছিন্ন করি রসনা তাহার,
দিব ডালি শৃগাল-কুক্কুরে।

রাম। স্থির হও,
শুন আগে বৃত্তান্ত সকল। নহে ভাই
একজন, নহে দুইজন, দেশময়
গৃহে গৃহে সবে করিতেছে বলাবলি
'কলঙ্কিনী সীতা, কলঙ্কিত রঘুবংশ
রামের লাগিয়া'।

লক্ষ্মণ। ঘোর মিথ্যা অপবাদ;
প্রজাগণে জনে জনে বুঝাইব আমি
সাধ্বী সতী সীতাদেবী রঘুকুলবধূ।

রাম। অসাধ্য অসাধ্য ভাই, বৃথা আশা তব।
বিষে যার জর্জ্জরিত সমস্ত শরীর,
কোন্ স্থানে হবে তার ঔষধ প্রয়োগ?
নাহি দেখি এ রোগের প্রতীকার কিছু,
দেখেছি অনেক চিন্তা করি।—
লক্ষ্মণ। কি করিবে তবে রঘুমণি? কি উপায়
করিব এখন?
রাম। নিরুপায়, নিরুপায়;—
আছে মাত্র একটী উপায়। শুন ভাই,—
লক্ষ্মণ। কি উপায়? দেহ আজ্ঞা করিব এখনি।
রাম। ক'রেছি সংকল্প স্থির, শুন প্রাণাধিক,
তুষিব প্রজায় আমি ত্যজি বৈদেহীরে।
লক্ষ্মণ। বৈদেহীরে পরিত্যাগ! অভিপ্রায় তব
নারিনু বুঝিতে কিছু রঘুকুলমণি!
রাম। নাহি অন্য গতি আর, জনমের মত
হবে সীতা নির্ব্বাসিতা রাজ্য হ'তে মোর।
লক্ষ্মণ। নির্ব্বাসিতা হবে সীতা, এ সংকল্প দেব,
করিয়াছ স্থির মনে? পাই কি শুনিতে
কোন্ অপরাধে নির্ব্বাসনদণ্ড তাঁর
করিছ বিধান? সন্দেহ কি কর দেব,—
রাম। না না ভাই, জানি আমি পরম পবিত্রা
পত্নী মম;—
লক্ষ্মণ। জান দেব, তবু বিনা দোষে
গর্ভবতী বনিতায় দিবে বনবাস?

রাম। কি আর করিতে পারি বলহ আমায় ?
রঘুকুলসারধর্ম্ম প্রজার রঞ্জন ;
তুষিব প্রজার মন বনে দিয়া সীতা।
প্রতিপাল্য প্রজাগণ মম।—

লক্ষ্মণ। কে করে বারণ রঘুবীর, প্রজাগণে
করিতে পালন ? কিন্তু বিচারক তুমি,
ন্যায়পরায়ণ সদা, বল দাসে শুনি,
কোন্ ধর্ম্ম, কোন্ ন্যায়মতে, নির্দ্দোষের
দণ্ড তুমি করিছ বিধান ?

রাম। পত্নীত্যাগে সদা মোর আছে অধিকার।

লক্ষ্মণ। পত্নীত্যাগে থাকে যদি অধিকার তব,
প্রজাত্যাগে বল শুনি হে প্রজারঞ্জক,
বিন্দুমাত্র অধিকার আছে কি তোমার ?
নহে কি জানকী প্রজা তব, প্রতিপাল্য
রক্ষণীয় অন্য প্রজামত ? বিশেষতঃ,
জান তুমি নরনাথ, পরমপবিত্রা
নারীকুল-শিরোমণি জনকনন্দিনী ;
মিথ্যা অপবাদ তার শুনি লোকমুখে,
দিতেছ তাহারে বনবাস ; এই কি হে
রাজধর্ম্ম ? এই কি হে বিচার তোমার ?

রাম। কি করিব ? কি করিব বল প্রাণাধিক ?
রঘুকুলরাজধর্ম্ম প্রজার রঞ্জন।

লক্ষ্মণ। তাই যদি হয় নরনাথ, পার তুমি
ত্যজিতে সীতায়, তুষিতে লোকের মন।

কিন্তু দেখেছ কি ভাবি, আছে গর্ভে তার
কুমার তোমার আর্য্য, রঘুবংশধর;
কোন্ রাজধর্ম্মবলে বুঝাও আমায়,
বংশধরে দিবে তুলি শ্বাপদের মুখে?
লক্ষ্মণ বিচারপ্রার্থী তোমার নিকটে,
করহ বিচার করি যা ইচ্ছা তোমার।

রাম। এ ইচ্ছা প্রজার ভাই, নহে ইচ্ছা মোর।
প্রজার ইচ্ছার দাস কি করিব আমি?

লক্ষ্মণ। কর যাহা ইচ্ছা তব, কি বলিব আমি?
রাজ্যেশ্বর তুমি দেব, বিদায় আমায়
দাও চিরদিন তরে, রাখ এ মিনতি।

রাম। প্রার্থনা রামের আগে শুনহ ধীমান্,
এ বিপদে রক্ষিবারে এ তিন ভুবনে
তোমা বিনা রাঘবের কে আছে অপর?
রক্ষিয়াছ রক্ষোযুদ্ধে লঙ্কার সমরে,
রক্ষা কর এ বিপদে চির-সহচর।
ল'য়ে যাও জানকীরে রথে আরোহিয়া,
দিয়ে তারে এস বনবাস।

লক্ষ্মণ। ক্ষম দাসে,
কি দোষে লক্ষ্মণ আজ দোষী তব পদে,
তাই হেন আজ্ঞা তারে দিতেছ নৃমণি?
হায় আর্য্য, হায় দেব, ছায়ার মতন
ফিরিয়াছি বনে বনে বর্ষচতুর্দ্দশ,
যাপিয়াছি দিবসযামিনী অনাহারে

অনিদ্রায়, সহিয়াছি অম্লানবদনে
রাক্ষসের শত শত তীক্ষ্ণ-অস্ত্রাঘাত;
এই কি অযোধ্যানাথ পুরস্কার তার?
উদ্ধারিতে যে সতীরতনে, বধিলাম
ইন্দ্রজিতে যজ্ঞভঙ্গ করি, তার ফলে
পুত্রশোকাকুল ত্রিলোকবিজয়ী বীর
নিকষা-নন্দন, পশিল আহবে যবে
বধিতে আমায়, মনে কি পড়ে গো দেব,
মহাত্রাসে কাঁপিল ত্রিলোক থরথরি,
হুহুঙ্কার করি নিক্ষেপিল শক্তিশেল,
উজলিয়া নভস্তল, গর্জ্জি ঘোররবে,
ছুটিল সে অস্ত্রবর উদ্দেশে আমার,
হাহাকার করিল গগনে দেবগণ;
কাঁপে নাই বারেক হৃদয়, পড়ে নাই
বারেক পলক, ধরিলাম বুক পাতি
মহা-শক্তিশেল,—এই হের চিহ্ন তার,—
পড়িলাম রণভূমে ঘোর যাতনায়;
না গেল পরাণ তাহে এই কি কারণে?
হায় বিধি, নাহি জানি কত মহাপাপ
ক'রেছিনু পূর্ব্বজন্মে, যার লাগি আজ
শুনিতে হইল হেন নিদারুণ বাণী,
শক্তি-শেলাধিক ভীষণ আঘাতে যাহা
বিঁধিতেছে হৃদয়ে আমার।

রাম। যত পার

করহ ভর্ৎসনা, ভর্ৎসনার উপযুক্ত
আমি ভ্রাতা তব ; কিন্তু বল প্রাণাধিক,
রাম যে অনন্যগতি কি উপায় তার ?
কেমনে কলঙ্ক দূর হইবে কুলের ?

লক্ষ্মণ। রাখিতে কুলের মান নাশিবে রমণী
বিনাদোষে ?

রাম। দেখ ভাবি, দেশময় যত
নরনারী, ভাবে যদি কলঙ্কিনী সীতা,
আর আমি তারে যদি রাখি নিজগৃহে,
ঘরে ঘরে ঘটিবে অনিষ্ট শত শত,
ঘোর অশান্তিতে পূর্ণ হবে রাজ্য মোর,
অতি বিষময় ফল ফলিবে সত্বর।
ভেবেছি অনেক,—

লক্ষ্মণ। ভেবেছ অনেক, কিন্তু
ভেবেছ কি মনে, বিনাদোষে দিলে ব্যথা
সতীর পরাণে, কি ফল ফলিবে পরে ?
রক্ষোবংশ-ধ্বংস-কথা কর দেব মনে।
ঝরে যদি আঁখি হ'তে অশ্রু এক ফোঁটা,
পড়ে যদি একটী নিশ্বাস, সর্ব্বনাশ
ঘটিবে অচিরে। উঠিবে প্রলয় ঝড়
সতীর নিশ্বাসে, ছুটিবে কালাগ্নি তাহে
বিশ্ব-নাশ-ক্ষম, সে অনলে ছারখার
হবে এ সংসার ; কোথা রবে রাজপাট
কোথা প্রজাগণ ?—

রাম। সামান্যা নারীর মত ভাবিয়াছ মনে
জানকীরে ? সে যে সাধ্বী সতী-শিরোমণি,
সে যে বিধাতার সৃষ্টি আদর্শ-ললনা,
ধরাতলে নারী-ধর্ম্ম করিতে প্রচার
জন্ম তার। ভয় নাই ভাইরে লক্ষ্মণ,
নাহি অভিশাপ-ভয় সীতাদেবী হ'তে।
মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা জনক-নন্দিনী
সহিবে নীরবে ভাই সকল যন্ত্রণা।
পতির আদেশ, শিরোধার্য্য করিবে সে
পতিপরায়ণা।

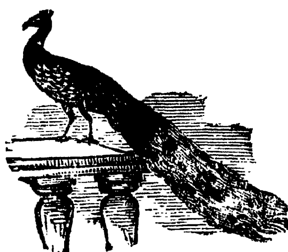
লক্ষ্মণ। আছে আর্য্য তব রাজ্যে
বহু কর্ম্মচারী, আত্মীয়স্বজন বহু
আছে আজ্ঞাধীন ; এ কার্য্যের তরে দেব,
যাহে ইচ্ছা কর আজ্ঞা, ক্ষমা কর দাসে।

রাম। এ কার্য্যের উপযুক্ত নাহি অন্য কেহ,
তাই ডাকিয়াছি আমি লক্ষ্মণ তোমায়।
নাহি জানে সংকল্প আমার পুরবাসী
অন্য কেহ। তপোবন দরশনতরে
করিয়াছে অভিলাষ জনক-দুহিতা ;
লহ তারে রথে করি জাহ্নবীর পারে
সেই ছলে, এসো রেখে অরণ্যের মাঝে।
বাল্মীকির তপোবন নহে বহুদূর
তথা হ'তে।—ধীরে ধীরে অতি সাবধানে
জানাইও তারে ভাই, আদেশ আমার।

লক্ষ্মণ। তারপর কি ঘটিবে অদৃষ্টে তাহার,
দেখেছ কি একবার ভাবি সীতানাথ?

রাম। অন্ধকার ভবিষ্যৎ কে জানে কি হবে।
বিধাতার ইচ্ছা এই লয় মোর মনে,
নহে কেন এ কলঙ্ক রটিবে সীতার?
না বিচারি দোষগুণ পালহ আদেশ,
হবে যা হবার ভাই, কি হবে ভাবিয়া।

[উভয়ের প্রস্থান



দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

জাহ্নবী-তীর—বনপথ।

[সীতা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।]

সীতা। হে দেবর, কহিয়াছ জাহ্নবীর তীরে
মহাঋষি বাল্মীকির পুণ্য-তপোবন,
এ যে দেখি অরণ্য ভীষণ পুরোভাগে ?

লক্ষ্মণ। বাল্মীকির তপোবন নহে বহুদূর
হেথা হ'তে।

সীতা। কিন্তু রথ ছাড়ি কেন মোরে
আনিলে হেথায় পদব্রজে ? কেন নাহি
আইলেন আর্য্যপুত্র সাথে ? কোথায় বা
প্রাণ-সমা ভগিনী উর্ম্মিলা ? কিছু আমি
না পারি বুঝিতে। আছেন ত আর্য্যপুত্র
কুশলে আমার ?

লক্ষ্মণ। শারীরিক কুশল তাঁহার।

সীতা। কাজ নাই তপোবন দরশনে আর
হে দেবর, চল ফিরি যাই অযোধ্যায়।
অস্থির হ'তেছে মন কেন যে না জানি।
দেখি গে চরণ তাঁর চল যাই ফিরি।

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) হায়, হায়, কি বলিব, কি দিব উত্তর।
সীতা। হে দেবর, কেন নাহি দিতেছ উত্তর ?
দেখিয়াছি অমঙ্গল প্রভাত-স্বপনে,
দেখিয়াছি অমঙ্গল আসিবার কালে,
মহাভয় চিতে সেই হ'তে হে দেবর,
বল বল কি হ'য়েছে রাখ এ মিনতি।
মলিন বদন তব সজল নয়ন,
দেখি নাই হেন মূর্ত্তি কখনো তোমার ;
কি যেন বলিতে চাও, কিন্তু রুদ্ধকণ্ঠে
না সরে বচন তব একি ভাবান্তর ?
লক্ষ্মণ। ক্ষম দেবি,—
সীতা। ক'রেছি কি বল অপরাধ,
যার তরে আজ হেন নিষ্ঠুরের মত
করিতেছ আচরণ আমার সহিত ?
যার লাগি প্রাণ দিতে লঙ্কার সমরে
ভাব নাই এক তিল, আজ কেন বল,
এ হেন যন্ত্রণা তারে দিতেছ দেবর ?
লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) হায়, হায়,
কেন নাহি গেল প্রাণ শক্তিশেলাঘাতে ?
সীতা। কেন নিরুত্তর বীরমণি ? চল ফিরি
অযোধ্যা-নগরে। ওই হের অস্তাচলে
দিনমণি, সন্ধ্যার আঁধার আবরিছে
বন-স্থলী, হুঙ্কারি ভীষণ ওই শুন
নিবিড় জলদ-জাল উঠিছে আকাশে

যেন বিনাশিতে সৃষ্টি, নিবিছে তারকা,
ভয়াকুল জীবকুল ছুটিছে চৌদিকে
প্রাণভয়ে, চল ফিরি অযোধ্যানগরে।

লক্ষ্মণ। ক্ষম মোরে মহাদেবি, নাহি স্থান তব
অযোধ্যায় ;—

সীতা। নাহি স্থান অযোধ্যায়? কি অর্থ ইহার?
বল মোরে বুঝাইয়া দেবর লক্ষ্মণ।
কেন এত হ'তেছ কাতর? বল মোরে,
বল মোরে কি বেদনা অন্তরে তোমার?
সহিতে সকলি পারি, সহিব সকলি,—
অসহ্য আমার প্রাণে যন্ত্রণা তোমার।
ঘটিবে ললাটে মোর যা আছে লিখন,
তুমি কেন ক্লেশ পাও তাহার লাগিয়া?
প্রাণাধিক, কি ঘ'টেছে বল বিবরিয়া।

লক্ষ্মণ। দাও ধূলি চরণের জনক-নন্দিনি,
মাতৃসম দেখিয়াছি চিরদিন আমি,
সেবিয়াছি তোমায় সতত, কিন্তু দেবি,
ফুরাইল আজ হ'তে লক্ষ্মণের সেবা।
রাজার আদেশে, এনেছি তোমায় হেথা
দিতে বনবাস।

সীতা। কি চিন্তা তাহার তরে, স্থির হও বীর,—
রাজাদেশ অবশ্য পালিব। কিন্তু ভাই,
শুনিতে কি পাই, কোন্ দোষে দোষী আমি

চরণে তাঁহার, যার লাগি এ দারুণ
দণ্ড তিনি দিলেন আমায়?—

লক্ষ্মণ। দীর্ঘকাল রক্ষোগৃহে যাপিয়াছ দেবি,
তাই লোক রটায়েছে কলঙ্ক তোমার।
তুষিতে লোকের মন অযোধ্যার পতি,
দিলেন তোমায় বনবাস। রাখিলেন
কুলধর্ম্ম তেয়াগি তোমায়।—

সীতা। বুঝিলাম ভাঙ্গিয়াছে কপাল আমার।
কেন তুমি তার তরে করিছ রোদন
প্রাণাধিক? রাজাদেশ পালনীয় সদা;
তুমি পালিয়াছ বীর, আমিও পালিব।
যাও ফিরি অযোধ্যানগরে।

লক্ষ্মণ। কোন্ মুখে ফিরি আমি যাইব তথায়?
জিজ্ঞাসিবে যবে মোরে কৌশল্যা-জননী,
কোথা পুত্রবধূ মোর জনক-দুহিতা,
কি উত্তর দিব তারে আমি? কি বলিব
কুলবধূগণে? ঊর্ম্মিলা ভগিনী তব
সুধাইবে যবে বক্ষে করাঘাত করি,
'কোথা বল ফেলে এলে ভগিনী আমার,
'ল'য়ে চল ল'য়ে চল মোরে তার কাছে';
কি ব'লে বুঝাব আমি, কি দিব উত্তর?
শ্মশান অযোধ্যাপুরী, অন্ধকারময়
তোমা বিনা, ফিরি আর যাব না তথায়।
তার চেয়ে চিরদিন লোকালয় ছাড়ি,

কাটাইব এ জীবন কাননে কাননে ;
অথবা বহিছে ওই পবিত্রা তটিনী
ভাগীরথী, জুড়াইব হৃদয়ের জ্বালা
সুশীতল সলিলে তাহার।

সীতা। ওকি কথা ?
হে দেবর, যাও ফিরি গৃহে। মুছ অশ্রু,
ধৈর্য্য ধর বীর তুমি, বীরের মতন।
বুঝিয়াছি আর্য্যপুত্র ত্যজিলেন মোরে
লোক-রঞ্জনের তরে, নাহি অন্য হেতু ;—
সীতার অদৃষ্ট-দোষ নহে দোষ তাঁর,
নহে কেন এ কলঙ্ক রটিবে সীতার ?
ওই শুন ভীমনাদে গর্জ্জে কাদম্বিনী ;
আসিছে তুমুল ঝড়, যাও পরপারে,
আরোহিয়া রথে শীঘ্র যাও দেশে ফিরি ;
রাখ কথা শেষ-কথা জনমের মত।

লক্ষ্মণ। কোন্ প্রাণে যাব ফিরি ফেলিয়া তোমায়
এ সঙ্কটে ? কে রক্ষিবে তোমায় এখানে ?

সীতা। আছে কি আদেশ তাঁর রক্ষিতে আমায়
বনবাসে ? নাহি থাকে যদি, কেন তবে
থাকিবে হেথায় ? থাকিলে হেথায় তুমি,
বনবাস কিসে বল হইল সীতার ?
করিও না চিন্তা কিছু আমার লাগিয়া,
যাও ফিরি বীরবর অযোধ্যানগরে।
কহিও অযোধ্যানাথে, ধরণী-নন্দিনী

শির পাতি লইয়াছে আদেশ তাঁহার।
জানাইও প্রণাম আমার গুরুজনে।
কাঁদিয়া আকুল হবে উর্ম্মিলা ভগিনী
জানি আমি; বুঝাইও তারে ভাল করি,
সীতার ললাট-লিপি ছিল এই মত;
নহে কেন ত্যজিবেন রাম হেন স্বামী।
ভাবিও না আমার লাগিয়া, হে দেবর,
যদি সতী হই আমি, কায়মনে যদি
ক'রে থাকি চিরদিন পতি-পদ-সেবা,
রক্ষিবেন ধর্ম্ম মোরে এ ঘোর সঙ্কটে।
গৃহে ফিরি যাও হে সুধীর।

লক্ষ্মণ। হায়, হায়,
কে বুঝিবে নিয়তির খেলা এ জগতে,
কে রোধিতে পারে তার অব্যাহত-গতি?
পালিয়াছি ভ্রাতৃ-আজ্ঞা পালিব তোমার।
দাও দেবি, বিদায় এখন, যাব আমি;
কিন্তু কর এই আশীর্ব্বাদ, যেন সতি,
কোলে করি কুমার তোমার, পারি আমি
তোমার সম্মুখে, বসাইতে সিংহাসনে
রাঘবের কোলে।

সীতা। পূর্ণ মনোরথ যেন
হয় বীর তব।

লক্ষ্মণ। সতীর আশীষ দেবি, অবশ্য ফলিবে;
সে আশায় রাখিব পরাণ। নমি পদে।

সীতা। চিরজয়ী চিরজীবী হও বীরবর।

[অধোবদনে লক্ষ্মণের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) এই বুঝি শেষ-দেখা দেবরের সনে,
আর একবার দেখি তবে।—

(প্রকাশ্যে) হায়, হায়, অদৃশ্য দেবর।
কোথা মাতঃ বসুন্ধরে, তনয়া তোমার
একাকিনী অসহায়া ঘোর বনমাঝে
ডাকিছে তোমায় মা গো, লও কোলে করি।
জনম-দুখিনী আমি, না আছে সংসারে
কেহ মোর মুছাইতে অশ্রু নয়নের,
কহিতে মা, সান্ত্বনার কথা দুটী মোরে।
ভাবি না মা আমার কারণ, ছার প্রাণ
দিতে পারি বিসর্জ্জন জাহ্নবী-সলিলে
এই দণ্ডে, সব জ্বালা পারি জুড়াইতে।
কিন্তু হায়, গর্ভে মোর রঘুবংশধর।
নাহি এবে অধিকার আত্ম-বিসর্জ্জনে।
আসিতেছে ঘনাইয়া চারিদিক্ হ'তে
মেঘমালা, ভীষণ নিবিড় অন্ধকার
আবরিছে ক্রমে বনস্থলী, পরিপূর্ণ
পাদপে কণ্টকে ; কোথায় আশ্রয় এবে
পাইব হেথায় ?—কোথা অগতির গতি
ত্রিলোকপালিনি, নিস্তারিণি, তার মা গো,
এ ঘোর সঙ্কটে তনয়ায়। রক্ষো নাশি

রক্ষিল রাঘব দেবগণে, রক্ষ মা গো,
রাঘবের বংশধর এ বিপত্তিকালে।
পারি না সহিতে আর শক্তিহীনা আমি।

(মূর্চ্ছিতা হইয়া পতন)



দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

জাহ্নবী-তীর।

[বিদ্যুৎ, বজ্রধ্বনি ও ঝড় বৃষ্টির মধ্যে
সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। কেন না আইল ফিরি কুমার লক্ষ্মণ
এতক্ষণ? না জানি কি অনর্থ ঘটিল।
কি করি, কোথায় যাই, কোথায় বা করি
অন্বেষণ, কেহ নাই কারে বা সুধাই।
জননীর সম ভক্তি করেন লক্ষ্মণ
জানকীরে, ফেলি তাঁরে এ ঘোর সঙ্কটে
কি ভাবে যে ফিরিবেন, না পারি বুঝিতে।
উঠেছে করাল-মেঘ দিগন্ত আবরি,
নিবিড় আঁধার ঢাকিয়াছে জলস্থল,
খেলিছে চপলা মুহুর্মুহুঃ, কড়কড়
গর্জ্জিছে কুলিশ কাঁপাইয়া জীবলোক;
এ ঘোর দুর্য্যোগে কোথায় রহিল হায়
সুমিত্রা-নন্দন, কোথা বা রহিল সতী
জনক-নন্দিনী,—কে বলিবে কি ঘটিল
অদৃষ্টে তাহার? এত যে দেখিতে হবে

এ বৃদ্ধ-বয়সে সুমন্ত্রের, ভাবি নাই
মনে কোন দিন।

[বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনির মধ্যে উন্মত্তপ্রায়
লক্ষ্মণের প্রবেশ।]

লক্ষ্মণ। যাক্ সৃষ্টি যাক্ রসাতলে ;
কি কাজ থাকিয়া বিশ্ব যাক্ ধ্বংসপুরে,
জীব জন্তু নর নারী যে আছে যেখানে।
হান বজ্র অবিচ্ছেদে দেব সুরপতি,
নাহি কর ক্ষমা নরলোকে, চূর্ণ কর
রেণু রেণু করি দেব এ মহীমণ্ডল ;
উড়াও সে রেণুগুলি দেব প্রভঞ্জন,
বহি প্রলয়ের বেগে উড়াও আকাশে।
না জানি কি হোলো হায় সে ঘোর কাননে,
নিঃসহায়া নিরাশ্রয়া অবলাবালার
এতক্ষণ ; যাই আমি যাই আমি পুনঃ
পরপারে, দেখে আসি কি হোলো তাহার।
(লক্ষ্মণের যাইবার উপক্রম ও সুমন্ত্রকর্ত্তৃক ধারণ)

সুমন্ত্র। কোথা যাও হে সুধীর, জাহ্নবীর বক্ষে
নেহার উঠিছে ওই তরঙ্গ ভীষণ।
বরষিছে বারিধারা মুষলধারায়
জলধর, ছুটিতেছে অসংখ্যকরকা,
কোথা যাও এ সময়, স্থির হও বীর।

লক্ষ্মণ। স্থির হব ? স্থির হ'তে বলিছ আমায় ?—

হের ওই অস্থিরা প্রকৃতি ; নাহি আছে
চেতনা যাহার, মমতা না আছে যার,
হের, সেও শোকাবেগে ঘোর উন্মাদিনী ;
আর আমি, রক্ত-মাংসময় দেহধারী
চেতন পরাণী,—কেমনে হইব স্থির
বলহ আমায় ?

সুমন্ত্র। সকলি মঙ্গলময় বিধির বিধান।

লক্ষ্মণ। সকলি মঙ্গলময় বিধির বিধান ?
বল তবে হে সুমন্ত্র, কত বিলাসিনী,
কত মহাপাপী, ভুঞ্জিতেছে কত সুখ
সুসজ্জিত সুরক্ষিত অট্টালিকা-মাঝে
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে এ সময়ে, আর কেন,
সংসার-ললাম সেই পবিত্রা রমণী
ঘোরবনে একাকিনী আশ্রয়-বিহীনা,
পাতার কুটীর নাই লুকাইতে শির ?
পার কি বুঝাতে মোরে রহস্য ইহার ?
নারীহত্যা হোলো আজ লক্ষ্মণের হাতে ;
কেমনে ধৈরয ধরি বুঝাও আমায়।
কেহ নাহি যায় প্রাণ, কি কাজ জীবনে ?
হান বজ্র হে সুরেন্দ্র, লক্ষ্মণের শিরে।

সুমন্ত্র। জানি না বুঝি না নিজে কেমনে বুঝাব
হে সুধী, তোমায় আমি রহস্য ইহার ;
ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব মোরা, দৃষ্টি আমাদের
সীমাবদ্ধ, বিধাতার গূঢ় অভিপ্রায়

কেমনে বুঝিব বল? তবে শুনিয়াছি
ঋষিগণ-মুখে, ঘটে যাহা ঘটে সব
মঙ্গলের তরে জগতের।

লক্ষ্মণ। নির্ব্বাসনে জানকীর বিনা অপরাধে
বল শুনি কি মঙ্গল হইবে সাধিত
জগতের? কি ফল হইবে নারীবধে?
বিধিলিপি,—কর্ম্মফল,—বিধির বিধান,—
অর্থহীন কথা এ সকল; নাহি মানি,
নাহি মানি কিছু।

সুমন্ত্র। হের কে আসিছে ওই
এই দিক্ পানে এ দুর্যোগে।—

[প্রতিহারীর প্রবেশ।]

প্রতিহারী। প্রমাদ প'ড়েছে অযোধ্যায় হে কুমার।
সীতা-নির্ব্বাসন-বার্ত্তা হ'য়েছে প্রচার
অন্তঃপুরে; করাঘাত করি বক্ষঃস্থলে,
কাঁদিছে কৌশল্যাদেবী সুমিত্রা কৈকেয়ী
হা—হা—রবে। শ্রুতকীর্ত্তি মাণ্ডবী ঊর্ম্মিলা,
শোকে অচেতন সবে জানকীবিহনে।
যে আলোকে উদ্ভাসিত ছিল রাজপুরী,
বিহনে তাহার হে কুমার, অন্ধকার
আজ তাহা, শ্মশান-সমান। শিশু-মুখে
না ফোটে বচন, পিঞ্জরের পাখী সব
নিস্পন্দ নীরব, না করে আহার তারা,

ঝরে অবিরলধারে নয়নের জল।

সুমন্ত্র। কি ভাবে আছেন রঘুপতি?

প্রতিহারী। হে সুমন্ত্র,

কেমনে বলিব বল কি যে দশা তাঁর।
আরোহিলা সীতাদেবী লক্ষ্মণের সহ
বিমানে তোমার যবে, রঘুকুলমণি
উঠিলেন অভ্রভেদী প্রাসাদ-চূড়ায়,
রহিলেন একদৃষ্টে চাহি রথপানে,
গর্ভাগ্নি-ভূধর-প্রায় স্থির অচঞ্চল।
যে মুহূর্ত্তে রথধ্বজ অদৃশ্য হইল
বনরাজি অন্তরালে সুদূর দক্ষিণে,
'হা দেবি, হা দেবি,' বলি আর্ত্তনাদ করি
পড়িলেন ধরাতলে চেতনা-বিহীন।

লক্ষ্মণ। কে দেখিল কে সেবিল তাঁরে প্রতিহারি,
বল বল কি হোলো তাঁহার তারপর?

প্রতিহারী। বহু যত্নে হোলো তাঁর চেতনা সঞ্চার;
কিন্তু দেব, নাহি আর অন্য কথা তাঁর,
মুখে শুধু 'হা বৈদেহি হা বৈদেহি' রব
ক্ষণে ক্ষণে, কভু বা নির্ব্বাক্ নিরুত্তর
লোকের কথায়, কভু উন্মাদের প্রায়
চারিদিকে চায়, কভু কহে উচ্চকণ্ঠে
সম্বোধি তোমায়, 'হা লক্ষ্মণ, এনে দাও
'বৈদেহী আমার, কোথা নিয়ে গেলে তারে,
'কোথায় রাখিলে রামের অমূল্যনিধি

'কণ্ঠের ভূষণ'। চল দেব চল শীঘ্র
অযোধ্যানগরে। তোমা বিনা প্রবোধিতে
নাহি কেহ আর, এ বিপত্তিকালে বীর
অগ্রজে তোমার। চল শীঘ্র, বিলম্বিলে
ঘটিবে বিপদ্ ।

সুমন্ত্র প্রাণের অধিক তুমি
অনুজ তাঁহার, চল শীঘ্র উঠ রথে,
চল তাঁর কাছে।

[সকলের প্রস্থান।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

নিবিড় অরণ্য।

[গাহিতে গাহিতে বনদেবীত্রয়ের প্রবেশ।]

(সঙ্গীত।)

থেমে গেছে ঝড়, তারকানিকর
ফুটেছে গগন-গায় ;
ভ্রান্ত মানব ভেবেছিল সব
বুঝি নাশ হ'য়ে যায়।
হায় রে তাহারা জানে না বুঝে না
বিধাতার কি বিধান ;
মানবের মত মমতাবিহীন
নহে যে তাঁহার প্রাণ।
কি মোহের ঘোরে ঘোরে রাতিদিন,
কেন যে সতত ধায়
নিত্য ভুলিয়া অনিত্যের আশে,
কি হবে তাদের হায়!

[চতুর্থ বনদেবীর প্রবেশ।]

১ম, বন। কোথা ছিলে এতক্ষণ এ ঘোর দুর্যোগে ?

৪র্থ, বন। অলক্ষ্যে থাকিয়া রক্ষিলাম এতক্ষণ

বিপদপতিতা সতী ধরিত্রী-সুতায়।
ছিল পড়ি বনমাঝে মূর্চ্ছিতা হইয়া,
তুলি কোলে সাবধানে রক্ষিলাম তারে,
ঝটিকাপ্রবাহে ছিন্ন ভিন্ন বনস্থলী
হইল যখন।

১ম, বন। রঘুকুলরাণী ভীষণ অরণ্যমাঝে
ঘোর নিশাকালে! জান কি, কি হেতু
জানকীর হেন দশা ঘটিল কপালে?

৪র্থ, বন। ক'রেছে প্রচার লোক মিথ্যা অপবাদ,
তাই রাম দিয়াছেন বনবাস তাঁরে।

১ম, বন। লোক-অপবাদ?—জানি আমি জানি বোন্,
চরিত্র নরের; ঘোর অপদার্থ তারা
জানি ভালমতে। সতত স্বার্থের দাস,
প্রবৃত্তির দাস সংসারী মানব যত;
ভাবে জনে জনে 'সুচতুর বুদ্ধিমান্
আমার সমান নাহি কেহ এ সংসারে',
দেখিলে অন্যের ভাল বুকে বাজে শেল;
কেহ মত্ত ধনমদে কেহ রূপমদে,
অহমিকা কপটতা নিত্য-সহচর
তাহাদের,—ক্ষুদ্র কীট ভাবে না কখনো,
আছে একজন সর্ব্বদর্শী বিচারক
সবার উপরে; কভু তাঁরে নাহি ভাবে
মনে।

৪র্থ, বন। মানব মরণশীল অতিক্ষুদ্র প্রাণী,

কিন্তু বিধাতার সৃষ্টি, আছে প্রয়োজন
তাহাদের। নহে সৃষ্ট কিছু এ জগতে
সচেতন অচেতন বিনা প্রয়োজনে।
ক্ষুদ্র-দৃষ্টি ক্ষুদ্র-বুদ্ধি ক্ষুদ্র-জীব নর
সতত কৃপার পাত্র ;—

১ম, বন। যাক্ ও সকল কথা, বল শুনি এবে
কি হইল তারপর জনকসুতার ?

৪র্থ, বন। হোলো ক্রমে যতনে আমার, দেহে তার
চেতনা সঞ্চার ; আশ্বাসিয়া কর্ণমূলে,
অদৃশ্য হইয়া আমি রহিনু নিকটে।

১ম, বন। কি হইবে দশা তার এ ঘোর বিজনে ?

৪র্থ, বন। সতত দয়ার্দ্রচিত্ত মহর্ষি বাল্মীকি,
হেন দুর্যোগের পর প্রতি নিশিদিন
আসেন অরণ্যমাঝে লইতে সন্ধান,
আছে কি বিপন্ন কেহ আশ্রয়বিহীন।
আসিবেন তিনি হেথা নাহিক সংশয় ;
ততক্ষণ বোন্, রক্ষিব সতীরে আমি
অলক্ষ্যে থাকিয়া। হের ওই বনপথে
এই দিক্ পানে করুণার প্রতিমূর্ত্তি
জনক-নন্দিনী আসিছেন ধীরে ধীরে ;
চল সাথে সাথে। (বনদেবীগণের **অন্তরালে গমন**)

[সীতার প্রবেশ।]

সীতা। মূর্চ্ছিতা যখন আমি,

কে যেন কহিল কানে মোর, 'ভয় নাই,
'ভয় নাই জনক-নন্দিনি, উঠ বৎসে,
'হও ধীরে অগ্রসর বনপথ ধরি,
'শীঘ্র করি মিলিবে আশ্রয়, নাহি ভয়,
'কেশাগ্র তোমার সতি না স্পর্শিবে কেহ'।
কিন্তু কই? আইলাম এত পথ, তবু
দেখি ঘোর অরণ্যানী; যাইব কোথায়
নাহি জানি, কোথায় বা পাইব আশ্রয়।
কি আশ্চর্য্য, পূর্ণ বন হিংস্র-জন্তুগণে,
গর্জ্জিছে চৌদিকে সবে ভীষণ-নিনাদে;
কিন্তু কই কেহ নাহি আসিছে নিকটে!
পতি-পরিত্যক্তা যে রমণী, বুঝি হায়,
বনের শ্বাপদ যত ভয় করে তারে।

(দীর্ঘনিশ্বাস ও চিন্তা)

মানুষের কণ্ঠস্বর যেন শোনা যায়;
কে আসিছে? নহে দস্যু, নহে ত তস্কর?

(নেপথ্যে সঙ্গীত ধ্বনি

না না. এ যে,—
ঋষিকণ্ঠসমুত্থিত সঙ্গীত সুন্দর;
অকূলে দিলেন কূল বুঝি বিধি মোরে।

গাহিতে গাহিতে সশিষ্য বাল্মীকির প্রবেশ।]

(সঙ্গীত।)

জয়, দেব-দেব অসুরারি।
জয়, ত্রিলোক-পালন অনাদি-কারণ
শঙ্খ-চক্র-গদা ধারী;

জয়, সত্য-সনাতন নিত্য-নিরঞ্জন
পাপ-তাপ-দুখ-হারী।
তুমি সজ্জন-রক্ষণ, দৈত্য-নিসূদন,
জয় জয় গোলোক-বিহারী ;
হে করুণাময় দেহি পদাশ্রয়,
যাচে ভকত কৃপাবারি।

বাল্মীকি। কে তুমি মা, এ ঘোর কাননে একাকিনী ?
মনে হয় যেন কোন রাজকুলবধূ ;
কিন্তু হেরি তপস্বিনী-বেশ, দাও মোরে
পরিচয়, ইচ্ছা যদি হয় মা তোমার,
বল কি করিতে পারি উপকার তব ?

সীতা। না জানি কে তুমি দেব, আমি অভাগিনী।

বাল্মীকি। বুঝিয়াছি না পাইলে পরিচয় মোর,
নিজ পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক তুমি।
বুদ্ধিমতী তুমি মাতা নাহিক সংশয়।
বাল্মীকি আমার নাম, আশ্রম আমার
নহে দূর হেথা হ'তে, চল মোর সাথে।
ঘোর অন্ধকারে মহাঝড়ে পাইয়াছ
বড় ক্লেশ, চল মোর সাথে, তার পর
শুনিব মা পরিচয় তব।

সীতা। পিতা, পিতা,
নমে পদে অভাগিনী তনয়া তোমার।
লজ্জা হয় তব কাছে দিতে পরিচয়,—
রঘুকুলবধূ আমি জনক-দুহিতা।

বাল্মীকি। রঘুকুলবধূ তুমি জনক-দুহিতা !
কোথা সঙ্গিগণ তব অনুচর যত ?
দেখিব কি তাহাদের করি অন্বেষণ ?
সীতা। নাহি দেব অনুচর কেহ মোর সাথে।
বনে আমি নির্ব্বাসিতা রাজার আদেশে।
বাল্মীকি। নির্ব্বাসিতা হেথা তুমি রাজার আদেশে !
পারি কি শুনিতে মাগো কারণ ইহার ?
সীতা। ক্ষম দেব, না পারিব কহিতে সে কথা।
বাল্মীকি। (স্বগতঃ) দেখি যোগবলে, কি কারণে নির্ব্বাসন
হইল ইহাঁর।
(ধ্যানস্থ হইয়া অবস্থিতি)
হায় লোক-অপবাদ,
নাহি কিছু ধরাতলে অসাধ্য তোমার।
(প্রকাশ্যে) বুঝিলাম যে কারণে এ দশা তোমার।
হায় মাতঃ, নাহি জানি কি হবে ইহার
প্রতিকার। চল সতি আশ্রমে আমার।
পালিব যতনে তনয়ার মত স্নেহে
থাক যত দিন।
সীতা। রক্ষ তাত, গর্ভে মোর
রঘুবংশধর। না আছে প্রার্থনা অন্য,
নাহি আছে আর কোন সাধ এ জীবনে।
বাল্মীকি। কেন মা নিরাশ হও ? ঋষি-পত্নীগণ
তনয়ার মত স্নেহ করিবে তোমায়,
পালিবে সন্তান তব বহু সমাদরে।

আসিবে সময় যবে বিধির বিধানে;
লইবেন রামভদ্র অপত্য তাঁহার।
কর শোক পরিহার চিন্তা অকারণ,
এসো মা, পবিত্র কর আশ্রম আমার

[সকলের প্রস্থান

[পটক্ষেপণ।]

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত





তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অযোধ্যার মন্ত্রণা-ভবন।

রামচন্দ্র আসীন।

রাম। গেছে চলি তার পর কত সম্বৎসর,
যে দিন তেয়াগি হায়, অযোধ্যাভবন
গেছে চলি কুললক্ষ্মী চিরদিনতরে।
শ্মশান অযোধ্যাপুরী রামের নয়নে
সেই দিন হ'তে সদা; যত মনে করি
ভুলে থাকি, কে যেন রে স্মৃতির দুয়ারে
সবলে আঘাত করে তত; নবীভূত
হয় শোক, মনে জাগে সেই মুখখানি।
যত দিন দেহ নাহি হইবে অঙ্গার,
তত দিন স্মৃতি তার দহিবে হৃদয়;
নীরবে সহিতে হবে সকল যন্ত্রণা।
কিন্তু হায়, কার দোষ? রাজ্য-অধিপতি
রামের অদৃষ্ট-দোষ, কার দোষ দিব?—
না জানি অনাথা সেই অসহায়া বালা,

কেঁদেছিল বক্ষে কত করাঘাত করি
'হা নাথ হা নাথ' বলি ঘোর বনমাঝে,
লক্ষ্মণ তেয়াগি যবে আইল চলিয়া।
কে জানে কি ঘটিয়াছে অদৃষ্টে তাহার ?
বুঝি সে সোনার কান্তি হিংস্র শ্বাপদের
নখাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়েছে তখনি।

[প্রতিহারীর প্রবেশ।]

প্রতিহারী। কুলগুরু বশিষ্ঠের সহ মন্ত্রিবর,
শত্রুঘ্ন লবণজয়ী, কুমার লক্ষ্মণ,
অপেক্ষা করিছে দ্বারে দর্শনের তরে।

রাম। আন শীঘ্র করি।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

[বশিষ্ঠ, শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ এবং মন্ত্রীর প্রবেশ।]

শত্রুঘ্ন। নমে পদে রাঘবেন্দ্র শত্রুঘ্ন তোমার।
ও পদ-প্রসাদে সবংশে ক'রেছি নাশ
লবণ রাক্ষসে ; মথুরায় চিরশান্তি
করিছে বিরাজ।

বশিষ্ঠ। নহে শুধু মথুরায় ;
আসমুদ্র গিরি, সর্ব্বত্র সমানভাবে
শান্তি বিরাজিত। মহাসুখী প্রজাগণ।

রাম। আশীর্ব্বাদ তব দেব।

লক্ষ্মণ। অধীন করদ রাজগণ, সকলের

আকিঞ্চন, অশ্বমেধ-যজ্ঞ এবে হয়
অনুষ্ঠান; আমাদেরো বাসনা সবার।

রাম। তোমাদেরো বাসনা সবার অশ্বমেধে?
করিতে বাসনা পূর্ণ তোমা সবাকার
সতত প্রস্তুত রাম, কর অনুষ্ঠান।
কিন্তু ভাই,—

লক্ষ্মণ। কেন নীরবিলে, রঘুমণি?

রাম। অশ্বমেধে বুঝি মোর নাই অধিকার।

শত্রুঘ্ন। রাজচক্রবর্ত্তী তুমি ধরণীমণ্ডলে,
অশ্বমেধ-যজ্ঞে তব নাই অধিকার,
একি কথা?

রাম। সস্ত্রীক হইয়া রাজগণ
করিবেন যজ্ঞ-অনুষ্ঠান, এ বিধান
শাস্ত্রের বিখ্যাত। কোথা ভাই পত্নী মম?

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) কি দারুণ সীতা-শোক দহিছে সতত
সীতানাথে, কে বুঝিবে বিনা সীতানাথ?

মন্ত্রী। ক্ষম মোরে মহারাজ, বাসনা সবার
সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে ব্রতী
হউন রাজন্।

রাম। পুনঃ দারপরিগ্রহ?

মন্ত্রী। কি দোষ তাহায়?
বিশেষতঃ পুত্রলাভ বংশরক্ষা তরে
বহু দারপরিগ্রহ শাস্ত্রের বিধান।

রাম। বংশরক্ষা? পুত্রলাভ? আছে ভ্রাতা মোর

তিন জন, পুত্রলাভ করিয়াছে তারা,
পিতৃলোক জলপিণ্ড পাইবে সকলে,
বংশরক্ষা রাজ্যরক্ষা হইবে সকলি।
আত্ম-সুখ রামচন্দ্র করে না কামনা,
ইন্দ্রিয়তৃপ্তির তরে দারান্তর কভু
গ্রহণ না করিবে সে এ জীবনে আর।
এ জীবনে আর কোন নারী, না হইবে
রাঘবের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী।—

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) হায় হায়, কোথা তুমি জনকনন্দিনি,
দেখে যাও তোমা বিনা কি দশা রামের।
(প্রকাশ্যে) তবে দেব, রহিবে কি অপূর্ণ বাসনা
সকলের ?

রাম। অন্য কোন উপায় ইহার
থাকে যদি কর তবে, কি বলিব আমি।
লোকরঞ্জনের তরে ধর্ম্মপত্নী মোর
করিয়াছি পরিত্যাগ, হৃদয়ের আলো
নিবায়েছি চিরদিনতরে; কিন্তু ভাই,
রাখিতে লোকের কথা পুনরায় আমি
করিব না দারান্তরগ্রহণ জীবনে।

লক্ষ্মণ। কুলগুরো, হয় না কি উপায় ইহার
আর কোন ? সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি,
দেখ ভাবি কিসে হয় যজ্ঞ-অনুষ্ঠান।

বশিষ্ঠ। নাই বৎস উপায় ইহার আর কোন।

ধর্ম্মপত্নী-সহ ধর্ম্ম আচরিবে লোক
শাস্ত্রের বিধান।
বৃথা কেন চিন্তা তবে,
অশ্বমেধ-যজ্ঞ-আশা কর পরিত্যাগ
ভাই লবণ-বিজয়ী।

শত্রুঘ্ন। বিশ্রাম করুন আর্য্য, যাই মোরা এবে ;
স্মরিলে আসিব পুনঃ বিবরিতে পদে
লবণ-নিধনবার্ত্তা, মথুরা-কাহিনী।

[রামচন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রাম। রাজচক্রবর্ত্তী আমি সবার উপর,
নাহি কেহ ধরাতলে আমার সমান
কহে সবে, ভাবে সবে এ জগতীতলে
নাহি আছে সুখী কেহ আমার মতন।
কিন্তু হায়, আমি দেখি দুঃখী মোর সম
বিধাতার সৃষ্টিমাঝে নাহি কেহ আর।
মুকুটমণ্ডিত শিরে কি দারুণ ব্যথা,
কে বুঝিবে মুকুট যে না ধ'রেছে শিরে।
দিবানিশি ভাবিতেছি পরের কারণ,
নাহি নিদ্রা নাহি শান্তি তিলেকের তরে ;
এই কি রাজত্ব ? এ যে দাসত্ব দুঃসহ।
কতকাল এ দাসত্ব করিব যে আর
নাহি জানি। উপযুক্ত হইলে কুমার,
সূর্য্যবংশনরপতি দিয়া রাজ্যভার
তার করে, ছিন্ন করি সংসার-বন্ধন,

যায় চলি গৃহ ছাড়ি নির্জ্জন কাননে,
পরমার্থ চিন্তাতরে, চিরন্তন প্রথা।
কিন্তু হায়, আমি বনে দিয়া গর্ভবতী
ধর্ম্মপত্নী মোর, স্বহস্তে সে আশাদীপ
ক'রেছি নির্ব্বাণ। (চিন্তা)
অশ্বমেধ? হয় না কি যজ্ঞ-অনুষ্ঠান
স্থাপি যদি স্বর্ণময়ী সীতা-প্রতিকৃতি?
জিজ্ঞাসি সবায়, হয় যদি আদেশিব
করিতে উদ্যোগ। প্রতিহারি,—

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। কি আদেশ পালিব রাজন্!

রাম। ডাক পুনঃ
গুরুদেব আদি সবে, কুমার লক্ষ্মণে।

প্রতিহারী। যথা আজ্ঞা রাজরাজেশ্বর। [প্রতিহারীর প্রস্থান।

রাম। ভ্রান্তি, ভ্রান্তি,—অমৃতের তৃষ্ণা, চাই আমি
মিটাইতে জলের ছায়ায়।

[লক্ষ্মণ প্রভৃতির পুনঃপ্রবেশ।]

লক্ষ্মণ। কি আদেশ পালিব এখন নরনাথ?

রাম। গুরুদেব,
মাটীর প্রতিমা গড়ি, দেবত্ব আরোপি
পূজা তাহে করি নর লভে যদি ফল,
যজ্ঞাগারে স্বর্ণময়ী সীতা-প্রতিকৃতি
স্থাপিলে কি নাহি হয় যজ্ঞ-অনুষ্ঠান?

রক্তমাংসময় দেহ কলঙ্কিত হয়
দেব, লোকের কথায় ; সুবর্ণপ্রতিমা,
কলঙ্ক না অর্শিবে তাহায়, মনে হয় ।

বশিষ্ঠ । জানি মোরা নরনাথ, পরম পবিত্রা
সীতাদেবী ; প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিয়া তাঁহার
নাহি হবে অশাস্ত্রীয় যজ্ঞ-অনুষ্ঠান ।

রাম । তবে ভাই শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ, আয়োজন
কর সবে মিলি । দেশদেশান্তরে
করহ ঘোষণা এই, পারিবে যে শিল্পী
গড়িতে সীতার মূর্ত্তি অবিকল করি,
পুরস্কৃত করিব তাহায় যথোচিত ।
যাব আমি অন্তঃপুরে লভিতে বিশ্রাম,
তোমরাও যাও সবে নিজ নিজ স্থানে ।

[রামচন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

হবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান, আসিবে সকলে ;
আসিবে কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুহৃদপ্রধান,
আসিবেন লঙ্কেশ্বর মিত্র বিভীষণ,
'কোথায় জানকীদেবী' জিজ্ঞাসিবে যবে,
কি দিব উত্তর আমি ? অঞ্জনানন্দন
সুধাইবে যবে মোরে সজলনয়নে
'কোথায় জননী মোর জনক-নন্দিনী,'
কি বলিয়া বুঝাইব তারে । যাই আজ,
সীতাশূন্য অন্তঃপুরে বহুদিন পরে ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বাল্মীকির তপোবন।

[গাহিতে গাহিতে লবকুশ ও ঋষি-বালকগণের প্রবেশ।]

(গীত।)

ফুটেছে কাননে কত থরে থরে ফুল,
সাদা রাঙ্গা নীল পীত কি শোভা অতুল।
লতিকা প্রভাত-বায় হের দুলিছে,
আধফোটা কলিগুলি ধীরে ফুটিছে,
ফোটা ফুল তুলি আয় ছোঁবোনা মুকুল।
হাসি হাসি উষারাণী হের আসিছে,
সাড়া পেয়ে ডানা নেড়ে পাখী জাগিছে,
ঝোপের ভিতরে শীস দেয় বুল্‌বুল্‌।

১ম বালক। আয় কুশীলব তাড়াতাড়ি
ফুল তোলাটা সেরে,
প'ড়্‌তে বসি নৈলে ঋষি
গুঁড়ো ক'র্‌বেন মেরে।

লব। মার্‌বেন কেন পড়া যদি
দিতে পারি ভালো,
পোড়্‌বো তখন ভাল ক'রে
ফুটুকই ত আলো।

কুশ। আয় ততক্ষণ খেলা করি
ভাগীরথীর ধারে,
ছুটি আমি দেখি আমায়
ধ'র্‌তে কেবা পারে।

২য় বালক। এক দণ্ডে তোমরা দুভাই
শিখে ফেল যা,
মাথা ভেঙ্গে সারাদিনে
পারি না যে তা।
ছুট্‌তে যেয়ে হোঁচোট্‌ খেয়ে
প'ড়ে যদি যাই,
হাত পা ভেঙ্গে রইব প'ড়ে
আমি ওতে নাই।

কুশ। যেতেই হবে নৈলে তোকে
নিয়ে যাব টেনে,
জানিস্‌ সে দিন কত শাস্তি
কথা না মোর মেনে।

(২য় বালকের হস্তধারণ)

২য় বালক। মলুম মলুম, গেলুম গেলুম,
ও কুশী-দা ছাড়্‌;
পায় পড়ি তোর মাথার দিব্যি
ভেঙ্গে যে যায় হাড়।

কুশ। (হাত ছাড়িয়া) দিলুম ছেড়ে, আয় সকলে
আমার সাথে চ'লে,

হাত পা ধ'রে নৈলে ছুঁড়ে
ফেল্‌বো গাঙ্গের জলে।
কুমীর মামা আছে সেথা
ছেলে খাবার তরে,
মাঝগঙ্গায় যাবে নিয়ে
লেজের বাড়ি মেরে।

১ম বালক। অমন ক'রে সদাই যদি
লাগিস্ মোদের পিছে
ব'লে দেব সকল কথা
মা-জানকীর কাছে।

কুশ। না ভাই না ভাই, শুন্‌লে পরে
এ সমস্ত কথা,
চোখের জলে ভাস্‌বেন তিনি
মনে পাবেন ব্যথা।
কাঁদ্‌তে তাঁরে দেখ্‌লে আমার
কেমন করে প্রাণ,
এই নে এগো আচ্ছা ক'রে,
ম'লে দে মোর কাণ।

লব। আয় ভাই কুশী যাক্ ওরা সবে
কুসুম চয়ন তরে,
আমরা দুজন আয় ততক্ষণ
খেলি ধনুঃশর করে।
পাই যদি ভাই দেখিতে কাননে
শাবকের সহ করী,

বধিয়া মাতঙ্গ তীক্ষ্ণ শরাঘাতে
আনিব শাবক ধরি।
কেশরী শার্দ্দূল ভল্লূক বরাহ
দেখিবারে যদি পাই,
বাণে কাটি পাড়ি ফেলিব দুজনে
আয় ভাই আয় যাই।

কুশ। কোথা ভাই আর কেশরী শার্দ্দূল
আছে এই তপোবনে,
হের ওই সব কুরঙ্গ-শাবক
ভ্রমিছে নির্ভয়মনে।
হিংস্র পশু হ'তে ঋষিবালকের
নাহি আর ভয় হেতু,
চল আজ যাই বাঁধি শরে শরে
গঙ্গার উপর সেতু।

লব। বেশ কথা ভাই চল গঙ্গাতীরে
করিব নূতন খেলা,
চল তাড়াতাড়ি ফিরিতে হইবে
না হ'তে অধিক বেলা।

[উভয়ের প্রস্থান।

২য় বালক। দেখিনি ভাই বাপ জন্মে
এমন ষণ্ডা ছেলে,
ভেঙ্গেছিল হাতখানা মোর
আর একটু হ'লে।

১ম বালক। সেদিন ভাই লবা ছোঁড়া
ব'ল্‌লে মোদের কাছে,
ধর আমায় সব দেখি তোদের
গায় কত বল আছে।
দশ বার জন আমরা তখন
ধল্লুম ভুঁয়ে পেড়ে,
এক ঝাঁকানি দিয়ে লবা
উঠে পোড়্‌লো তেড়ে।
দাঁড়িয়ে উঠে বিষম জোরে
দিলে একটা পাক,
প'ড়্‌লুম ছুটে এই দেখ্‌ ভাই
বেঁকে গেছে নাক।

২য় বালক। তাও বলি ভাই ওরা যদি
থাকে কাছে ভিতে,
কারুর তরে বিন্দুমাত্র
ভয় থাকে না চিতে।
এই সেদিন ভাই বনে থেকে
আন্‌তে ময়ূর-ছা,
পাহাড় থেকে পিছ্‌লে প'ড়ে
ভাঙ্গ্‌লো আমার পা।
দৌড়ে দুভাই এসে কাছে
তুলে নিলো কোলে ;
কত যত্ন ক'ল্লে যে ভাই
ভুল্‌বো না তা ম'লে।

(নেপথ্যে সঙ্গীত।)

রামনাম গাও রে রসনা;
ভক্তিভরে জপ্‌লে সে নাম
শমনভয় আর থাক্‌বে না।

১ম বালক। ওই শোন্ ভাই আস্‌ছে ঋষি
প্রাতঃস্নানের তরে,
চল্ এখন সব ফুল কুড়িয়ে
স'রে পড়ি ঘরে।

[ঋষিবালকগণের প্রস্থান।

(নেপথ্যে) হরে রাম, হরে রাম, হরে রাম।

[বাল্মীকির প্রবেশ।]

বাল্মীকি। এতদিনে সার্থক হইল পরিশ্রম;
কত দীর্ঘ দিন ধরি রামের চরিত
পুণ্যময়, রচিয়াছি করিয়া যতন;
কিন্তু এত দিন গায় নাই কেহ তাহা,
শুনি নাই পরাণ ভরিয়া। কি সুকণ্ঠ,
কি মেধাবী, কি সুন্দর নয়নরঞ্জন
শিশু দু'টী; বীণার ঝঙ্কারে গায় যবে
রামের চরিত সুললিত, স্তব্ধ হয়
কাননের পশুপক্ষিগণ, স্থির হয়
জাহ্নবীর লহরী চঞ্চল, বরষণ
করে পুষ্প গগন হইতে দেবগণ।
কিন্তু কত দিন আমি রাখি বা এ ভাবে

আর কুমার দু'টীরে। জানেনা ইহারা
কার পুত্র, কোন্ বংশে জন্ম ইহাদের।
বার বার জিজ্ঞাসে আমায় কত ভাবে,
না পারি উত্তর দিতে, কত মত ছলে
রাখি ভুলাইয়া, কিন্তু পারি না ত আর।
কত দিন থাকে বহ্নি ভস্মে লুকাইয়া ?
কি করি উপায় কিছু ভাবিয়া না পাই।
কভু মনে করি, ল'য়ে যাই অযোধ্যায়,
দেই পরিচয় করি পিতার সহিত।
কিন্তু ভয় হয়, কি জানি যদ্যপি রাম
করে প্রত্যাখ্যান, কি হবে কি হবে তবে ?
শুনিলে সে কথা হায় মায়ের পরাণে
বাজিবে বিষম শেল ; সে দারুণ ব্যথা
নারিবে সহিতে কভু জনক-নন্দিনী,
ভাঙ্গিবে হৃদয় তার, ঘটিবে বিপদ্।
কাজ নাই, থাকিব নীরবে কিছুদিন ;
অবশ্য সুযোগ বিধি দিবেন করিয়া
যথাকালে। যা'ক্ দিন এই ভাবে এবে।

[প্রস্থান।



তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যার রাজসভা।

[জনৈক কর্ম্মচারীর প্রবেশ।]

কর্ম্মচারী। ধন্য শিল্পী গড়িয়াছে সীতার মূরতি,
সেই মুখ, সেই চক্ষু, সেই অবয়ব,
সেই স্নেহময় ভাব বদনমণ্ডলে।
না জানি কি হবে মনে অযোধ্যাপতির
হেরিবেন যবে তিনি সে স্বর্ণ-প্রতিমা।
হায় রে, থাকিত যদি শকতি আমার
সঞ্চারিতে ধাতুময় মূর্ত্তিতে চেতনা,
এখনি জীবন্ত করি সে স্বর্ণ-প্রতিমা
দিতাম অযোধ্যানাথে, সুমিত্রানন্দনে।

[রাম, লক্ষ্মণ, বশিষ্ঠ প্রভৃতির প্রবেশ।]

রাম। বল ভদ্র, কি সংবাদ আনিয়াছ তুমি ?

কর্ম্মচারী। আনিয়াছি স্বর্ণময়ী সীতাপ্রতিকৃতি,
অপেক্ষা করিছে শিল্পী রাজার আদেশ ;
কোথায় রাখিব দেব চাই অনুমতি।

রাম। যাও ভাই লক্ষ্মণ সুমতি, রাখ যত্নে
সে প্রতিমা অন্তঃপুরমাঝে সাবধানে,
যতদিন যজ্ঞাগার না হয় নির্ম্মাণ।

যাও ভদ্র, কহ শিল্পীবরে, পুরস্কৃত
করিব তাহারে যথাকালে।
যথা অনুমতি।

[লক্ষ্মণ ও কর্ম্মচারীর প্রস্থান

রাম। প্রেরিয়াছিলাম লোক
দেশদেশান্তরে গুরুদেব, বলে সবে
গোমতীনদীর তীরে নৈমিষকানন
এ মহাযজ্ঞের তরে উপযুক্ত স্থান।
তাই দেব দিয়াছি আদেশ, আয়োজন
করিতে তথায়; ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে
গিয়াছে সেখানে, যজ্ঞশালা পান্থশালা
করিতে নির্ম্মাণ। আসিবে ত্রিলোকবাসী
যজ্ঞ দরশনে, যথাযোগ্য বাসস্থান
সকলের তরে নির্ম্মাইতে হবে শীঘ্র
দিয়াছি আদেশ। অট্টালিকা পট্টাবাস
যাহা কিছু প্রয়োজন সকলি হইবে।
মন্ত্রিবর, জানাইও কর্ম্মচারিগণে
জনে জনে, রাজার ভাণ্ডার মুক্ত সদা
তাহাদের করে, অভাব কাহারো যে
নাহি হয় কিছু।

মন্ত্রী। কাহারে প্রেরিব দেব
নিমন্ত্রণ তরে?

রাম। যাইবে কুমারগণ,
প্রতিনিধিরূপে মোর নিমন্ত্রণ তরে।

আমিও সত্বর যাব পরিজনসহ
নৈমিষকাননে।

[জনৈক প্রতিহারীর প্রবেশ।]

প্রতিহারী। নমি পদে রাঘবেন্দ্র, সৈনিক জনেক
নিয়োজিত যজ্ঞ-অশ্ব রক্ষণের তরে
অনুমতি মাগিতেছে রাজ-দরশন।
রাম। আন তারে প্রতিহারি, যাও ত্বরা করি।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

(স্বগতঃ) ঘটিল কি বিরোধ কাহারো সনে?

[প্রতিহারী ও সৈনিকের প্রবেশ।]

কি সংবাদ হে সৈনিক, বল শীঘ্র করি,
কি কারণ বল শুনি আইলে ফিরিয়া?
সৈনিক। কুমার-আদেশে আসিয়াছি আমি দেব,
জানাইতে রাজপদে অশ্ব-সমাচার।
বিঘ্ন বাধা কিছু নাই সকলি কুশল;
ছুটিছে তুরঙ্গবর গ্রীবা বক্র করি
তুষার-ধবল-কান্তি জয়-পত্র শিরে,
পিছে পিছে রঘুসৈন্য অমিতবিক্রম
চন্দ্রকেতুসহ রঙ্গে চতুরঙ্গদলে।
রাম। ধরিবে কি অশ্ব কেহ, হবে কি সমর
কারো সনে? বল যদি থাকে সম্ভাবনা,
করিব উপায় তার এখন হইতে।

সৈনিক। কার সাধ্য রোধে তারে এ তিন ভুবনে ?
রঘুসৈন্য রক্ষিত সে ছুটিছে অবাধে।
রাম। শ্রান্ত তুমি যাও এবে লভ গে বিশ্রাম।
[সৈনিকের প্রস্থান।
গুরুদেব, করিয়াছি আয়োজন যাহা
এ যজ্ঞের তরে সব, দেখুন বিচারি
হবে কি না যথোচিত ; থাকে যদি দেব,
আরো কিছু করিবার, করুন আদেশ।
আসিছেন মিত্রবর কিষ্কিন্ধ্যার পতি,
আসিছেন রক্ষঃশ্রেষ্ঠ লঙ্কার ঈশ্বর
বিভীষণ সৈন্যসহ। করিয়াছি মনে,
দিব ভার সুগ্রীব মিতায় পরিচর্য্যা
করিবার ব্রাহ্মণসকলে, ঋষিগণে
সেবিবেন মিত্র বিভীষণ ; সমাগত
রাজগণে করিবেন সেবা, ভ্রাতুষ্পুত্র
ভ্রাতৃগণ মিলিয়া সকলে। নৃত্যগীত
আমোদআহ্লাদ যাহা কিছু প্রয়োজন
সকলি হইবে।
বশিষ্ঠ। অরুন্ধতী পরিচর্য্যা ঋষিপত্নীগণে
করিবেন হে রাজন্, দেবর্ষি মহর্ষি
আসিবেন যত, সেবিব সকলে আমি
শিষ্যগণসহ। নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হবে
মহাযজ্ঞ তব।
রাম। কৃতার্থ হইনু দেব, কি আর বলিব

রঘুবংশ চিরদিন তোমার আশ্রিত,
নাহি চিন্তা থাকে যদি আশীর্ব্বাদ তব।

বশিষ্ঠ। সত্যপথে ধর্ম্মপথে ন্যায়পথে তুমি
চলিতেছ চিরদিন, পালিছ প্রজায়
অপত্যের মত স্নেহে, না ঘটিবে কিছু
বিঘ্ন-বাধা তব যজ্ঞে জানিও নিশ্চয়।
যাই আমি আয়োজন তরে।

[বশিষ্ঠের প্রস্থান।

রাম। যাই অন্তঃপুরে, দেখিগে নয়ন ভরি
সীতার মূরতি আজ বহুদিন পরে,
যে মূর্ত্তি হৃদয়-মাঝে দিবস-রজনী
জাগিতেছে নিরন্তর। হতভাগ্য আমি,
তা না হ'লে আজ জনকনন্দিনীসহ
যজ্ঞ-অশ্বমেধে, মহোৎসবে মহোল্লাসে
হইতাম ব্রতী, যজ্ঞ-অশ্ব পুত্র মোর
যাইত রক্ষিতে ;—কিন্তু হায় নহে তাহা
ইচ্ছা বিধাতার।

(চিন্তা)

পুরস্কৃত করিব শিল্পীরে, হ'য়ে থাকে
মূর্ত্তি যদি সে মূর্ত্তির মত।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

বাল্মীকির আশ্রম।

[একাকিনী সীতা উপবিষ্টা।]

সীতা। প্রখর তপন-তাপে তপ্তা বসুমতী,
বহিতেছে সমীরণ রহিয়া রহিয়া
অগ্নিময় ; গগনবিহারী পক্ষিগণ
পশিয়াছে নীড়ে সবে শাবকের সহ ;
গাভীগুলি বৎসসহ পাদপ-ছায়ায়
করিতেছে রোমন্থন নয়ন মুদিয়া ;
বরাহ মহিষদল পল্বল-মাঝারে
অবগাহি সবে ঘন ছাড়িছে নিশ্বাস ;
স্তব্ধীভূত জীব-জন্তু করিছে বিশ্রাম ;
এতক্ষণ লবকুশ রহিল কোথায় ?
যে দুরন্ত শিশুদুটী, সদা ভয় মনে
কবে কি বিপদে পড়ে অনর্থ ঘটায়।
হায় রে, বুঝিতে যদি পারিত সন্তান,
কি করে মায়ের প্রাণ সন্তানের তরে,
যতক্ষণ চাঁদমুখ না হেরে নয়নে,—

[লবকুশের প্রবেশ।]

লব। কোথা মা কোথা মা তুমি এসেছি আমরা।
কুশ। চল মা কুটীরমাঝে করিব বিশ্রাম।

সীতা। কোথা ছিলে এত ক্ষণ প্রাণের দুলাল ?
মলিন সোনার কান্তি, বিশুষ্ক বদন,
স্বেদজলে ভাসিতেছে প্রসন্ন ললাট,
বহিছে নিশ্বাস ঘন ঘন, বক্ষঃস্থল
হ'তেছে কম্পিত। কোথা ছিলে এত বেলা
ছাড়িয়া মায়েরে ? এসো বোসো দুই ভাই
নিকটে আমার, অঞ্চলে বীজন করি
স্নিগ্ধ করি দোঁহে। (অঞ্চলদ্বারা বীজন।)
ক্রীড়াছলে গিয়েছিলে আজি বহুদূরে,
তাই বুঝি মায়ে ভুলে ছিলে এত বেলা ?

লব। জাহ্নবীর পরপারে গিয়াছিনু মোরা।

[সী]তা। কোন্ প্রয়োজন ছিল পরপারে যেতে ?
তোমাদের প্রয়োজন যাহা, সকলি ত
আছে এই পারে।

কুশ। শুনিলাম জননি গো,
আসিয়াছে পরপারে অশ্ব মনোহর
দেখি নাই তপোবনে অশ্ব কোনো দিন,
ঋষি-বিরচিত গ্রন্থে পড়িয়াছি শুধু,
গিয়াছিনু তাই মোরা তুরঙ্গ দেখিতে।

সীতা। (স্বগতঃ) রাজপুত্র দেখে নাই অশ্ব কোনো দিন।
(প্রকাশ্যে) কেমন দেখিলে অশ্ব বল দেখি শুনি ?

লব। দেখিলাম বহু অশ্ব বহু সৈন্যসহ,—

সীতা। কিসের কারণে বহু অশ্ব বহু সৈন্য
এলো এই দেশে, কিছু পার কি কহিতে ?

লব। এসেছি জানিয়া সব কথা ; শোনো বলি।
শ্বেতবর্ণ অশ্ব এক অতি মনোহর
ছুটিতেছে বায়ুবেগে ; ললাটে তাহার
বাঁধা আছে জয়পত্র, না আছে আরোহী,
ধনুর্দ্ধারী অশ্বারোহী পশ্চাতে তাহার
কত যে আসিছে মাগো না পারি কহিতে,
শুনিলাম অশ্ববর রক্ষণের তরে।

সীতা। বুঝি কোন নরপতি হ'য়েছেন ব্রতী
অশ্বমেধ-যজ্ঞতরে, তাঁহারি তুরঙ্গ।

কুশ। হাঁ মা, তাই, শুনিলাম সেনাদল কাছে,
অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী অযোধ্যার পতি।

সীতা। (অন্যমনস্কভাবে স্বগতঃ)
অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী অযোধ্যার পতি ?

লব। অশ্বভালে জয়পত্র পড়িনু যখন,
বড় রোষ উপজিল হৃদয়ে জননি,
ইচ্ছা হোলো রঘুসৈন্য ভস্মীভূত করি
শরানলে, তুরঙ্গম আনি তপোবনে।
এত স্পর্দ্ধা এত দম্ভ অসহ্য পরাণে।
কিন্তু মা নিষেধ তব করিতে বিরোধ
কারো সনে, তাই ফিরি আইলাম মোরা।

সীতা। (স্বগতঃ) হায় হায়, পিতাপুত্রে বাধিত সমর,
লব কুশ যদি আজ তুরঙ্গ ধরিত ;
কি হোতো তাহ'লে আমি না পারি ভাবিতে।

লব। কেন মা বিমনা তুমি হও বার বার ;

ক'রেছি কি আমরা মা হেন অপরাধ,
যার লাগি হইয়াছ বিষাদিত এত ?
কৌতূহলবশে গিয়াছিনু বহুদূরে
তুরঙ্গ দেখিতে, আসিতে হ'য়েছে বেলা,
ক্ষম তার তরে ; আর কভু নাহি যাব
না বলি তোমায় কোন স্থানে।

সীতা। সেই ভাল, শ্রান্ত এবে লভহ বিশ্রাম।

[উভয়কে বীজন ও অলক্ষ্যে বাল্মীকির প্রবেশ।]

বাল্মীকি। (স্বগতঃ)
মরি কি অপূর্ব্ব শোভা, হের রে নয়ন !
স্নেহময়ী মূর্ত্তিমতী বিশ্বমাতা যেন
আবির্ভূতা তপোবনে হ'য়েছে আমার।
সংসার-সম্বন্ধশূন্য আমি যে তপস্বী,
আমারো নয়নে যদি উঠে উছলিয়া
এ দৃশ্য নেহারি অশ্রু, কি আশ্চর্য্য তবে
মায়ার বন্ধনে বদ্ধ সংসারী-মানব
এ মোহের ঘোরে ঘোরে দিবসযামিনী।
কিন্তু,—
কেন এত বিষাদিতা ধরিত্রী-সুতায়
হেরি আজ, যাই দেখি জিজ্ঞাসি কারণ।
(প্রকাশ্যে) বসিয়াছ লবকুশ অধিকার করি
মাতৃক্রোড়, নাহি স্থান আমার লাগিয়া ?

এ কেমন জননি গো, ভালবাসা তব ?
আমি কি সন্তান নই ? আমার লাগিয়া
নাই কি ও ক্রোড়ে তব এতটুকু স্থান ?
ছোট বড় সকল সন্তান জননীর
ভালবাসা জননীর স্নেহ, সমভাবে
পাইবার আশা করে সদা, কিন্তু মা গো,
হেরি সদা কনিষ্ঠ উপরে সমধিক
স্নেহ যেন হয় জননীর। যাই আমি,—

লব। যাও চলি যথা ইচ্ছা, দিব না হেথায়
মোরা বসিতে তোমায়।—

সীতা। বড়ই অশিষ্ট হইতেছে দিন দিন
লবকুশ মোর। জাহ্নবীর পরপারে
গিয়াছিল আজি অশ্ব দেখিবার তরে
না বলিয়া মোরে, এখনি আইল ফিরি।

বাল্মীকি। (স্বগতঃ) তবে বুঝি শুনিয়াছে জনক-নন্দিনী
অশ্বমেধ-যজ্ঞবার্ত্তা অযোধ্যাপতির।
দেখি অন্য কথা তুলি রাখি ভুলাইয়া।

(প্রকাশ্যে) গাইয়াছ লবকুশ জননীর কাছে
অশোক-কানন-গাথা শিখিয়াছ যাহা ?

লব। শুনিবে কি জননি গো, শুন যদি গাই,
অতি সুমধুর গীত শিখিয়াছি মোরা।

সীতা। গাও শুনি।

(লবকুশের গীত।)

গাও গাও বীণে ললিত করুণে
জানকীর দশা অশোকবনে ও।
দারুণ হিমঋতু তুষার বরষে যবে
অৰ্দ্ধ অনাবৃত দেহ ও ;
কাঁপে থরথরি হাসে চেড়ীদল,
না করে সম্ভাষা কেহ ও।
নিদাঘ-তপন-তাপে তপ্ত সমীরণ
আগুন বহি যবে যায় ও ;
দগ্ধ অঙ্গলতা জনক-রাজসুতা
মুৰ্চ্ছিতা ভূতলে লোটায় ও।
বরষাগমে যবে শাওন ঢালে ধারা
নাহি বিরাম দিনরাতি ও,
সে ধারা সহমিশি সতীর নয়নধারা
বহি যায় প্লাবিয়া ক্ষিতি ও।

সীতা। যাও বৎস, যাও এবে লভগে বিশ্রাম।

[লবকুশের প্রস্থান।

শুনিলাম আজ তাত, লবকুশ মুখে,
অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী অযোধ্যার পতি ?

বাল্মীকি। হাঁ বৎসে, প্রকৃত যাহা শুনিয়াছ তুমি।

সীতা। শাস্ত্রের বিধান দেব, শুনিয়াছি আমি
পত্নী বিনা নাহি হয় যজ্ঞ-অনুষ্ঠান ?

বাল্মীকি। (স্বগতঃ) হায়, পতিগতপ্রাণা, বুঝিলাম আমি
যে কারণে বিষাদিতা জনক-দুহিতা।

(প্রকাশ্যে) তাই বৎসে, শাস্ত্রের বিধান, পত্নীবিনা
নাহি হয় যজ্ঞ-অনুষ্ঠান।—

সীতা। তবে কি ?—

বাল্মীকি। সুবর্ণে নির্ম্মাণ করি মূরতি তোমার,
যজ্ঞাগারে রঘুনাথ স্থাপিয়াছে তাহা ;
বামে রাখি স্বর্ণ-সীতা সস্ত্রীক হইয়া
যজ্ঞ করিবেন রাম হইয়াছে স্থির।
বিস্তীর্ণ নৈমিষারণ্য যোজন যোজন,
এ যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে সেথা।
অট্টালিকা পট্টাবাসে পূর্ণ বনস্থলী ;
শত শত তড়াগ, দীর্ঘিকা, রঙ্গভূমি
ক্রীড়াভূমি হ'য়েছে নির্ম্মিত। ত্রিভুবনে
নিমন্ত্রণ হ'য়েছে সবার ; শিষ্যসহ
হইয়াছে আমারো আহ্বান যজ্ঞস্থলে।

সীতা। যাইবেন শিষ্যসহ আপনিও তবে ?

বাল্মীকি। হাঁ বৎসে, যাইব আমি করিয়াছি মনে।

সীতা। লবকুশ কি করিবে, যাবে কি তাহারা ?

বাল্মীকি। দেখ ভাবি ; অভিপ্রায় হয় যদি তব,
লবকুশে লব সঙ্গে করি। জিজ্ঞাসিও
লবকুশে কি বলে তাহারা। যাই আমি
দেখা পুনঃ করিব সত্বর।—

[বাল্মীকির প্রস্থান

সীতা। কে বলে অভাগী সীতা, ধন্যা নারীকুলে।

হেন স্বামী এ সংসারে কোন্ রমণীর ?
হায় নাথ, গড়িয়াছ প্রতিমূর্ত্তি মোর
স্বর্ণ দিয়া, মহাযজ্ঞ নির্ব্বাহের তরে।
সীতার মূরতি নাথ, অন্তরে তোমার
জাগিতেছে দিবানিশি, দহিছে তোমায়
দিবানিশি সীতা-স্মৃতি সীতার বিরহ।
কি করিবে তুমি নাথ, কি করিব আমি ?
তোমার যন্ত্রণাতরে জনম সীতার।
হে বিধাতঃ, পুনঃ যদি নারীজন্ম হয়,
পাই যেন স্বামী তাঁরে জন্ম-জন্মান্তরে,
না আছে প্রার্থনা অন্য না আছে কামনা।

(চিন্তা।)

কিন্তু লবকুশ,—কি করিবে লবকুশ ?
দিব ভার ঋষির উপর ; যাহা ইচ্ছা
করিবেন তিনি।

[প্রস্থান।



তৃতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

নৈমিষকাননাভিমুখী পথ।

[বিপ্রবন্ধু, রত্নদাস ও বাহকের প্রবেশ।]

বিপ্র। আহা হা ভায়া, স্থানটী অতি রমণীয়; এসো, এই খানে উপবেশন ক'রে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করা যা'ক্।

রত্ন। হাঁ,—কিছু পরিশ্রান্ত হওয়া গেছে বটে। স্থানটীও জলে স্থলে সকল বিষয়ে ভাল, আসুন বসা যা'ক্।

(সকলের উপবেশন।)

বিপ্র। আচ্ছা ভায়া, নৈমিষারণ্যের যজ্ঞ-স্থানটা আর কতদূর হবে, ব'ল্‌তে পার কি ?

রত্ন। কি ক'রে বোল্‌বো ? আমি ত জীবনে কখনো বিদেশে যাইনি, সেটা বরং ঠাকুরদা আপনার বিলক্ষণ অভ্যাস আছে।

বিপ্র। আরে ভায়া, আমি কি আর বনে জঙ্গলে গিয়ে থাকি ? বাঘ-ভালুকে কি আর ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণা দেয় ? আমি যাই লোকালয়ে, যেখানে কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির আশা আছে।

রত্ন। এই না শুন্‌তে পাই, আপনি তীর্থদর্শনের জন্য দেশপর্য্যটন করেন। নৈমিষারণ্যও ত একটা পবিত্র তীর্থস্থান।

বিপ্র। তুমি ও যেমন ভায়া, ওটা একটা কথার কথা। লোকের কাছে ব'লে যাই বটে যে তীর্থদর্শনে যাচ্ছি,—ভিক্ষাবৃত্তিটা যে ভাল, তা ত নয়;—কাজেই বার বার ঐ কথাটা ব'লে

বেরিয়ে প'ড়্তে একটু লজ্জাও বোধ হয়। তাই ব'লে যাই, তীর্থদর্শনে যাচ্ছি, কিন্তু আসলটা যাই—অর্থান্বেষণে।

রত্ন। তা যা'ক্ এখন ওসব কথা। বলি ঠাকুরদা, এই যে মহারাজ যে ভাবে যজ্ঞ কর্‌বার ব্যবস্থাটা ক'রেছেন, এটা কি ঠিক্ শাস্ত্রসঙ্গত হ'চ্চে?

বিপ্র। কি ভাবটা, এ—একটু বুঝিয়ে, এঁ—একটু পরিষ্কার ক'রে বল দেখি।

রত্ন। এ—এই যে সস্ত্রীক হবার জন্যে সোণার সীতা গড়িয়েছেন, এটা কি ঠিক্ হ'য়েছে?

বিপ্র। অপেক্ষা কর, একটু চিন্তা ক'রে দেখি।

রত্ন। এর আর চিন্তা ক'র্‌বেন কি? এ তো চিন্তার বিষয় কিছু নয়। শাস্ত্রে এরূপ বিধান আছে কি না, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

বিপ্র। শাস্ত্র বিষয়টা,—বুঝ্‌লে ভায়া, অর্থাৎ—অতি কঠিন; আর যেমন কঠিন তেমনি ব্যাপক। চিন্তার প্রয়োজন আছে বৈ কি ভায়া, চিন্তার প্রয়োজন আছে বৈ কি।

(স্বগতঃ) শাস্ত্রে অধিকার ত আমার যথেষ্ট,—এখন বলি কি?

রত্ন। আজ্ঞে, তা বিবেচনা ক'রেই ব'লুন।

বিপ্র। এটা ভায়া, আমার ঠিক্ শাস্ত্র-সঙ্গত ব'লে মনে হ'চ্চে না।

রত্ন। আজ্ঞে, হেতুটা শুন্‌তে পাই কি?

বিপ্র। আরে, এত অতি সহজেই বুঝ্‌তে পার। মনে ক'রে দেখ, যে স্ত্রীকে একবার দুশ্চরিত্রা-জ্ঞানে পরিত্যাগ করা হোলো, আবার তারই প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়ে তাকে ধর্ম্মপত্নীস্থলে স্থাপনা ক'রে নেওয়াটা কি সঙ্গত হ'চ্চে?

রত্ন। আজ্ঞে, মহারাজ ত তাঁকে দুশ্চরিত্রা বলেন না, তিনি জানেন সীতাদেবীর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। তবে দশজনে বলে, তাই তিনি লোক-রঞ্জনের জন্যই তাঁকে পরিত্যাগ ক'রেছেন। লোক-রঞ্জনটা রঘুকুলের চিরন্তন রাজধর্ম্ম কি না ?

বিপ্র। আরে রেখে দাও ভায়া, ওটা একটা কথাই নয়। কথায় বলে 'যা রটে,— তা বটে'। কথাটা যদি একেবারেই মিথ্যা হোতো, তা হ'লে তিনি হ'চ্চেন দেশের রাজা, সবাইকে একটু শাসন ক'রে দিলেই ত পার্‌তেন! তা না ক'রে নিজের স্ত্রীকে একেবারে কি না বনবাসে দিয়ে ফেল্‌লেন! ভিতরে একটা কিছু না থাক্‌লে কি আর অত্‌টাই ক'রে বসেন ভায়া ?

রত্ন। ত হ'লে ঠাকুরদা, এই এতদিন হ'ল সীতাদেবীকে বনবাসে দিয়েছেন, আর ত মহারাজ দারান্তর গ্রহণ ক'ল্লেন না। এত বড় রাজ্যের অধীশ্বর, এত ঐশ্বর্য্য, এত বৈভব, বয়সটাও আপনার মত এত অধিক হয় নি ?—

বিপ্র। অ্যাঁ, কি বোল্‌ছো, আ—আমি বুড়ো ?

রত্ন। আজ্ঞে না, বুড়ো আপনাকে কে ব'ল্‌ছে ; বলি আপনার চেয়ে বোধ হয় তিনি বয়সে কিছু ছোট,—

বিপ্র। হাঁ,—তা—কিছু ছোট হ'তে পারেন। কি জান ভায়া, মোহ,—মোহ। কি একটা মোহ মহারাজকে ঘিরে র'য়েছে, সেটাকে এতদিন কিছুতেই কাটিয়ে উঠ্‌তে পাচ্ছেন না, তাই একটা কিছু মনে ক'রে ব'সে আছেন। রাজ-রাজড়ার কাণ্ড, কি ক'রে বলি বল ?

রত্ন। আচ্ছা, ধরুন ঠাকুরদা, সত্যি সত্যি যদি সীতাদেবী নিষ্পাপ

নিষ্কলঙ্ক হন, তবে কি তাঁকে বনবাসে দেওয়াটা ভাল হ'য়েছে ?

বিপ্র। হাঁ—তা—ভাল হ'য়েছে কি না কথাটা বলা বড় শক্ত। আর,—মন্দই বা কি ক'রে বলি ; কথাটা যখন র'টেছে,—

রত্ন। আরে কথাটা একটু নিজের উপরে নিয়েই বুঝুন না। এই মনে করুন, যদি আপনার প্রতিবাসী দশজন ঠান্‌দিদি সম্বন্ধে একটা মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করে,—

বিপ্র। কি,—কি বল্লি, বেটা বেল্লিক, বেটা মূর্খ, অর্ব্বাচীন, বেটা অধম, অপকৃষ্ট, জঘন্য,—

রত্ন। আজ্ঞে, ক্ষমা করুন, বলি কথার কথা, সত্যি সত্যি নয়, ধরুন যদি এই রকম,—

বিপ্র। ফের, ঐ কথা ব'লবি ?—বেটা নীচ, ইতর, পামর ; বেটা পাষণ্ড, নরাধম, হেয় ; বেটা দুরাচার, দুষ্ট, দুঃশীল ;—এদের জিব্ কেটে ফেলা উচিত, তুষানল ব্যবস্থা, তুষানল ব্যবস্থা।—

রত্ন। আজ্ঞে আমিও ত তাই ব'ল্‌ছি, যারা এরকম অনর্থক লোকের কুৎসা ক'রে বেড়ায়, জিব কেটে ফেলাই তাদের উচিত শাস্তি।

বিপ্র। এত বড় আস্পর্দ্ধা, যা মুখে আস্‌ছে তাই ব'ল্‌ছ! ব্রাহ্মণের প্রতি এমন কটুবাক্য, ব্রাহ্মণের অপমান!

রত্ন। ঠাকুরদা চট্‌লেন না কি ? তবে আমি এইখান হ'তেই বিদায় হই। আপনি আপনার পথ দেখুন।

[জনৈক পথিকের প্রবেশ।]

বিপ্র। কি হে বাপু, তুমি কোত্থেকে আস্‌ছ ?

পথি। আজ্ঞে, এই নৈমিষারণ্য হ'তে আস্‌ছি।

রত্ন। ফিরে এলে যে, বড় সুবিধা বোধ হ'চ্চে না বুঝি?

পথি। বলেন কি মশাই? এমন কোন দিন হয় নি, হবেও না।

বিপ্র। কি রকম, কি রকম, এ—একটু ব'লে ফেল দেখি।

পথি। কি ব'ল্‌ব ঠাকুর মশাই, সে বল্‌বার যো নেই। যা আয়োজন উদ্যোগ হ'য়েছে, এ ত্রিসংসারের লোক চৌদ্দপুরুষ ব'সে খেলেও ফুরুতে পার্‌বে না। দধির সরোবর, ক্ষীরের দীর্ঘিকা, নবনীতের পাহাড়,—

বিপ্র। আহা—হা, বাপু, আর বোলোনা—আর বোলোনা; রসনায় সলিল-সঞ্চার হ'চ্চে। (স্বগতঃ) ব্রাহ্মণীকে না এনে বড় অন্যায় করা হ'য়েছে, কি করা যায়?

রত্ন। আচ্ছা বাপু, ব্রাহ্মণভোজনের দক্ষিণাদির ব্যবস্থা কি রকম হবে, কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লে?

পথি। যার যেমন ইচ্ছা, মহারাজ মুক্তহস্ত। আর শুন্‌লুম ঠাকুর মশাই, আপনাদের আহারাদির ও বিদায়ের ভার কিষ্কিন্ধ্যা-পতি সুগ্রীব আর তাঁর অনুচরগণের উপর। আর তাঁরাও সব এসে পৌঁছেচেন।

বিপ্র। এ—এ—এ তবেই হ'য়েছে,—সব মাটীরে সব মাটী।

পথি। আজ্ঞে, না ঠাকুর মশাই, কিছুই মাটী নয়। অতি সুব্যবস্থা হ'য়েছে; কোন একটা দ্রব্যের প্রয়োজন হ'লে, তিন লম্ফে তা' এনে উপস্থিত ক'রে দিচ্ছে। এমন ক্ষিপ্রহস্ত, ক্ষিপ্রপদ,—

রত্ন। লাঙ্গুলের ক্ষিপ্রতাটা কিরূপ উপলব্ধি ক'ল্লে?

পথি। সেটার ব্যবহার এ পর্য্যন্ত হয় নাই, আপনারা সকলে গিয়ে উপস্থিত হ'লে কি হবে ব'লতে পারি না।

বিপ্র। বলি বাপু, ঋষিগণ ব্রাহ্মণগণ সব এসে পৌঁছেচেন কি?

পথি। আজ্ঞে, কেবল আসতে আরম্ভ ক'রেছেন মাত্র। স্থানের অভাব নাই, অভাব হবার কোন সম্ভাবনাও নাই।

বিপ্র। আরে না হে না, সে কথা নয়। বলি স্বর্ণসীতা-সম্বন্ধে কোন কথা শুনতে পেলে কি?

পথি। স্বর্ণ-সীতা সযত্নে যজ্ঞাগারে রক্ষিত হ'য়েছে। এখন সাধারণকে দেখান হচ্চে না।

বিপ্র। কি জ্বালা, তা নয় তা নয়। বলি সে সম্বন্ধে,—তা যা'ক্,—আমাদের তাতে কি এসে যায়। সে ত আর সত্যি সত্যি মানুষ নয়, ধাতুমূর্ত্তিমাত্র, তাতে আর কি দোষ হ'তে পারে? আর হ'লেও, যিনি যজ্ঞ ক'রছেন তাঁরই পক্ষে প্রত্যবায়,—আমাদের কি? বিদায়টা বিবেচনামত হ'লেই হলো। তবে সেটার সম্বন্ধে যদি অবিবেচনার কোন সম্ভাবনা দেখি, আমরাও এটা নিয়ে একটা গোলযোগ বাধিয়ে তুলবো।

রত্ন। (স্বগতঃ) আহা, ঠাকুরদার কি মহান্ নিঃস্বার্থ ভাব। (প্রকাশ্যে পথিকের প্রতি) বলি বাপু, আমোদপ্রমোদের কিরূপ ব্যবস্থা হ'য়েছে কিছু ব'লতে পার?

পথি। যথেষ্ট, যথেষ্ট; নৃত্যগীতাদির প্রচুর আয়োজন হ'য়েছে। তা ছাড়া ক্রীড়াকৌতুক যত রকম আছে, যা হ'তে পারে, সমস্তেরই ব্যবস্থা হ'য়েছে। সময় নষ্ট ক'রবেন না, যত শীঘ্র পারেন চ'লে যান।

রত্ন। আর কতটা পথ যেতে হবে বল ত?

পথি। আর দুদিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন। আমি এখন আসি।

[পথিকের প্রস্থান।

বাহ। আর আমি তোমার মোট বইতে পারব না ঠাকুর। এই সদাই বল কাছে কাছে, এখন শুন্‌ছি আরও দুদিনের পথ। এই রইল তোমার মোট, আমি আর পারবো না।

বিপ্র। কেন পার্‌বি না, পার্‌তেই হবে তোকে। আগে ব'ল্‌তে পেরেছিলি না? নে বেটা নে, তোল্;—ব্রাহ্মণের সঙ্গে এমন ব্যবহার।

(তুলিয়া দিতে চেষ্টা ও অকৃতকার্য্য হওয়া।)

বাহ। পার্‌বো না ঠাকুর; তোমার যা ইচ্ছা কর। আমি চল্লুম এখন। ধার ক'রে খেয়েছি, না বিদায়ের ভাগ দিবে? দিন-রাত্রি এত বকুনি সইতে পার্‌বো না।

[বাহকের প্রস্থান।

বিপ্র। দেখ ত ভায়া, বেটা বুঝি সত্যি সত্যি চ'লে গেল। তুমি দু'কথা বলে লোকটাকে ফেরাও। রাগের মাথায় তোমায় যা ব'লেছি ভায়া, ভুলে যাও, ওসব মনে কিছু কোরো না। হঠাৎ আমার কেমন একটা ক্রোধের উদ্রেক হয়, সাম্‌লাতে পারি না।

বৃদ্ধ। ওহে, ফের ফের, হাজার হো'ক্ ব্রাহ্মণ, রাগ কোরো না। আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বেন হে, আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বেন; তোমার ভাল হবে। ওঁকে এ ভাবে ফেলে যাওয়াটা ভাল হয় না।

[বাহকের পুনঃপ্রবেশ।

বাহ। শুধু আশীর্ব্বাদে পেট ভরে না মশাই।

রত্ন। আরে চল হে চল, শুন্‌লে ত সেখানকার আহারাদির ব্যবস্থা।

বাহ। সে ত ঠাকুরের মোট না বইলেও পাবো।

বিপ্র। আরে চল্ চল্, সন্তোষ ক'র্‌বো তোকে, সন্তোষ ক'র্‌বো; তা হ'লেই ত হ'ল। আর কি চাস্ বল্।

[একজন অন্ধের প্রবেশ।]

অন্ধ। বাবা, তোমরা কোথা যাচ্ছো বাবা?

রত্ন। আমরা যজ্ঞ দেখ্‌তে নৈমিষারণ্যে যাচ্ছি।

অন্ধ। বাবা, যদি দয়া ক'রে আমায় সঙ্গে ক'রে নাও, আমি সঙ্গী হারিয়েছি, অন্ধ-মানুষ কি ক'রে যাব বল।

বিপ্র। বেটা তুই অন্ধ, কি দেখ্‌তে যাচ্ছিস্? যা যা বেটা, ফিরে যা। কে তোকে নিয়ে যাবে?

অন্ধ। মশাই, যদি একলা ফির্‌তেই পারি, তবে একলা সেখানে যেতেও ত পারি; দোহাই বাবা, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় সঙ্গে নাও। ঘুমিয়েছিলাম, কে যেন ব'ল্‌লে, যজ্ঞ-স্থলে যা, বড় অদ্ভুত ঘটনা হবে, তোর চোক্ সেরে যাবে, সব দেখ্‌তে পাবি, তাই যাচ্ছি।

[একজন খঞ্জের প্রবেশ।]

খঞ্জ। নৈমিষারণ্য আর কতদুর বাবা?

বিপ্র। (স্বগতঃ) এ বেটা আবার কে? এ যে দেখ্‌ছি ত্রিভুবনের লোক যে যেখানে ছিল, সমস্ত সেইখানে চ'লেছে। অকা-তরে দান বিতরণ হবে শুন্‌তে পেয়েছে, আর যত বেটা

হতভাগা ছুটেছে।—সব ছোট লোক কি না। (প্রকাশ্যে) চল্ চল্, আর বিলম্ব করা হচ্চে না।

বাহ। থাম ঠাকুর, আগে এদের একটা উপায় করি, তারপর যাচ্ছি। দেখ ভাই খঞ্জ, তুমি এই অন্ধের কাঁধে চ'ড়ে বোসো, আর পথ ব'লে দাও; ও তোমায় কাঁধে ক'রে নিয়ে চ'লে যা'ক্। দুজনেরই কাজ হবে।

বিপ্র। (স্বগতঃ) বেটা ত ভারি বুদ্ধিমান্! যদি কারুর কাছে অধ্যয়ন ক'র্তো, তবে একটা বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র হ'তে পার্তো। তা ভালই হ'য়েছে, এই ছোট লোকগুলো লেখাপড়া শিখ্লে কি আর রক্ষা ছিলো? (প্রকাশ্যে) এখন চল্ চল্।

[খঞ্জকে লইয়া অন্ধ এবং অন্য সকলের প্রস্থান।



তৃতীয় অঙ্ক।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বাল্মীকির আশ্রম।

[সীতা উপবিষ্টা।]

সীতা। না হেরিলে এক তিল যে চাঁদ-বদন
বিশ্ব আমি হেরি অন্ধকার, কেমনে যে
ধরিব পরাণ, না হেরি সে মুখ আমি
ভাবিয়া না পাই। কিন্তু কি করিব আর ?-
'যজ্ঞস্থলে' বলিলেন ঋষি আজ মোরে,
'রামের চরিত গা'বে মিলি দুই ভাই'।
ইচ্ছা তাঁর কোন মতে পিতাপুত্রে যদি
হ'য়ে যায় পরিচয়, হয় সম্মিলন।
আসিবে কি হেন দিন ? হবে কি এমন ?
আর যদি পেয়ে পরিচয়, রঘুপতি
গ্রহণ না করেন সন্তান, কি হইবে,
কি হইবে তবে ? কাজ নাই, কাজ নাই
গিয়ে, থাকুক আমার কাছে, যা হবার
হবে। কিন্তু কতদিন আর নাহি দিয়া
পরিচয় রাখিব বা আমি ! হায় বিধি,
কত দুঃখ আছে আরো কপালে আমার।
চপল বালক, উৎসাহে হৃদয়পূর্ণ,
কেমনে নিষেধ করি যেতে যজ্ঞস্থলে।

[লবকুশের প্রবেশ।]

লব। জননি গো, হইয়াছে আয়োজন সব,
যাইব এখন মোরা যজ্ঞ-দরশনে।
দাও চরণের ধূলি, দাও মা বিদায়।

কুশ। কেন মা কাঁদিছ তুমি? ঋষির সহিত
যাব যজ্ঞ-দরশনে, কি চিন্তা তোমার?
আবার আসিব ফিরি যজ্ঞ শেষ হ'লে,
দাও মা প্রসন্নমনে বিদায় এখন।

সীতা। কোথায় মহর্ষি এবে শিষ্যগণ তাঁর?

লব। আসিছেন ঋষিবর শিষ্যগণসহ
বিদায় লইতে মা গো তোমার নিকটে।

কুশ। কেঁদো না মা ক'রো না মা নিষেধ যাইতে,
শুনিয়াছি ঋষিমুখে ত্রিজগৎ-বাসী
সমবেত হবে যজ্ঞে, আশ্চর্য্য ঘটনা
হবে কত, দেখিব আমরা। তুমি যদি
কাঁদ মা গো কেমনে যাইব?—

লব। দেখিব মা বড় সাধ নয়ন ভরিয়া
রাবণনিধনকারী রাম রঘুনাথে,
ইন্দ্রজিৎ-জয়ী বীর দেখিব লক্ষ্মণে,
হনুমন্তে, সুগ্রীবে, অঙ্গদে দেখিব মা,
দেখিব ধার্ম্মিক বিভীষণে সৈন্যসহ,
ক'রোনা মা ক'রোনা বারণ।—

সীতা। (স্বগতঃ) হা অদৃষ্ট !
নাহি জান কে তোমরা কাহার তনয়।

কুশ। কেন মা নীরব তুমি, কেন বিষাদিতা ?
জননি, কর কি মনে অনিষ্ট মোদের
সাধ্য আছে এ সংসারে করিতে কাহারো ?

[বাল্মীকির প্রবেশ।]

বাল্মীকি। ভয় নাই বৎসে, আমি কহিনু নিশ্চয়,
তপস্যার ফল যদি থাকে বাল্মীকির,
শুভ হবে শুভ হবে এ যাত্রার ফল।
সুপ্রসন্ন চারিদিক্ হের মা চাহিয়া,
স্নিগ্ধ নিরমল বায়ু বহিতেছে ধীরে,
বিহঙ্গ ললিতকণ্ঠে গাহিছে সঙ্গীত,
আনন্দে পড়িছে ঢলি প্রকৃতিসুন্দরী।
আশীর্ব্বাদ কর মাগো সন্তানে তোমার।
(লবকুশের প্রতি)
লবকুশ, জননীর লও পদধূলি।

(লবকুশকর্ত্তৃক সীতার পদধূলিগ্রহণ)

সীতা। কি করিব আশীর্ব্বাদ, না সরে বচন;
হউক তোদের তাই ইচ্ছা যা আমার।

বাল্মীকি। পরম পদার্থ হায় জগৎ-সংসারে
মাতৃস্নেহ !

সীতা। (লবকুশের হাত বাল্মীকির হাতে দিয়া)
এই লও ধর পিতঃ, জীবন-সর্ব্বস্ব
অভাগীর, দিলাম সঁপিয়া তব করে।

ওই মুখপানে চাহি রাখিয়াছি আমি
এ পোড়া পরাণ তাত, এতদিন ধরি।
কত কথা, কত কথা পিতঃ পড়িতেছে
মনে আজি, কত কত অতৃপ্ত-বাসনা
এ ভাঙ্গা বুকের মাঝে উঠিছে যে জাগি,
কে জানিবে কে বুঝিবে বিনা অন্তর্যামী।

বাল্মীকি। (চক্ষু মুছিয়া) কেন মা কাঁদাও তুমি এ বৃদ্ধ-বয়সে ?
ওই হের লবকুশ আকুল কাঁদিয়া,
মুছ অশ্রুজল এবে দাও মা বিদায়,
শুভলগ্ন যাইছে বহিয়া।—

সীতা। এসো বাপ লবকুশ, কি আর বলিব ;
এসো চুমি চাঁদমুখ যাত্রার সময়।
(লবকুশকে চুম্বন করিয়া সরোদনে বাল্মীকির প্রতি)
দাও চরণের ধূলি অভাগী কন্যায় ;
যেন পিতঃ, মনে থাকে কাঙ্গালিনী আমি,
ওই দুটী রত্ন বই নাহি কিছু আর।

[সীতা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রক্ষিও মা আদ্যাশক্তি দুর্গতিনাশিনি,
দাসীর নয়নমণি রক্ষিও বিপদে।
আর যদি ঘটে মা বিপদ, না শুনিতে
সে বারতা, দিও স্থান শান্তিময়-ক্রোড়ে
অভাগীরে।

[পটক্ষেপণ।]

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।



চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নৈমিষ-কাননাভিমুখী পথ।

[বাল্মীকি ও লবকুশের প্রবেশ

বাল্মীকি। এইখানে লবকুশ করহ বিশ্রাম
ক্ষণকাল। নদীকূলে যাই আমি এবে,
সন্ধ্যা-বন্দনাদি শেষ আসিগে করিয়া।

[বাল্মীকির প্রস্থান

লব হের ভাই দূরে ওই নির্ঝর ধারায়
অস্তগামী তপনের রক্তিম-কিরণ
শোভিছে সুন্দর কিবা,—সুবর্ণের ধারা
পড়িছে ছড়ায়ে যেন ধরণীর গায়।
বৃক্ষশাখা হ'তে শাখী বিচিত্রবরণ
ছুটিয়া আসিছে কভু, তখনি আবার
পরশি সে জলধারা যাইছে ফিরিয়া,
কি জানি কি মনে করি নীড়ে আপনার।

কুশ। হের ভাই এই দিকে মৃগশিশুকুল,
শশক বিচিত্রবর্ণ দলে দলে কত
ছুটিতেছে যে যাহার বিশ্রামের স্থানে।
লব। সুনীল-গগনে হের শ্যেনপক্ষী এক
ছুটিছে কপোতী পিছে উল্কাসম বেগে ;—
কুশ। ছাড় অস্ত্র কর রক্ষা বিপন্না কপোতী।
(লবকর্ত্তৃক অস্ত্রত্যাগ।)
পড়িয়াছে শ্যেনপক্ষী, বাঁচিল কপোতী।
ধন্য ভাই লক্ষ্যভেদে ক্ষমতা তোমার।
রাখ এবে ধনুঃশর, প্রকৃতির শোভা
দেখি এইখানে বসি, সুন্দর এ স্থান।

(নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি।

নেপথ্যে। পথিকগণ, পথ পরিষ্কার কর, পথ পরিষ্কার কর। কুমার লক্ষ্মণ রথারোহণে এই পথে যজ্ঞস্থলে যাচ্ছেন। আগতপ্রায় ; স'রে যাও, সব স'রে যাও, পথ পরিষ্কার কর।

(পুনরায় নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি।)

লব। ভাই কুশ, এ আবার কেমন ভাই ? কুমার লক্ষ্মণ রথারোহণে এ পথে যাবেন ব'লে আর কেউ কি পথে চ'ল্‌তে পাবে না ? এ কেমন রীতি ভাই ? তবে কি রাজপুরুষেরা যে পথে চ'ল্‌বেন, সে পথে দীনদুঃখী কেউ চ'ল্‌তে পাবে না ? আমাদের তপোবনে ত ভাই, এমন নয়।

কুশ। শুনেছিলাম, যজ্ঞে গেলে অনেক আশ্চর্য্য দেখ্‌তে পাবো, এই বুঝি তার প্রথম নিদর্শন পথে ?

লব। মহর্ষি রইলেন নদীতীরে, এখন স'রেই বা যাই কোথা ?

কুশ। কেন স'রে যাব, দাঁড়া না দেখি কে কি করে। হাতে ধনুর্ব্বাণ আছে ত ?

[একজন দূতের প্রবেশ।]

দূত। কে তোমরা ? এখানে দাঁড়িয়ে কি কোচ্ছো ? অ্যাঁ ?

লব। দেখ্‌তে পাচ্ছো না, আমরা ঋষিবালক।

দূত। ঋষিবালক ত হাতে তীরধনু কেন ?

কুশ। ও আমাদের হাতে থাকে।

দূত। কেড়ে নি যদি।

কুশ। ক্ষমতা থাকে নাও।

দূত। হুঁ, তবে ত ঋষিবালক খাঁটী। কোন্ ঋষির শিষ্য তোমরা ?

কুশ। মহর্ষি বাল্মীকির।

দূত। কোথায় তিনি ?

লব। সন্ধ্যাদির জন্য নদীতীরে গিয়েছেন, এখনি আস্‌বেন।

দূত। (স্বগতঃ) তবে ত কুমারকে সংবাদ দিতে হ'চ্চে। মহর্ষি এই পথে পদব্রজে যাচ্ছেন, এ অবস্থায় তিনি কিছুতেই রথারোহণে এ পথে যাবেন না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, থাক্‌তে পার তোমরা এখানে।

[দূতের প্রস্থান।

কুশ। বেটা কি গোঁয়ার ভাই।

লব। আর কথাই বা কি মিষ্টি।

কুশ। বড়লোকের ভৃত্য বুঝি ভাই সব এমন ধারাই। আদেশ যদি হয় ভাই এতটুকু, ওরা ক'রে তোলে তাকে এত বড়।

লব। ঐ দেখ ভাই, কে যেন একজন বিচিত্রবেশধারী দিব্যকান্তি পুরুষ এই দিকে আস্‌ছেন। মহর্ষি এখনও এলেন না। চল, আমরা ঐ খানে ব'সে তাঁর জন্য অপেক্ষা করি।

কুশ। ও এখন কত দেখ্‌বো; কত রাজা, কত রাজপ্রতিনিধি, কত সেনাপতি যজ্ঞদর্শনে যাচ্ছেন, কি ক'রে বোল্‌বো কে উনি।

লব। আহা ভাই, বড় সুন্দর গম্ভীর মূর্ত্তি, দেখ্‌লে ভক্তি হয়।

(উভয়ের দূরে উপবেশন।)

[ধীরে ধীরে লক্ষ্মণের প্রবেশ।]

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) মরি মরি কে রে এ বালক দুটী? দেহ
সুকুমার, আবরিত গৈরিক বসনে
ঋষি-তনয়ের মত, কিন্তু নহে কভু
ঋষির তনয়; বীরগর্ব্বে অবয়ব
মণ্ডিত সুন্দর, যেন শিশু রাম দু'টী
চুরি করি জানকীর নয়ন-মাধুরী
বাড়ায়েছে শ্রীমুখের শোভা মনোহর,
ইচ্ছা হয় নিতে কোলে চুমিতে বদন।
(প্রকাশ্যে) কে তোমরা শিশুদুটী দাও পরিচয়,
কোথায় কেন বা বল যাইতেছ এবে?

লব। ঋষি-শিষ্য, লবকুশ আমাদের নাম,
যাইতেছি অশ্বমেধ-যজ্ঞ দরশনে।

লক্ষ্মণ। জনকের নাম কিবা কোথা বা বসতি,
কি জাতি তোমরা বৎস বল বিবরিয়া।

কুশ। নাহি জানি মহাভাগ, অন্য পরিচয়,
বলিয়াছি জানি যাহা, কি বলিব আর।

লক্ষ্মণ। কেন শিশু করিতেছ আত্ম-সংগোপন ?
পিতৃ-নাম ধরাতলে নাহি জানে কেবা।
এসো কাছে বল শুনি, ক'রেছ তোমরা
কোন্ বংশ অলঙ্কৃত লভিয়া জনম ?
লক্ষ্মণ আমার নাম দশরথ-সুত,
নিঃসঙ্কোচে পরিচয় দাও মোর কাছে।

লব। লক্ষ্মণ তোমার নাম দশরথ-সুত,
সুমিত্রা-নন্দন বীর রামের অনুজ ?

লক্ষ্মণ। সেই আমি। কেমনে জানিলে এ সকল
কথা, বালক তোমরা দুটী, কে কহিল
এ সকল বিবরণ তোমাদের কাছে ?

কুশ। রচিয়াছে রামের চরিত মহাঋষি,
পড়িয়াছি গ্রন্থে তাঁর, শুনিয়াছি মুখে।
ভাই লব, এই সেই ভ্রাতৃগতপ্রাণ
মহাবীর লক্ষ্মণ সুমতি।—

(ঔৎসুক্যের সহিত উভয়ের দর্শন।)

লব। সেই মহাবাহু তুমি রামের অনুজ,
অনাহারে অনিদ্রায় বর্ষচতুর্দ্দশ
কাটাইলে স্ব-ইচ্ছায় ছাড়ি রাজ্যভোগ
বনে বনে, ভ্রাতৃপ্রেমে ভ্রাতার সহিত ?

লক্ষ্মণ। সেই আমি।—

লব। সেই তুমি ? নিকুম্ভিলা-যজ্ঞভঙ্গ করি,
বধিয়াছ লঙ্কাপুরে ভীম-শরাঘাতে

রাক্ষসকুলের রবি, ইন্দ্রজিৎ শূরে,
সেই তুমি মহাবীর সুবাহু লক্ষ্মণ ?

লক্ষ্মণ। (ঈষৎ হাসিয়া) সেই আমি।—

কুশ। সেই তুমি ? লঙ্কার সাগরকূলে
রক্ষ অনীকিনী পড়িল সমরে যবে
লঙ্কাপতি সহ, পর্ব্বতপ্রমাণ বহ্নি
উঠিল জ্বলিয়া, শিখা তার পরশিল
গগনমণ্ডল ; ধরিত্রী-নন্দিনী সতী
জানকী যখন প্রবেশিল সে অনলে
ত্রিলোকসম্মুখে, তুমি হাহাকাররবে
পূর্ণ করি দশদিক্ করিলা রোদন,
সেই তুমি প্রাণাধিক দেবর সীতার ?

লক্ষ্মণ। কেন শিশু পূর্ব্বস্মৃতি দাও জাগাইয়া ?
যা হবার হইয়াছে, দাও পরিচয়।

লব। সেই তুমি ? হে ধীমান্ ভ্রাতার আদেশে,
পূর্ণগর্ভা সাধ্বী সতী জনক-কন্যায়
ফেলে এলে বনবাসে বিনা অপরাধে,
হিংস্র শ্বাপদের মুখে, ঘোর অন্ধকারে
মূর্চ্ছিতা হইয়া সতী রহিল কাননে ;
সেই তুমি ভ্রাতৃভক্ত দেবর সীতার ?

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) শেলসম বিঁধিতেছে বালকের বাণী
হৃদয়ের মাঝে মোর ; কিন্তু ইচ্ছা হয়
শুনি কথা ইহাদের জনম ভরিয়া।

(প্রকাশ্যে) কোন্ ঋষি রচিয়াছে রামের চরিত ?
কাহার বা শিষ্য বল তোমরা দুজন ?

কুশ। বাল্মীকির শিষ্য মোরা, তাঁহারি রচিত
শিখিয়াছি তাঁরি কাছে রামায়ণ-গান।

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) বুঝিবা সীতার পুত্র এ দুটী বালক,
তপোবন-সন্নিধানে বাল্মীকি ঋষির,
ক'রেছিনু পরিত্যাগ জনক-কন্যায়।
(প্রকাশ্যে) কোথায় মহর্ষি এবে সঙ্গিগণ তাঁর ?

লব। সঙ্গিগণ গেছে আগে ; আমরা দুজন
মহর্ষির সঙ্গে আছি নাহি অন্য কেহ।
গিয়াছেন ঋষিবর গোমতীর তীরে
সন্ধ্যাহেতু ; আসিবেন এখনি ফিরিয়া।

লক্ষ্মণ। জান যদি বল বৎস, কি হইল পরে
জানকীর দশা সেই ঘোর বনমাঝে।

কুশ। নাহি জানি, অপ্রকাশ সে অংশ গ্রন্থের।

[দূরে বাল্মীকের প্রবেশ।]

বাল্মীকি। (স্বগতঃ) ভ্রাতৃপুত্র পিতৃব্যের অপূর্ব্ব মিলন !
নাহি জানে লবকুশ সম্মুখে তাদের
দাঁড়ায়ে পিতৃব্য বীর সুমিত্রানন্দন ;
নাহি জানে লক্ষ্মণসুমতি, উপস্থিত
রামের তনয় দুটী সম্মুখে তাহার।
(প্রকাশ্যে) জয়োঽস্তু লক্ষ্মণবীর রঘুকুলমণি।

লক্ষ্মণ। (প্রণাম করিয়া)
তপোবনে কুশল সকল মহাঋষি ?

যাগযজ্ঞে বাধাবিঘ্ন উপদ্রব আর
হয় কিঁ এখন দেব পূর্ব্বের মতন ?

বাল্মীকি। শান্তিপূর্ণ রামরাজ্যে কোথায় সম্ভব
বাধাবিঘ্ন ধর্ম্মকার্য্যে, সকলি কুশল।

লক্ষ্মণ। পারি কি জানিতে দেব, এই শিষ্য দুটী
পাইলেন মহাঋষি কোথায় কেমনে ?
কে ইহারা পাইতে কি পারি পরিচয় ?

বাল্মীকি। তপোবনে জন্ম ইহাদের ; শিষ্য মোর।
রচিয়াছি রামায়ণ বহুদিন ধরি ;
বড় সুমধুর-কণ্ঠ এ দুটী বালক,
শিখিয়াছে রামায়ণ গান যত্ন করি।
শুনাইতে সে সঙ্গীত অভিলাষ মোর
ত্রিলোকনিবাসী সবে, তাই সঙ্গে করি
যাইতেছি যজ্ঞস্থলে বালক দুটীরে।

লক্ষ্মণ। এ তো নহে পরিচয়, ক্ষম এ দাসেরে
মহাঋষি ; কে জনক, জননী কে, বল
ইহাদের, প্রাণ মোর বড়ই ব্যাকুল
নেহারি এ শিশুদুটী দাও পরিচয়।

বাল্মীকি। কেন বৃথা ব্যাকুলতা, স্থির কর মন,
জানিবে সময়ে সব, চল যজ্ঞস্থলে।

লক্ষ্মণ। আছে রথ প্রস্তুত এখানে, চল দেব,
শিষ্যসহ আরোহিয়া রথে।

বাল্মীকি। লব কুশ,
যাইবে কি যজ্ঞস্থলে রথ আরোহণে ?

লব। যথা ইচ্ছা, যথা দেব তব অভিপ্রায়।

বাল্মীকি। চল তবে যাই সবে আরোহিয়া রথে।

[সকলের প্রস্থান।



চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নৈমিষারণ্যস্থ যজ্ঞস্থলের এক অংশ।

[বিপ্রবন্ধু, রত্নদাস ও বাহক সমবেত।]

বিপ্র। দেখতো ভায়া, হবিঃ টা—কিছু কটু,—এঁ—দুর্গন্ধযুক্ত বোধ হচ্চে না? আর পরিমাণেও বড় কম কম বোধ হ'চ্চে। বাঁদুরে কাণ্ড কি না,—সুব্যবস্থার সম্পূর্ণ অভাব।

রত্ন। আজ্ঞে, আমি ত ঘৃতে কোন দোষ দেখি না।

বিপ্র। বাড়ীতে ব্রাহ্মণী যে ঘৃত ব্যবহার ক'রে থাকেন, তার যে সৌরভ, সে আর কি বোল্‌বো ভায়া; এ যেন তেমনতর নয়।

বাহ। (স্বগতঃ) ঠাকুরের বাড়ীতে এ জন্মে কেউ কখনো ঘি চোখে দেখে না, আর ব'ল্‌ছে কি না, এ ঘি টা দুর্গন্ধ। (প্রকাশ্যে) তবে না হয় এ কলসীটা বদ্‌লে আর একটা নিয়ে আসি।

বিপ্র। বদ্‌লে কেন রে বেটা, বদ্‌লে কেন? যা বরং যেয়ে বল্‌, আর এক কলসী ভাল ঘৃতের প্রয়োজন।

বাহ। যাই, তাই বলিগে।

(প্রস্থানের উপক্রম।)

[সুগ্রীবের প্রবেশ।]

বিপ্র। এই যে কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি উপস্থিত। জয়োঽস্তু, জয়োঽস্তু; আসতে আজ্ঞা হো'ক্, আসতে আজ্ঞা হো'ক্।

সুগ্রী। প্রণাম ঠাকুর মশাই; ঘৃতটা কি কটু-বোধ হ'চ্চে? দেখি কেমন?

বিপ্র। আজ্ঞে না, কটু কে ব'ল্লে? অতি উৎকৃষ্ট, অতি উপাদেয় ঘৃত।

সুগ্রী। যখন যা প্রয়োজন হবে, অনুগ্রহ ক'রে জানালেই তৎক্ষণাৎ সাধ্যমত প্রেরণ কোর্‌বো। আর আমিও সর্ব্বদা সম্বাদ নিচ্ছি। তবে আসি এখন, প্রণাম; অনেক স্থান দেখ্‌তে হবে।

[সুগ্রীবের প্রস্থান।

বিপ্র। বাপ্‌, কখন্ যে হুট্ মুট্ ক'রে এসে পড়ে, তার ঠিকানাই নেই। শুন্‌তে টুন্‌তে পেয়েছে না কি?

বাহ। তবে আর এখন আন্‌তে যাব না?

বিপ্র। না, না, এখন না; যখন যেতে হয় আমি ব'ল্‌বো।

বাহ। (রত্নদাসের প্রতি) আচ্ছা কর্ত্তা, এই যে অশ্বমেধ যজ্ঞটা, একি সব রাজাই ক'র্ত্তে পারে?

রত্ন। দূর্, তা পার্‌বে কেন? যিনি রাজাধিরাজ, সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর, কেবল তিনিই পারেন, আর কেউ নয়।

বাহ। সে আবার কেমন কর্ত্তা, বুঝ্‌লেম না।

রত্ন। এই যিনি এ যজ্ঞ সম্পন্ন ক'র্‌তে পার্‌লেন, তিনি পৃথিবীর সকল রাজার উপর রাজচক্রবর্ত্তী হ'লেন; অর্থাৎ পৃথিবীর পতি হ'লেন।

বাহ। তবে যজ্ঞ শেষ হ'লে, মহারাজ আমাদের পৃথিবীর পতি হবেন, এই ত?

রত্ন। হাঁ, তাই।

বাহ। তবে এ কি রকম হোলো?

রত্ন। এর আর রকম কি ?

বাহ। আজ্ঞে শুন্‌তে পাই কর্ত্তা, আমাদের রাজরাণী যিনি ছিলেন, তিনি বসুন্ধরা দেবীর কন্যা।

বিপ্র। যা যা, থাম্, বেটার যত উদ্‌ভট্টি কথা। তোর সে বিচারে কাজ কি রে বেটা ?

বাহ। আজ্ঞে না, তাই ব'ল্‌ছি।

বিপ্র। বেটার জ্বালায় অস্থির।

বাহ। (রত্নদাসের প্রতি) আজ্ঞে কর্ত্তা, আর একটা নিবেদন পাই।

রত্ন। আবার কি বল্‌বি ? বল্ বল্।

বাহ। ঐ যে ঘোড়াটা, ও দিয়ে কি হবে ?

রত্ন। ও ঘোড়াটা বধ ক'রে ওর মেদ দ্বারা যজ্ঞ-কার্য্য সম্পন্ন হবে।

বাহ। তা এতে মন্তর প'ড়্‌তে হবে ?

রত্ন। হবে বৈ কি।

বাহ। কে প'ড়্‌বে কর্ত্তা ?

রত্ন। মহারাজ স্বয়ং প'ড়্‌বেন।

বাহ। মহারাজ স্বয়ং প'ড়্‌বেন, তা,—ও সোনার সীতা এনেছেন কেন ?

বিপ্র। ঐ,—ঐ তো রে,—ঐ কথাটাই বোঝা ভার। সোনার সীতা নিয়ে সস্ত্রীক হ'য়ে মন্ত্র প'ড়্‌বেন। তা,—ভারি ভারি পণ্ডিত, বড় বড় ঋষিরা ব্যবস্থা দিয়েছেন, আমরা কি কোর্‌বো ? তা যা হয় হোক্, আমাদের বিদায়টা ভালো মত হ'লেই হোলো।

বাহ। আহা হা, অমন সুন্দর ঘোড়াটা মেরে ফেল্‌বে! তার চাইতে একটা ঘোড়া গড়িয়ে বলি দিলে হয় না ? সোনার মানুষ

দিয়ে যদি আসল মানুষের কাজ চলে ত; একটা গড়া ঘোড়া দিয়ে কি আর জ্যান্ত ঘোড়ার কাজ চলে না ?

বিপ্র। তা হবে কি ক'রে রে বেটা ? গড়া ঘোড়ার কি আর মেদ হয় ?

রত্ন। তোমরা ঠাকুর একটা ব্যবস্থা ক'রে দিলেই ত হয়। খানিকটা ঘি টি ঢেলে দিলেই হ'ল।

বিপ্র। যা যা তুই বেটা যখন পণ্ডিত হবি, তখন সেই ব্যবস্থা দিস্।

(নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি।)

রত্ন। কিসের ঘোষণা দিচ্ছে,—না ?

বিপ্র। (বাহকের প্রতি) যা যা, জেনে আয় ত, জেনে আয় ত, কিসের ঘোষণা দিচ্ছে।

বাহ। আজ্ঞে এই যাচ্ছি। (স্বগতঃ) এই ছুট্‌লুম, এই যে যাব, এদিক্‌টা সব দেখ্‌বো তবে ফির্‌বো। বাবা রে বাবা, একদণ্ড কোথাও যাবার যো নেই।

[বাহকের প্রস্থান।

বিপ্র। ও ভায়া ওর কর্ম্ম নয়, তুমি বরং যেয়ে জেনে এসো।

রত্ন। ঐ যে এই দিকেই আস্‌ছে, আর যেতে হবে না।

[পুনরায় নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি।

[একজন দূতের প্রবেশ।]

বিপ্র। বলি কি হে বাপু,—এ কিসের ঘোষণা দিচ্ছ ?

দূত। মহারাজের অভিপ্রায়, সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও তাঁদের সঙ্গী, ভৃত্য, শিষ্য প্রভৃতির সংখ্যা নির্দ্ধারণ করেন। তাই ঘোষণা দিচ্ছি, ব্রাহ্মণগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে তালিকা দিলে, তিনি বিদায়সম্বন্ধে শৃঙ্খলা স্থাপন করেন।

বিপ্র। ওহে বাপু, কথাটা ঠিক্ পরিষ্কার হোলো না। বলি, কেবল সংখ্যাটা দিলেই চ'ল্‌বে, না নাম-ধামাদিও দিতে হবে?

দূত। আজ্ঞে, নাম-ধামাদির বিশেষ প্রয়োজন নাই; সংখ্যাটাই আবশ্যক।

বিপ্র। কথাটা তবু ঠিক পরিষ্কার হোলো না।

দূত। কি জান্‌তে চান অনুমতি করুন।

বিপ্র। তুমি বাপু রাজদূত, কিন্তু বুদ্ধিটা তত সূক্ষ্ম ব'লে বোধ হচ্চে না। যদি প্রশ্নোত্তর দ্বারাই সমস্তটা পরিষ্কার ক'র্‌তে হোলো, তবে আর সাধারণ লোকের সঙ্গে তোমাদের পার্থক্য রইল কোথায়? কথাটা হ'চ্চে এই--(গলা পরিষ্কার করিয়া)— অর্থাৎ—এঁ—বুঝ্‌লে কি না,—

দূত। আজ্ঞে না, এ পর্য্যন্ত উপলব্ধি ক'র্‌তে সমর্থ হই নাই।

বিপ্র। অ—অর্থাৎ এই যে ভৃত্য আর শিষ্যদের কথা ব'ল্লে, তা কি—কেবল যারা উপস্থিত তারাই, না উপস্থিত অনুপস্থিত সমস্ত?

দূত। (সহাস্যে) আপনাদের যেমন ইচ্ছা; সে সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ নাই।

বিপ্র। আহা হা, না হবে কেন, না হবে কেন? এমন রাজা ত আর কখনো হয় নাই, হবেও না। আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবী হও। তা—বাপু, এ লিখে কখন্ কার কাছে দিতে হবে?

দূত। যখন ইচ্ছা;—কিষ্কিন্ধ্যাধিপতির নিকট দিলেই হবে। তবে এখন আসি। প্রণাম।

[দূতের প্রস্থান।

বিপ্র। ভায়া, তবে এখন বিবেচনা ক'রে একটা তালিকা প্রস্তুত ক'রে ফেল দেখি।

রত্ন। এতে আর বিবেচনার বিষয় কি আছে ?

বিপ্র। আছে বৈ কি ভায়া, আছে বৈ কি।

রত্ন। আপনার সঙ্গে একটী বাহক ভিন্ন ত আর কেউ নাই। আর বাড়ীতেও ত আর কোন ভৃত্য কি শিষ্যাদি নাই।

বিপ্র। ঐটে তোমার ভুল ভায়া, প্রকাণ্ড ভুল।

রত্ন। কি রকম ?

বিপ্র। ভৃত্য সময় সময় নিয়োগ করা হ'য়ে থাকে বৈ কি, তাদেরও ত কিছু পেতে হবে ; আর দেখ, এই যে শিষ্যের কথা ব'লূছ,—শিষ্য অনেক প্রকার। আমাদের কাছে অনেক লোক অনেক সময় নানা বিষয়ে বিধিব্যবস্থা উপদেশাদির জন্য এসে থাকে, তারাও ত শিষ্যমধ্যে গণ্য, তাদেরই বা অন্যায় করা হবে কেন ?

রত্ন। (স্বগতঃ) আহা হা ঠাকুরদার কি উদার ভাব! (প্রকাশ্যে) তা, আপনার যেমন অভিপ্রায় হয়, ব'ল্লেই লিখে দেবো।

বিপ্র। হাঁ—তা আমিও একটু ভেবে দেখি। মহারাজ যেন কল্পতরু হ'য়ে ব'সেছেন,—আমাদের তাই ব'লে ত যা ইচ্ছা তাই ক'রে বসা ভাল হয় না। সঙ্গত অসঙ্গত একটা বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত।

রত্ন। তা কি ক'রূতে চান ?

বিপ্র। ওহে সেই জন্যই ত ব'লূছি। এ—একটা বিবেচনামত তালিকা দিতে হবে।

রত্ন। আজ্ঞে, তা বটেই ত।

বিপ্র। আর দেখ, একটা বিষয়ে তোমায় সতর্ক ক'রে দি। এ কথা গুলো ও বাহকবেটাকে বোলোনা,—বুঝেছ ?

রত্ন। আজ্ঞে, বেস্ বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

বিপ্র। তা ভায়া তুমি একটু বোসো, আমি একবার আহ্নিকটা সেরে আসি। আর দেখি ও বেটা কোথা গেল।

[বিপ্রবন্ধুর প্রস্থান।

রত্ন। আচ্ছা লোক যা হো'ক্। এ রকম যে আর কত এসে প'ড়েছে, কে জানে? আর এই যে নানারূপ দ্রব্যসামগ্রী ক্রমাগত সংগ্রহ ক'চ্ছে, এ নেবেই বা কেমন করে? লোক ত ঐ একটীমাত্র। আর তার সঙ্গে যা করে, দিনের মধ্যে সে সাতবার বিগ্‌ড়ে যায়।

[বাহকের প্রবেশ।]

বাহক। কর্ত্তা, কর্ত্তা, বড় গোল বেধেছে।

রত্ন। আরে, হ'য়েছে কি?

বাহক। আজ্ঞে, এসে পৌঁছেচেন।

রত্ন। আরে কে?—কে এসে পৌঁছেচেন?

বাহক। আর কে, স্বয়ং দেবর্ষি নারদ। যাঁর নামে গণ্ডগোল বেধে ওঠে, তিনি স্বয়ং উপস্থিত।

রত্ন। তা তোর ভয় কি?

বাহক। আজ্ঞে না, আমার বড় ভয় নেই। ভয় আমার ঠাকুর মশাইকে নিয়ে। সবাই ব'ল্‌ছে, যখন দেবর্ষি এসেছেন, তখন একটা কিছু বিভ্রাট ঘ'ট্‌বেই ঘ'ট্‌বে।

রত্ন। আর কি দেখে এলি, বল্ দেখি?

বাহক। আচ্ছা কর্ত্তা, ও গুলো কি কর্ত্তা?

রত্ন। কোন্ গুলো? আগে বল্, কি রকম শুনি।

বাহক। আজ্ঞে, এই মানুষের মত হাত পা, আর ঘোড়ার মত মুখ;, সঙ্গে অনেক বাদ্যযন্ত্র।

রত্ন। ওরা সব কিন্নর।

বাহক। কিন্নর আবার কি কর্ত্তা?

রত্ন। কিন্নর কি জানিস্ নে?

বাহক। আজ্ঞে না।

রত্ন। ওরা সব দেব-গায়ক। দেবতাদের সভায় ওরা গান গেয়ে থাকে। এখানে গাইতে এসেছে।

বাহক। আচ্ছা, ওদের ত সব ঘোড়ার মত মুখ, তা ওরা গায় কি করে? ঘোড়ার মত চিঁহিহি ক'রে গায় না কি?

রত্ন। দূর্ বেটা, ওরা গায় খুব ভাল।

বাহক। তা, গাইবার জন্য ত স্বর্গবিদ্যাধরীরা সব এসেছে দেখে এলেম। আর তাদের যে রূপ, তা আর কি বোল্‌বো কর্ত্তা।— উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা,—

[বিপ্রবন্ধুর প্রবেশ।

বিপ্র। কিরে বেটা রম্ভা এনেছিস্?

বাহক। আজ্ঞে, তা আন্‌বো কি ক'রে?

বিপ্র। তাও ঠিক। যত বাঁদর যুটেছে, তোর আর রম্ভা পাবার সম্ভাবনা কি?

বাহক। আজ্ঞে, এ সে রম্ভা নয়, এ রম্ভার হাত পা আছে।

বিপ্র। সে আবার কিরে বেটা?

রত্ন। ও অপ্সসরা গুলো দেখে এসেছে, তাই ব'ল্‌ছে।

বিপ্র। এঁ,—বেটা আবার অপ্সরা দেখ্‌তে গেছিলো?

বাহক। বড় সুন্দর ঠাকুর মশাই, বড় সুন্দর, তুমি যদি দেখ্‌তে,—

বিপ্র। থাম্ বেটা থাম্ ; আর কি দেখ্‌লি বল্ দেখি।

বাহক। আর দেখ্‌লেম দুটো ছোঁড়া।

রত্ন। হাঁ হাঁ, আমিও দেখেছি বটে। বাল্মীকিমুনির দুটী শিষ্য না?

বাহক। আজ্ঞে হাঁ, তাঁরই শিষ্য। তারা যে গেয়ে বেড়াচ্চে, তা আর কি বোল্‌বো।

বিপ্র। কি গাচ্চে?

বাহক। রামায়ণ। এমন গান জন্মে কোনো দিন শোনো নি। শুন্‌লেম, কাল রাজসভায় তাদের গান হবে।

বিপ্র। গিয়ে কাল শুন্‌তে হবে, কি বল ভায়া?

রত্ন। আজ্ঞে, যেতে হবে বৈ কি।

[অন্ধ ও খঞ্জের প্রবেশ।]

বিপ্র। আঃ,—আবার এ দুটো উৎপাত এসে উপস্থিত।

রত্ন। কি হে সংবাদ কি? ভাল আছ ত?

বিপ্র। (অন্ধের প্রতি) কিরে বেটা, তোর চোক্ ভাল হ'য়েছে?

অন্ধ। আজ্ঞে দেবর্ষি নারদ বলেছেন, শীগ্‌গীর ভাল হ'য়ে যাবে।

বিপ্র। তিনি কি ঔষধ দিয়েছেন না কি?

অন্ধ। না মশাই. ঔষধ দেন নাই। ব'লেছেন, যজ্ঞস্থলে প্রতিদিন যাস্, একদিন ভাল হ'য়ে যাবি।

রত্ন। তা বেস্ বেস্, যাস্।

বিপ্র। ওটা আবার একটা কথা। ঔষধ পত্র কিছুই নেই, যজ্ঞস্থলে গেল, আর চোক্ অম্‌নি ভাল হ'য়ে গেল।

খঞ্জ। দেবর্ষির কথা কখনই মিথ্যা হবে না। আমায় বলেছিলেন,

তোর পা ভাল হ'য়ে যাবে, তা আমার পা ভাল হ'য়ে গেছে ? এই দেখুন। (পরিক্রমণ।)

বিপ্র। আরে পা আর চোক্, অনেক কমবেশ।

অন্ধ। দেবর্ষির কথা কখনই নিষ্ফল হবে না, দেখ্‌বেন।

বিপ্র। আচ্ছা সব দেখা যাবে, দেখা যাবে। এখন চল ভায়া, একবার ঘুরে ফিরে সব দেখে আসা যা'ক্।

রত্ন। চলুন।

[সকলের প্রস্থান।



চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

বাল্মীকির আশ্রম।

সীতার প্রবেশ।]

গেল এই কয়দিন নাহেরি নয়নে
চাঁদমুখ দুইখানি, গেল কয়দিন
না শুনিয়া মধুমাখা মাতৃ-সম্ভাষণ ;

আর যে থাকে না স্থির পরাণ আমার।
কি করি কাহার কাছে লই বা সম্বাদ ;
না জানি নৈমিষারণ্য কতদূর পথ,
কে আছে আমার আমি পাঠাই বা কারে।

[তাপসীদ্বয়ের প্রবেশ।]

১ম তাপসী। যে দিন হইতে দেবি, বৎস লবকুশ
গেছে যজ্ঞ দরশনে মহর্ষির সহ,
সেই দিন হ'তে তুমি হ'য়েছ কেমন
অনাহারে অনিদ্রায়, দিবসযামিনী।
কি বলিবে লবকুশ, বলিবেন ঋষি,
দেখিলে এ দশা তব আসিলে ফিরিয়া ?

সীতা। ভাবিও না আমার লাগিয়া প্রাণসখি,
সহোদরাধিক স্নেহে তোমরা সকলে
পালিতেছ অভাগীরে সন্তানের সহ,
এ স্নেহের প্রতিদান শকতি আমার
নাহি দিতে,—অভাগিনী জনক-তনয়া!

২য় তাপসী। নহ অভাগিনী, সাধ্বী সতী-শিরোমণি
রাজেন্দ্রাণী তুমি, পবিত্র এ তপোবন
তব আগমনে, কৃতার্থ আমরা সবে
তব সহবাসে, কি চিন্তা তোমার সতি?
বীরজায়া বীরমাতা তুমি এ জগতে;
বিধি-বিড়ম্বনে শুধু কদিনের তরে
ভুঞ্জিলা অশেষ দুঃখ স্বামীর বিরহে;
কিন্তু দুঃখনিশা তব অবসানপ্রায়।

সীতা। না না সখি, শুনিয়াছ জীবন-কাহিনী
অভাগীর;—আজন্ম-দুঃখিনী আমি সখি,—
না হ'লে দেহান্ত দুঃখ যাবে না আমার।
তাই সদা বড় ভয় মনে, প্রত্যাখ্যান
যদি তিনি করেন আমার লবকুশে,
কি উপায় হইবে আমার?—

১ম তাপসী। কেন তিনি করিবেন নিজের তনয়ে
প্রত্যাখ্যান? দেখিলে তোমার লব কুশে,
স্নেহরসে গলিবে পরাণ, লইবেন
কোলে তুলি আদর করিয়া, চুম্বিবেন
বদনকমল। বৃথা অমঙ্গল ভয়

কেন কর সতি? শুভ সমাচার দেবি,
আসিবে অচিরে। আরাধনা ইষ্টদেবে
কর ভক্তিভরে।

সীতা। অন্য ইষ্টদেব আমি জানিনা জীবনে,
পূজিতেছি তাঁহারি চরণ চিরদিন;
আমরণ পূজিব সজনি ভক্তিভরে।
কিন্তু বিধি প্রতিকূল মম, শঙ্কা তাই
সদা মনে, না জানি কি হয় যজ্ঞস্থলে।

২য় তাপসী। কি হইবে? পরিচয় দিবেন করিয়া
ঋষিবর। বলিবেন ত্রিলোকবাসীকে,
মহাসতীগর্ভে জন্ম তনয় দুটীর।
অবিশ্বাস তাঁর কথা বল কে করিবে?

সীতা। জাননা জাননা সখি তোমরা সকলে
সংসারের রীতিনীতি চরিত্র নরের।
সরলা তোমরা সবে, থাক তপোবনে;
সংসার পবিত্র নহে তপোবনমত।
ভাল হয় মন্দ সখি, মন্দ ভাল হয়,
লোকের কথায় সেথা দিবসরজনী।
কি জানি যদ্যপি লোক না করে প্রত্যয়
ঋষির কথায় সখি, কি হ'বে তা হ'লে?

১ম তাপসী। তাইত, কি হবে তবে না পারি বুঝিতে!

সীতা। ঘটিবে অনর্থ ঘোর। শিহরে পরাণ
মনে যদি করি আমি সে দারুণ কথা।
মহাধনুর্দ্ধর সখি, পুত্র দুটি মোর,

না জানে জননী বই কিছু এ জগতে।
না সহিবে লবকুশ অপমান মোর
নীরবে ;—ত্রিলোক যদি হয় প্রতিবাদী,
প্রতিশোধ নিতে অস্ত্র ধরিবে তাহারা।

২য় তাপসী। কি হবে তাহ'লে ওগো জনক-দুহিতা?

সীতা। আকুল পরাণ সখি, হ'য়েছে আমার
সেই ভয়ে ; পতি মম রাবণ-বিজয়ী
মহাবীর, তিনি যদি রক্ষিতে আশ্রিতে
ধনুর্ব্বাণ করেন ধারণ, ত্রিজগৎ
হইবে সহায় তাঁর ; ভীষণ সমর
হইবে নৈমিষবনে জনকে তনয়ে ;
বহিবে শোণিত-স্রোত গোমতী-গরভে।
কি ফল যে হবে পরে কে পারে কহিতে?

১ম তাপসী। না না, অসম্ভব কথা ভাবিতেছ তুমি।
স্নেহময় প্রাণ তব তাই শঙ্কা এত।
পতিভক্তি মাতৃস্নেহ হৃদয়ে তোমার
তুলিতেছে জাগাইয়া আশঙ্কা এ সব
অমূলক। যজ্ঞস্থলে আছে উপস্থিত
দেবগণ, ঋষিগণ, সাধু মহাজন
লক্ষ লক্ষ, অন্যায় তথায় না ঘটিবে
কভু, তুমি ভাবিও না সতি!

সীতা। সীতার অদৃষ্ট মন্দ ; সীতার লাগিয়া
কত যে রুধিরপাত হইয়াছে সখি,
তাহা শুনেছ সকলি ; তাই ভয় মনে,

বুঝি পুনঃ রক্তস্রোতে ভাসে বসুন্ধরা।

২য় তাপসী। বহিবে শান্তির ধারা, দেব-আশীর্ব্বাদে
না হবে বিপদ কোন স্থির জেনো মনে।
যন্ত্রণার অবসান হইবে তোমার
অতি শীঘ্র, কহিনু নিশ্চয়।

সীতা। সফল কামনা যেন হয় তোমাদের
অভাগিনী সীতার প্রার্থনা।

১ম তাপসী। চল এবে যাই সবে লভিগে বিশ্রাম।

[সকলের প্রস্থান।



চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

নৈমিষারণ্য—যজ্ঞস্থল।

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, নারদ, বশিষ্ঠ, বিভীষণ, স্থগ্রীব, স্থমন্ত্র, বিপ্রবন্ধু, রত্নদাস, সভাসদ্‌গণ প্রভৃতি আসীন।

রাম। নমি পদে দেবর্ষি নারদ, চরিতার্থ
দাশরথি তব আগমনে যজ্ঞস্থলে;
কর দেব আশীষ রাঘবে, শুভ-যজ্ঞ
সুসম্পন্ন হয় যেন তার নিরাপদে।

নারদ। ত্রিলোকপূজিত তুমি শত্রু-নিস্থদন,
জিতেন্দ্রিয় সত্যনিষ্ঠ ধরণী-ঈশ্বর,
তব যজ্ঞে বাধাবিঘ্ন সম্ভব কোথায়?
কি ছার নারদ ঋষি, দেবলোক হ'তে
সমাগত ব্রহ্মা আদি দেবগণ যত,
কল্যাণ সাধিতে তব গুণ রাবণারি।
অদ্ভুত ঘটনা হবে এই অশ্বমেধে,
ত্রিদিবনিবাসী সবে উৎস্থকনয়নে
অন্তরীক্ষে আছে সবে দর্শনের তরে।

রাম। নমি পদে উদ্দেশে সকল দেবতায়,

চর্ম্মচক্ষে না পাই দেখিতে, নর মোরা
হে দেবর্ষি, হরিভক্ত তোমার সমান
নাহি আছে নাহি হবে কেহ এ জগতে ;
তুমি দেব থাক যদি যজ্ঞস্থলে মোর,
কোন বিঘ্নবাধা নাহি হইবে সম্ভব।

নারদ। শুনিলাম লোকমুখে, চরিত তোমার
নরবর, রচিয়াছে মহর্ষি বাল্মীকি,
শিষ্য দুটী আছে তাঁর লবকুশ নাম,
গায় তারা সে চরিত অতি সুমধুর।

লক্ষ্মণ। শুনেছি কিন্নর-গাথা হৃদয়-উন্মাদী,
শুনেছি অপ্সরাকণ্ঠে মোহময় গীত,
শুনিয়াছি সামগান ঋষিগণমুখে,
কিন্তু দেব, শুনি নাই কভু এ জীবনে
এ হেন অমৃতবর্ষী সঙ্গীত সুতান।

রাম। গাবে আজ লবকুশ এই সভাস্থলে
রামায়ণ, মহাঋষি সমাগতপ্রায়।
(লক্ষ্মণের প্রতি)
যাও ভাই, এসো দেখে কেন বিলম্বিছে
মহর্ষি বাল্মীকি আর শিষ্যগণ তাঁর।

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞা রাজন্। [লক্ষ্মণের প্রস্থান।

রাম। (স্বগতঃ) কি অদ্ভুত ঘটনা যে হবে যজ্ঞস্থলে
আমি কিছু না পাই ভাবিয়া।—
(প্রকাশ্যে) ওই যে বাল্মীকি ঋষি শিষ্য সঙ্গে করি
আসিছেন যজ্ঞস্থলে লক্ষ্মণের সহ।

[বাল্মীকি, লক্ষ্মণ ও লবকুশের প্রবেশ।]

প্রণাম চরণে তব মহর্ষি আমার,
কৃতার্থ করুন করি আসন গ্রহণ।

(নারদকে প্রণামান্তে বাল্মীকি ও লবকুশের উপবেশন।)

বাল্মীকি। জয় জয় রাঘবেন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর,
রাবণ-নিধনকারী দেবগণপ্রিয়,
অঙ্গহীন যজ্ঞ যেন নাহি হয় তব,
কি আর আশীষ আমি করিব তোমায়।

রাম। (লবকুশকে দেখিয়া স্বগতঃ)
কেন কেন মন মোর হইল এমন,
ইচ্ছা হয় শিশু দুটী বক্ষে লই তুলি।

(প্রকাশ্যে) মহাঋষি এই কি সে বালক দুজন,
তোমার রচিত গীত গাহিয়া যাহারা
মুগ্ধ করিয়াছে শুনি ত্রিলোকবাসীকে?

বাল্মীকি। হাঁ নরেন্দ্র, এই সেই শিষ্যদুটী মোর।
বৎস লব, বৎস কুশ, হের সিংহাসনে
পুরোভাগে, ওই সেই অযোধ্যার পতি,
চরিত যাঁহার দেবোপম, শিখিয়াছ
এতদিন করিয়া যতন। নরপতি,
অনুমতি হয় যদি তব, লবকুশ
সভাস্থলে ত্রিলোকসম্মুখে, গায় আজি
সুললিত চরিত তোমার।

রাম। অনুমতি যাচে রাম, দেবর্ষি নারদ

তোমার চরণে, আর সবার নিকটে,
দেহ আজ্ঞা, ঋষিবর-রচিত সঙ্গীত
শুনি এই দিব্যকান্তি শিশুদের মুখে।

নারদ। গাও বৎস লবকুশ, শিখিয়াছ যাহা ;
উৎসুক সকলে হের ত্রিজগৎ-বাসী
শুনিতে বিচিত্র গাথা ঋষি-বিরচিত।

বাল্মীকি। গাও বৎস, রামায়ণ রামের সম্মুখে।

বিপ্র। (স্বগতঃ) ওঃ—খুব বড় একটা বিদায়ের ফাঁদ পেতেছে বুড়ো।

(প্রণামান্তে লবকুশ কর্ত্তৃক গীত।)

বীণে, রামরচিত গীত গাও রে।
যবে দশরথবাসে বসন্তে মধুমাসে
জনম লভিল হরি আসি,
জয় জয় জয় রবে সুরপুরবাসী সবে
পূর্ণ করিল দশদ্দিশি।
নবীন-দূর্ব্বাদল শ্যামল সুবিমল
রূপ অতুল মনলোভা,
বাড়িল দিনে দিনে চন্দ্রকলা সম
মুগ্ধ জগৎ হেরি শোভা।
রাক্ষসী তাড়কায় সংহারি অবহেলে
গেল চলি মিথিলাপুরে,
ভাঙ্গিয়া হরধনু জনকরাজপুরে
লভিল জনক-তনয়ারে।
সত্যপালনহেতু স্নেহময় জনকের
তেয়াগি রাজ্য ভোগ-আশে,

ভ্রাতা দয়িতাসনে বল্‌কল পরিধানে
গেল চলি ঘোর বনবাসে।
দণ্ডক মহাবনে রক্ষঃ বধিল বহু
শান্তি স্থাপিল জনস্থানে,
শঙ্কা হইল দূর উলসিত তিনপুর
ভুবন ভরিল জয়গানে।
বিনাশি দূষণ-খরে পঞ্চবটীবনে
নির্ভয় করিল সবারে ;
জ্বলিল লঙ্কাপতি ক্রোধে অনলসম
হরিল জনক-তনয়ারে।
সুগ্রীব সহ মিলি শিলায় সিন্ধু বাঁধি
উতরিল রাক্ষসপুরে,
ঘোর সমরে তথা রক্তে বহিল নদী
নাশিল লঙ্কেশ শূরে।
সাগর উপকূলে পরখিয়া আগুনে
গ্রহণ করিল বনিতারে ;
রাজ্য লইল আসি নিনাদ জয় জয়
ঘোষিল কোশলপুরে।
লোকনিন্দা শুনি রঞ্জিতে প্রজাগণে
বর্জ্জিল সেই দয়িতারে,
গর্ভবতী সতী কাঁদিল একাকিনী
পূর্ণ কানন হাহাকারে॥

[কঞ্চুকীর প্রবেশ।]

কঞ্চুকী। মহারাজ অনুমতি করুন প্রদান,
ক্ষান্ত হো'ক এ সঙ্গীত নাহি প্রয়োজন।
কাঁদিয়া আকুল সবে অন্তঃপুর মাঝে

মহাদেবীগণ সহ বধূগণ যত,
চাহিতেছে দেখিতে সকলে শিশু দুটী।

লক্ষ্মণ। (করযোড়ে বাল্মীকির প্রতি)
বল মহাঋষি বল কে এ শিশু দুটী?
অস্থির পরাণ মোর, করহ করুণা,
দাও পরিচয় দেব, রাখহ মিনতি।

বাল্মীকি। প্রতিশ্রুত আছি আমি তোমার নিকট
পরিচয় দিতে ইহাদের, কিন্তু বীর,
করিবে কি কথা মোর প্রত্যয় সকলে?

নারদ। লোকের কথায়, মহাঋষি,
কিবা ক্ষতি কিবা লাভ তব? দাও তুমি
পরিচয় বালক দুটীর; হের ওই
অধীর লক্ষ্মণবীর, শত্রুঘ্ন, ভরত,
অধীর অযোধ্যাপতি ব্যাকুল-অন্তর;
করহ উৎকণ্ঠা দূর দিয়া পরিচয়।

বাল্মীকি। শুন তবে শুন কহি ত্রিজগৎবাসী,
শুন সবে অপূর্ব্ব-বারতা, স্থির-মনে।
একদিন,—স্মৃতিমাঝে জাগিছে সে দিন
নবভাবে,—দিনমণি গেলে অস্তাচলে,
অকস্মাৎ নভোদেশ আবরিল মেঘে,
শিহরিল বনরাজি অস্থির ব্যাকুল,
বহিল তুমুল ঝড় যেন সৃষ্টিনাশে,
বজ্রনাদে কাঁপিল ত্রিলোক মুহুর্মুহুঃ,
কাঁপিলা বসুধাসতী ভীম ভূকম্পনে।

সহসা পূরিল বন স্বর্গীয় সৌরভে,
প্রকৃতির ভীমরব ডুবা'য়ে গম্ভীর
দৈববাণী এক মোর পশিল শ্রবণে,—
'উঠ উঠ রত্নাকর বহু পুণ্য তব,
মহাসতী আবির্ভূতা কাননে তোমার,
যাও শীঘ্র বনমাঝে, আইস লইয়া'।
বাহিরিনু শিষ্যগণসহ ঘোর বনে,
থামিল সে মহা ঝড় হাসিল কানন,
সাক্ষাৎ পাইনু তাঁর অরণ্যের মাঝে।

নারদ। বড় পুণ্যবান্ তুমি এ মহীমণ্ডলে
হে বাল্মীকি, পুণ্যময় আশ্রম তোমার।
কি হইল তার পর বলহ সবায়।

বাল্মীকি। পিতৃ-সম্বোধনে তৃপ্ত করি মোর প্রাণ,
নিজ পরিচয় তিনি দিলেন আমায়,
জননী বলিয়া আমি ডাকিলাম তাঁরে,
লইলাম আশ্রমে আমার। দেখিলাম
পূর্ণগর্ভা নারী-শিরোমণি ;—

লক্ষ্মণ। কহ দেব, কহ দেব, কেবা সে রমণী ?

বাল্মীকি। শুনিবে সকলি, কেন হও ধৈর্য্যহারা।
প্রসবিল যমজ কুমার অচিরাৎ
আশ্রমে আমার সে রমণী, লবকুশ
নাম আমি দিলাম তাদের ; এই সেই
লবকুশ সম্মুখে সবার হের সবে,
মহাসতী-গর্ভে জন্ম হ'য়েছে এদের।

নহে শুধু সুপণ্ডিত রামায়ণ-গানে
শিশু দুটী, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এরা
এ বয়সে, মহাধনুর্দ্ধারী বীর্য্যবান্,
সমকক্ষ দিক্‌পালগণ সহ রণে।

রাম। কোন্ পুণ্যবতী গর্ভে জন্ম ইহাদের
কহ ঋষি কহ শীঘ্র, ব্যাকুল অন্তর।

বাল্মীকি। বসুধা জননী যাঁর, জনমে যাঁহার
পবিত্রা এ বসুন্ধরা, অযোনিসম্ভবা
জনক-নন্দিনী সীতা মাতা ইহাদের।
হে রাজেন্দ্র, লবকুশ তনয় তোমার।

(বিপ্রবন্ধু কর্ত্তৃক রত্নদাসকে ইঙ্গিত।)

লবকুশ, পিতৃপদে করহ প্রণাম।

(লবকুশ কর্ত্তৃক প্রণাম।)

বহুদিন চাহিয়াছ পিতৃপরিচয়
মোর কাছে, দিই নাই, ছিল বাধা দিতে,—
আজ শুভদিনে, ত্রিলোকসম্মুখে বৎস,
পিতা পুত্রে পরিচয় দিলাম করিয়া।
হের ওই, তোমাদের পিতৃব্য লক্ষ্মণ,
চরিত যাহার গাইতে গাইতে বৎস,
ভাসিয়াছ অশ্রুজলে কত কতবার।
করহ প্রণাম মেঘনাদ-বধকারী
পিতৃব্য-চরণে।—

লবকুশকর্ত্তৃক প্রণাম ও লক্ষ্মণকর্ত্তৃক উভয়কে ক্রোড়ে গ্রহণ)

আর দুই খুল্লতাত ওই তোমাদের
শত্রুঘ্ন, ভরত বীর, ওই বামভাগে
হের সুমন্ত্র সারথি।

লক্ষ্মণ। হে ঋষি, যে রত্ন আজ দিলে মোর কোলে,
নাহি কিছু এ সংসারে দিতে পারি আমি
এ রত্নের বিনিময়ে চরণে তোমার।
কিন্তু দেব, বল শুনি, কোথায় এখন
রঘুকুল-কমলিনী মহাদেবী সীতা?
আছেন কি ইহলোকে ভ্রাতৃজায়া মোর?

বাল্মীকি। আলো করি আছে সতী আশ্রম আমার
নিরাপদে, নাহি চিন্তা কিছু তাঁর তরে।
সতীর রক্ষক ধর্ম্ম রক্ষিছে সতীরে।

নারদ। কি কাজ হে নৃপবর, সোনার সীতায়,
আছে যদি সীতা সতী এ মহীমণ্ডলে?
আন তাঁরে, পূর্ণ কর মহা-যজ্ঞ এবে,
বামে রাখি সুপবিত্রা অর্দ্ধাঙ্গিনী তব।

বাল্মীকি। গচ্ছিত ধনের মত শুনহে রাজন্,
এ দুটী রতন আমি এত দিন ধরি
রক্ষিয়াছি সযতনে; কর্ত্তব্য আমার
করিয়াছি যথাসাধ্য পালন সতত;
গ্রহণ করহ এবে তনয় তোমার
নরবর, মুক্ত আমি এত দিন পরে;
বনবাসী বনে যাই, করি আশীর্ব্বাদ।

রাম। হে মহর্ষি, নাহি জানি কি বলিয়া আমি

জানাইব কৃতজ্ঞতা তোমার নিকটে ;
চিরদাস রঘুবংশ চরণে তোমার।

নারদ। ধন্য তুমি আদিকবি, পুণ্যবান্ তুমি,
শিষ্য এবে করহ প্রেরণ তপোবনে,
দিতে বার্ত্তা শীঘ্র করি জনক-সুতায়।

বিপ্র। (জনান্তিকে রত্নদাসের প্রতি) তাই ত হে ভায়া, এ সব আবার কি হ'তে চোল্লো ?

রত্ন। (জনান্তিকে) থামুন্ না, দেখা যাক্ কি হয়।

লক্ষ্মণ। কি বলে দেবর্ষি, শুন ত্রিলোকনিবাসী।

নারদ। কি বলিবে ? বলিবার নাহি কথা কিছু ;—
প্রেরহ সত্বর রথ তপোবন মাঝে,
আন গৃহে গৃহলক্ষ্মী সতী-শিরোমণি ;
পূর্ণ হোক্ অশ্বমেধ, পূর্ণ মনস্কাম
হউক সবার এই করি আশীর্ব্বাদ।

রাম। হে দেবর্ষি, জানি আমি তব আগমনে
সুফল ফলিবে রাজ্যে, রামের ললাটে।
যথা অভিপ্রায় তব, প্রেরিব এখনি
বিমান, আনিতে হেথা জনক-সুতায়।
হে সুমন্ত্র, যাও ত্বরা দেবর্ষি আদেশ,
এস ল'য়ে মৈথিলীরে তপোবন হ'তে।

সুমন্ত্র। এই আমি চলিনু তথায়, নরবর।
নমি পদে প্রণম্য সবার।

[সুমন্ত্রের প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। এস বৎস লবকুশ, চল অন্তঃপুরে,
পিতামহীগণ তব ব্যাকুল-অন্তর,
এস, স্নিগ্ধ কর আসি তাপিত পরাণ
তাঁহাদের, এস সাথে বংশের দুলাল।

[লব কুশ ও লক্ষ্মণের প্রস্থান।

নারদ। যাও সবে যাও আজ নিজ নিজ স্থানে;
আসিলে জনকসুতা তপোবন হ'তে,
যজ্ঞপূর্ণ হইবে এখানে। সবে মিলি
আসিও তখন; যাও এবে।

রাম। যাও মিত্র বিভীষণ লঙ্কার সহায়,
যাও হে কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুহৃদ্ প্রধান,
যাও এবে লভগে বিশ্রাম। ক্ষুণ্ণমনা
ছিলে সবে কৃত কার্য্যে মোর; কিন্তু বুঝি
দেব-আশীর্ব্বাদে আশা পূর্ণ তোমাদের
হয় সকলের; দেখিবে সকলে হেথা
জনক-সুতায় যজ্ঞস্থলে।

সকলে। জয়, দেবর্ষির জয়, মহর্ষির জয়।

নারদ। জয় জয়, কবিগুরু বাল্মীকির জয়।

[বিপ্রবন্ধু ও রত্নদাস ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিপ্র। ভায়া, রকমটা ত বড় ভাল বোধ হ'চ্চে না।

রত্ন। কেন, মন্দই বা কি?

বিপ্র। মন্দ নয়! বল কি? এ যে দেখ্‌তে পাচ্ছি, মহারাজ যেন আবার মহিষীকে নিয়ে ব'স্‌লেন আর কি? কি করা যায় বল দেখি, অ্যাঁ?—

রত্ন। কেন, নিলে আপনার আমার ক্ষতিটাই বা কি ?

বিপ্র। তুমি ত ভায়া সোজাসুজি ব'লে ফেল্লে ক্ষতিটাই বা কি ? কিন্তু একটু তলিয়ে কথাটা বুঝে দেখ ত। এ হ'লে কি আর সৃষ্টি থাকবে না কি ?

রত্ন। কেন ? থাকবে না ত কি রসাতলে যাবে ?

বিপ্র। তা রসাতলে যাওয়াটা বিচিত্রই বা কি ?

[নারদের প্রবেশ।]

নারদ। কি ঠাকুর, কাকে রসাতলে পাঠাচ্চ ? সে স্থানটা কি নিতান্তই মন্দ না কি ? দেখে এসেছ ঠাকুর ?

বিপ্র। আজ্ঞে, আজ্ঞে, বলি না,—তা,—কে রসাতলে যাবে, আমি তার কি জানি।

নারদ। আচ্ছা ঠাকুর, এস সেই দিন—সীতাদেবী এলে, দেখা যাবে কে রসাতলে যায়।

[নারদের প্রস্থান।

রত্ন। তা ঠাকুরদা, কি করতে চান্ এখন ?

বিপ্র। দেখি ভেবে, কি ক'রতে পারি। আগেই জানি, যখন দেবর্ষি নারদ এসে পৌঁচেছেন, একটা কিছু বিভ্রাট না হ'য়ে যায় না। শেষটা বিদায়সম্বন্ধেই একটা ব্যাঘাত ঘটবে আর কি।

রত্ন। চলুন, আজকার মত ত যাওয়া যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

বাল্মীকির আশ্রম।

[সীতার প্রবেশ।]

সীতা। ওকি শুনা যায় দূরে? ভ্রম কি আমার?
রথচক্র-সমুত্থিত গভীর নির্ঘোষ
মনে হয় আসিতেছে রহিয়া রহিয়া
দূর হ'তে। আইল কি ফিরিয়া আমার
লবকুশ রথে চড়ি? না না—ভ্রান্তি মোর;
বুঝি বা এ দূরাগত মেঘের গর্জ্জন।
কোথা পাবে লবকুশ স্যন্দন আমার,
কেন বা আসিবে ফিরি আরোহিয়া রথে?
কি হইল যজ্ঞস্থলে, না পাই ভাবিয়া,
কেন ঋষি নাহি দেন সংবাদ এখানে?

[তাপসীদ্বয়ের প্রবেশ।]

১ম তাপসী। সুসম্বাদ, সুসম্বাদ অযোধ্যার রাণি,
আসিয়াছে শিষ্য এক যজ্ঞস্থল হ'তে।
পিতাপুত্রে পরিচয় গিয়াছে হইয়া;
মহা আনন্দিত সবে পুরবাসী যত,
কৌশল্যা সুমিত্রা আদি মহাদেবীগণ

যতনে লইয়া কোলে তনয় দুটীরে,
আনন্দাশ্রু অবিরল করিছে বর্ষণ।
শুনি রামায়ণ-গান লবকুশমুখে,
মুগ্ধ ত্রিজগৎ-বাসী হইয়াছে সবে।

২য় তাপসী। কেন অশ্রু উথলিল এ শুভ সংবাদে
চক্ষে তব, বল শুনি জনক-তনয়া?
মুছ নয়নের জল, শুভদিন তব
আসিয়াছে, গেছে চলি দুখের রজনী।

সীতা। এতদিনে আশা পূর্ণ হইল প্রাণের;
সন্তান তাঁহার ল'য়েছেন তিনি, আর
চিন্তা কি আমার। কিন্তু এই খেদ মনে
রহিল আমার, না হেরিনু নিজ চক্ষে,
শোভিয়াছে লবকুশ কেমন সুন্দর
অঙ্কে তাঁর।

১ম তাপসী। সব আশা পূর্ণ হবে তব,
হবে পুনঃ রাজরাণী স্বামী-সোহাগিনী।
মনে কি পড়িবে দিনান্তে বারেক এই
তপোবন কথা?

[সুমন্ত্রের প্রবেশ।]

সুমন্ত্র। জননি গো, নমে পদে সন্তান তোমার
অপরাধী। ছিল না এ আশা কভু মনে,
পাইব আবার আমি দরশন তব।

সীতা। ওকি কথা হে সুমন্ত্র, শ্বশুরের মত

কত স্নেহে পালিয়াছ শৈশব হইতে
তোমরা, শ্রদ্ধার পাত্র জনক-সুতার,
না শোভে এ হেন বাণী মুখে তোমাদের।
রাজ-আজ্ঞা পালিয়াছ,—প্রশংসার কথা,—
না করিলে অপরাধ হইত তোমার।
যা'ক্ ও সকল কথা, বলহ এখন,
কুশলে আছে ত সবে অযোধ্যানিবাসী?
কেন আগমন হেথা পাই কি শুনিতে?

সুমন্ত্র। আনিয়াছি রথ দেবি, লইতে তোমায়।
ক'রেছেন অভিপ্রায় দেবর্ষি নারদ,
তোমা সনে যজ্ঞশেষ করিতে রাঘবে।

সীতা। রাজেন্দ্রের অভিপ্রায় আছে কি ইহাতে?

সুমন্ত্র। আসিয়াছি আমি হেথা তাঁহারি আদেশে।
কি কাজ বিলম্বে আর, যাই আমি ত্বরা,
স্যন্দন প্রস্তুত করি আশ্রমের দ্বারে;
বিদায় লইয়া হেথা সকলের কাছে
চল দেবি, উৎকণ্ঠিত ত্রিজগৎ-বাসী
যজ্ঞস্থলে।

[সুমন্ত্রের প্রস্থান।

সীতা। কেন মন হইল এমন?
রাখিয়াছি পরাণ আমার এ আশায়,
লবকুশে অঙ্কে তাঁর দেখিয়া নয়নে
যেতে যদি পারি আমি সংসার হইতে,
সীতা-জন্ম-লাভ মোর হইবে সার্থক।

সেই শুভদিন বুঝি উপস্থিত এবে ;
কিন্তু কেন যেন কাঁপিছে পরাণ, সখি,
না পারি বুঝিতে।

১ম তাপসী। চিরদিন তুমি সহিয়াছ নানা ক্লেশ ;
আশা-ভঙ্গে পাইয়াছ ব্যথা কতবার
কোমল হৃদয়ে তব, তাই এ আশঙ্কা
ব্যাকুল করিছে আজ হৃদয় তোমার।
যাও এবে মহাযজ্ঞ কর সমাপন
স্বামীসহ, সুখে থাক চিরদিন করি
আশীর্ব্বাদ।

২য় তাপসী। কোন্ প্রাণে দিব গো বিদায়,
মহীসুতে, না পারি কহিতে কি যে ব্যথা
ছিঁড়িছে হৃদয়-গ্রন্থি ছাড়িতে তোমারে।
নাহি জানি কি বলিয়া করি আশীর্ব্বাদ।
আর কি পাইব পুনঃ দেখা এ জনমে,
আর কি শুনিব মোরা ও মুখের বাণী ?
যাবে স্বামী-দরশনে,—তপস্বিনী মোরা,
নাহি জানি সাজাইতে রাজরাণীবেশে—
কেমনে যাইবে বল—

সীতা। না সখি, আমার কিছু নাহি প্রয়োজন
অন্য বেশে। যাহা কিছু সুখ শান্তি আমি
লভিয়াছি এ জীবনে, সব এই বেশে।
এই বেশে প্রাণেশের সনে বনে বনে
ভ্রমিয়াছি কত বর্ষ মনের উল্লাসে।

কাঁদিতেছে প্রাণ মোর ছাড়িতে ভগিনি,
পুণ্যময় তপোবন, সরলা-প্রকৃতি
পুণ্যবতী তোমা সবে ; কি আর কহিব,
রেখো মনে অভাগিনী জনক-কন্যায়।

১ম তাপসী। শুন শুন কাননের পশু-পক্ষিগণ,
শুন তরু-লতা-গুল্ম বনস্পতিচয়,
শুন শৈলরাজি, শুন গিরি-নির্ঝরিণি,
বিদায় মাগিছে আজ তোমাদের কাছে,
রঘু-কুল-রাজ-লক্ষ্মী জনক-দুহিতা ;
দাও সবে হৃষ্টমনে বিদায় তাহারে।

(তাপসীদ্বয়ের রোদন।)

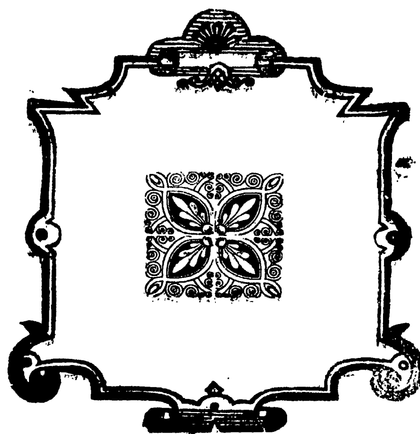
সীতা। ওই যে তরুণ দুটী বকুলপাদপ,
মনে পড়ে, লবকুশ লভিল জনম
যেই দিন, সেই দিন রোপিয়াছি আমি।
সেই দিন হ'তে কত যত্ন করিয়াছি
ও দুটী তরুরে। নবীন পল্লবে আজ
শোভিছে সুন্দর তরু দুটী ; দেখো সখি,
অযতন নাহি যেন হয় উহাদের।
অচিরে ফুটিবে ফুল, সৌরভে তাহার
পূর্ণ হবে তপোবন, কর আশীর্ব্বাদ
সখি, জনক-সুতায়, পূর্ণ যেন হয়,
লবকুশ উভয়ের যশের সৌরভে
বসুন্ধরা সেই মত। না আছে সীতার
এ জীবনে আর কোন প্রার্থনা কামনা।

চল এবে লইগে বিদায়, প্রাণ-সখি,
তপোবনবাসী যত ঋষিগণ কাছে,
প্রণমি সবার পদে লই আশীর্ব্বাদ।

[চক্ষু মুছিতে মুছিতে সকলের প্রস্থান।

[পটক্ষেপণ।]

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।





পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নৈমিষারণ্য—যজ্ঞস্থল।

[রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, লব, কুশ, নারদ, বাল্মীকি, সুগ্রীব, বিভীষণ, সুমন্ত্র, বিপ্র-বন্ধু, রত্নদাস, সভাসদ্‌গণ, প্রজাগণ, অন্ধ, খঞ্জ, সীতা।]

লক্ষ্মণ। এস বৎস লবকুশ, পূর্ণ কর সাধ
পিতৃব্যের, এস ব'স জনকের কোলে
সিংহাসনে, হেরি আমি জুড়াই নয়ন।
(লবকুশকে লইয়া রামের ক্রোড়ে সিংহাসনে স্থাপন।)
এতদিনে সফল সতীর আশীর্ব্বাদ ;
পূর্ণ মোর মনস্কাম এতদিন পরে।
হের মহাদেবি, কিবা শোভিছে সুন্দর,
নব জলধর কোলে নব জলধর।
(সীতাকর্ত্তৃক সানন্দে দর্শন।)

নারদ। হে রাজেন্দ্র, কেন আর বিলম্ব এখন ;
করহ গ্রহণ তব সহধর্ম্মিণীরে,
রাখি তারে বামভাগে, সস্ত্রীক হইয়া
পূর্ণ কর মহাযজ্ঞ দেখুক সকলে।

রাম। শুনিলে ত প্রজাগণ, ত্রিলোকনিবাসী,
কি বলেন দেব-ঋষি শুনিলে সকলে ?
দাও এবে অনুমতি সুপ্রসন্নমনে,
ধর্ম্মপত্নী বৈদেহীরে করিয়া গ্রহণ
যজ্ঞপূর্ণ করি আমি শাস্ত্রের বিধানে।

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) একি ? একি ? কেহ নাহি দিতেছে উত্তর !
নিঃসন্দেহ এখনও নহে কি সকলে ?

রাম। কেন নাহি দিতেছ উত্তর প্রজাবৃন্দ ?
অভিমত নহে কি সবার, সীতাদেবী
সহ আমি যজ্ঞ সাঙ্গ করি ?

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) হায় হায়, মহাসভা তবু নিরুত্তর।

রাম। বুঝিব কি তবে আমি, অভিপ্রায় নাই
সকলের, সীতাদেবী গ্রহণে আমার ?

বিপ্র। আজ্ঞে, মহারাজ পুনরায় মহিষীর সঙ্গে সম্মিলিত হন, এ ত আমাদের,—এঁ—বড় আনন্দেরই কথা। কিন্তু,—আপাততঃ—সকলের যেন সেটা অভিপ্রায় নয় ব'লেই,—অর্থাৎ—বোধ হ'চ্চে।

সুগ্রীব। আমি কিষ্কিন্ধ্যার পতি, শুনহ সকলে,
বৈদেহীরে দশানন হরিল যখন,
করিল সন্ধান তাঁর মোর অনুচর,

আমারি সহায়ে উদ্ধারিল রামভদ্র
মহাদেবী সীতা। আমি জানি সুপবিত্রা
জনক-দুহিতা চিরদিন। শুন সবে
হ'লে শেষ লঙ্কার সমর, মহাসতী
দিলেন পরীক্ষা প্রবেশিয়া অগ্নিকুণ্ডে
ত্রিলোকসম্মুখে; কেশাগ্র অনল তাঁর
স্পর্শেনি তখন। মোর কথা প্রজাবৃন্দ
করহ বিশ্বাস। অভিপ্রায় কর সবে
গ্রহণে সীতার। মহোৎসবে মহাযজ্ঞ
হউক নির্ব্বাহ।

বিপ্র। আজ্ঞে, তা মহাশয় যখন ব'ল্‌ছেন, তখন তাতে অবিশ্বাসের কোন কথা হ'তেই পারে না। এঁ—তবে কি না,—অর্থাৎ আসল কথাটা কি, এঁরা ব'ল্‌ছেন—অশোকবনের অবস্থা ত—এঁ—কিষ্কিন্ধ্যাপতি দিনরাত বসে স্বচক্ষে দেখেন নি।

বিভীষণ। শুন সবে ত্রিলোকনিবাসী মোর কথা;
আমি ভ্রাতা রাবণের লঙ্কা-অধিপতি;
লঙ্কাপুরে যাহা কিছু ঘটিয়াছে সদা
অগোচর নহে কিছু মম; আমি বলি
মহাসতী জনকনন্দিনী, সুপবিত্র
চরিত্র তাঁহার। অশোক-কানন-মাঝে
চেড়ী-পরিবৃতা, যে ভাবে ছিলেন তিনি
সব জানি আমি।

বিপ্র। (জনান্তিকে রত্নদাসের প্রতি) বানররাজ গেলেন, এখন আবার এলেন রাক্ষসরাজ,—তবেই—হ'য়েছে!

বিভীষণ। সরমা বনিতা মম অশোক-কাননে
রক্ষিয়াছে নিরন্তর জনক-সুতায় ;
নিষ্পাপ শরীর তাঁর স্পর্শেনি অনল,
যবে রামভদ্রাদেশে সাগরের কূলে
পশিল অনলমাঝে জনক-তনয়া,
দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষঃ হেরিল সকলে
সবিস্ময়ে ; ঘোর রবে ঘোষিল জগৎ
'মহাসতী মহাসতী জনক-নন্দিনী'।
সতী-শিরে দেবগণ করিল বর্ষণ
পুষ্পাসার। করহ বিশ্বাস কথা মোর,
অনুমতি দেহ সবে সুপ্রসন্ন মনে।

বিপ্র। (জনান্তিকে রত্নদাসের প্রতি) শুন্‌লে ভায়া কথার বাঁধুনি। হুঁ—আমরা যেন এতই বোকা।

বিভীষণ। কেন নাহি দিতেছ উত্তর প্রজাবৃন্দ ?
হের, রাজা তোমাদের বিষণ্ণ বদন
সিংহাসনে, করিছে অপেক্ষা অভিপ্রায়
তোমাদের উদ্বিগ্নহৃদয়ে।

বিপ্র। আজ্ঞে, রাক্ষসরাজ, এঁরা ব'ল্‌ছেন কি—অর্থাৎ—এঁ—যে সেখানে ত এদেশের কেউ ছিলেন না। আপনারা দেখেছেন, আপনাদের মনে কোনরূপ সংশয় না থাক্‌বারই কথা। আমারও নাই। তবে কি না—অর্থাৎ—এঁদের ভাবে বোধ হ'চ্চে, এঁ—যেন বিদেশী লোকের কথায় এঁরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নন্‌। এঁ—বড় অন্যায়, বড় অন্যায় যা হো'ক্‌। আপনাদের কথাতেও অবিশ্বাস!

বাল্মীকি। শুনহ অযোধ্যাবাসী, ত্রিজগৎ-বাসী,
বাল্মীকি আমার নাম, পরিচয় মোর
নাহি কিছু প্রয়োজন জানহ সকলে।
আমি বলি মহাসতী ধরিত্রী-নন্দিনী।
কেন যে সন্দেহ হয় তোমাদের মনে
নিষ্কলঙ্ক চরিতে সীতার, আমি কিছু
না পারি বুঝিতে। জন্মে যাঁর বসুন্ধরা
পবিত্র হইল, নরনারী যুগে যুগে
পবিত্র হইবে স্মরিয়া যাঁহার নাম,
সে মহাসতীর নামে কলঙ্ক রটনা
কেন যে করে গো লোক, আশ্চর্য্য এ কথা!
হের সভাস্থলে এই উপস্থিত হেথা
ত্রিকালজ্ঞ অন্তর্যামী দেবর্ষি নারদ,
জিজ্ঞাস উঁহারে যদি হয় প্রয়োজন,
পবিত্রা কি কলঙ্কিতা জনক-দুহিতা।
অভিপ্রায় দিয়াছেন তিনি সভাস্থলে,
সীতাসহ সীতাপতি যজ্ঞ-অনুষ্ঠান
করিবেন যথাশাস্ত্র, শুনিয়াছ সবে।
তবে কেন এই দ্বিধা মনে তোমাদের?
কেন না বলিছ সবে সুপ্রসন্নমনে
গৃহীতা হউন সীতা রাজ-সিংহাসনে;
মহানন্দে মহাযজ্ঞ হউক নির্ব্বাহ।
থাকে যদি জিজ্ঞাসিতে কিছু তোমাদের,
করহ জিজ্ঞাসা মোরে নিঃসঙ্কোচমনে,
এই দণ্ডে নিঃসন্দেহ করিব সবায়।

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) তবু নিরুত্তর মহাসভা! তবু নাহি
দেয় অভিপ্রায়? ঋষির কথায় লোক
না করে প্রত্যয়? কত আর, কত আর
থাকিব সহিয়া।

বাল্মীকি। কি বলিছ প্রজাবৃন্দ?

লক্ষ্মণ। শুনেছ কি প্রজাগণ, শুনেছ কি সবে
কি বলিল তোমা সবে মহর্ষি বাল্মীকি?
অবিশ্বাস হয় কি হে তাঁহারও কথায়?

বিপ্র। আজ্ঞে, অবিশ্বাসের কথা ত কিছু হ'চ্চে না। তবে কি না,—অনেকে ব'ল্‌ছেন কি,—অর্থাৎ—এই একবার যদি পরীক্ষা দিয়েছেন, তবে দ্বিতীয়বার,—এঁ—একটা পরীক্ষা দিলেই ত আর কোনো গোল থাকে না। লোকের মন, এঁ—লোকের ভাব বুঝে ওঠা ভার। এঁ—আমাদের মনে কোনো গোলই নাই। তবে কি না,—অর্থাৎ সকলের মন ত আর সমান হয় না।

রাম। (স্বগতঃ) আবার পরীক্ষা! হায় কোন্ মুখে আমি
বলিব সীতায় হেন কথা? কি করিব
কি করিব উপায় এখন?—

বিপ্র। অর্থাৎ—কথাটা পরিষ্কার ক'রে বলাই ভাল। সবাই ব'ল্‌ছেন,—এঁ—যে নিষ্কলঙ্ক রঘুবংশ সম্বন্ধে কেউ কোনো দিন কোনো কথা ব'ল্‌তে না পারে, সেই মত করাই—এঁ—ভাল। অর্থাৎ—এই যে লবকুশ, যখন এঁরা সিংহাসনে ব'স্‌বেন, তখন যদি—এঁ—এই—মহিষীসম্বন্ধে কেউ কোনো কথা আলোচনা করে, সেটা—এঁ—ভাল হবে কি?—অর্থাৎ রঘুবংশের

মর্য্যাদাটা যাতে যথাযথ রক্ষা হয়,—এঁ—সেটাও ত দেখা কর্ত্তব্য।

রাম। বৈদেহি, কেমনে আমি বলিব তোমায়,
আবার পরীক্ষা দিয়া বুঝাইতে সবে
চরিত্র তোমার সতি, কলঙ্কবিহীন।
কিন্তু শুনিলে ত তুমি, প্রজাগণ সবে
স্বচক্ষে দেখিতে চায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সীতা। হে রাজন্, অভাগিনী আজ্ঞাধিনী তব
চিরদিন; জানি আমি হৃদয় তোমার,
জানি আমি সহিয়াছ সহিতেছ কত
আমার লাগিয়া দেব জনম ভরিয়া।
তোমা বিনা কারো চিন্তা করিনি জীবনে,
তুমি মোর একমাত্র সাধনার ধন,
লঙ্ঘিতে আদেশ তব কি সাধ্য আমার;
আদেশ তোমার প্রভু অবশ্য পালিব।

রাম। হে লক্ষ্মণ, অভিপ্রায় হ'য়েছে সতীর,
আবার পরীক্ষা তরে কর আয়োজন
জানকীর; দেখুক সকলে নরনারী,
দেখুক ত্রিলোকবাসী নয়ন মেলিয়া,
মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা জনক-দুহিতা।
আনহ ইন্ধন ভারে ভারে,—

সীতা। হে দেবর,
ইন্ধনের নাহি প্রয়োজন, বারে বারে
বৈশ্বানরে না পশিব আমি।

বিপ্র। (জনান্তিকে রত্নদাসের প্রতি) দেখ্‌লে ভায়া সম্মত নয়; আমি ত আগেই ব'লেছি, ও অগ্নি পরীক্ষা টরীক্ষা কিছু নয়। হুঁঃ—আগুনে পুড়্‌লে আবার মানুষ বাঁচে?

রত্ন। (জনান্তিকে) থামুন্ না ঠাকুরদা, দেখাই যা'ক্ কি দাঁড়ায়।

বিপ্র। (জনান্তিকে) আমার ঢের দেখা আছে, তোমরা দেখ।

নারদ। দাও তবে দাও দেবি, যেমন বাসনা
সতীত্বের পরিচয় সবার সম্মুখে।
অন্তরীক্ষে অমরমণ্ডলী আছে চাহি
পলক-বিহীন-নেত্রে দেখিবার তরে;
হেথা যজ্ঞস্থলে কৌতূহলপূর্ণ হের
ত্রিজগৎ-বাসী। কেন আর বিলম্বিছ
জনক-দুহিতা? হ'য়েছে সময়পূর্ণ,
বিলম্বে কি কাজ।

সীতা। দেব, নাথ, প্রাণেশ্বর, আরাধ্য-দেবতা
হৃদয়ের, কি বলিব—কি বলিব আর;
করহ গ্রহণ শেষ পরীক্ষা আমার।
মিটিয়াছে জীবনের ছিল সাধ যত;
দেখেছি নয়ন ভরি সিংহাসনে আ'জ
অঙ্কে তব লবকুশে, নয়নের মণি
অভাগীর; সন্তান তোমার লইয়াছ
কোলে তুমি, চিন্তাহীন আমি এত দিনে।
অপূর্ণ বাসনা আর নাহি আছে কিছু
জানকীর, দাও প্রভু বিদায় এখন।

লক্ষ্মণ। একি মহাদেবি, একি নিদারুণ কথা?

সীতা। হে দেবর, ভ্রাতৃবধূ মাগিছে বিদায়,
পরীক্ষার কাল তার উপস্থিত এবে।
নমি যত গুরুজনে, স্বামীর চরণে
কোটি কোটি প্রণিপাত পরীক্ষা সময়।

সাক্ষী দশদিকে দশদিক্‌পাল,
সাক্ষী দিগঙ্গনা চিত্ত নিরমল,
সাক্ষী অন্তরীক্ষে গ্রহতারাগণ,
সাক্ষী দেবলোকে দেবতাসকল।

সাক্ষী রসাতলে নাগেন্দ্র বাসুকী,
সাক্ষী সাক্ষী সবে গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
সাক্ষী মর্ত্ত্যভূমে যোগীঋষিগণ,
সাক্ষী ধর্ম্ম তুমি সবার উপর।

যদি সতী হই আমি, কায়মনে যদি
ক'রে থাকি একমাত্র পতি-পদ-সেবা,
নারীধর্ম্ম যদি পালন করিয়া থাকি
জীবনে সতত, সত্যপথে ধর্ম্মপথে
যদি চ'লে থাকি চিরদিন, হে বসুধে,
জননি আমার, উঠ তবে উঠ দেবি,
তনয়া তোমার লও মাতঃ কোলে করি,
দাও তারে স্থান তব শান্তিময় ক্রোড়ে।

(ভূগর্ভ হইতে ভীষণ শব্দ। ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া
সিংহাসনোপবিষ্টা পৃথ্বী-দেবীর উত্থান।
বিপ্রবন্ধুর দ্রুত প্রস্থান।)

। এস কোলে, এস মোর দুখিনী তনয়া।

সীতা। বিদায় বিদায় প্রভো, জনমের মত,
লবকুশ রহিল আমার।

(সীতাদেবীকে লইয়া পৃথ্বীদেবীর পাতালপ্রবেশ।
আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি। লবকুশ,
লক্ষ্মণ প্রভৃতির রোদন।)

নারদ ও বাল্মীকি। জয় জয় মহাসতী ধরিত্রী-নন্দিনী।

রাম। কোথা গেল—কোথা গেল ভাই রে লক্ষ্মণ,
কোথা মিলাইল নয়নের আলো মোর
প্রাণের প্রতিমা? বসুন্ধরে, বসুন্ধরে,
কোথা নিয়ে গেলে তুমি হৃদয়-সর্ব্বস্ব
রাঘবের? দাও—ফিরে দাও আনি মোরে
রঘুকুল-রাজলক্ষ্মী, গৃহ-লক্ষ্মী মোর।

লক্ষ্মণ। কোথা বসুন্ধরা আর্য্য, কোথা মা জানকী?

রাম। না দিল উত্তর বসুন্ধরা, নাহি দিল
ফিরায়ে আমার জানকীরে? হে লক্ষ্মণ,
আন শরাসন, আন শীঘ্র, অস্ত্রানলে
দহিব মেদিনী, ছারখার করি আজ
দিব রসাতলে এ সংসার, সাধ্য কার
কে পারে রক্ষিতে, দেবাসুর নাগ নর
আসুক সকলে;

(লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক শর-শরাসন প্রদান এবং রামচন্দ্র
কর্ত্তৃক শর সংযোগকরণ।)

দাও ফিরে বসুন্ধরে জানকী আমার,—

নারদ। (করযোড়ে) কর রোষ পরিহার কমললোচন,
ভুলিয়াছ কেবা তুমি, কিসের কারণে
জন্ম তব। ভূভার হরিতে দয়াময়,
ছাড়িয়া গোলোকধাম দশরথগৃহে
অবতীর্ণ রামরূপে রাক্ষস নিধনে ;
আত্ম-বিস্মৃতিতে ভ্রান্ত আছ নররূপে,
কেন দেব অকারণ করিতেছ রোষ ?
মহালক্ষ্মী আবির্ভূতা জানকীর রূপে
এ সংসারে, দেবকার্য্য সাধনের তরে,
শিখাইতে আর নারীকুলে নারীধর্ম্ম
নিগূঢ় এ কথা। সাধি মরতের কার্য্য,
গেলেন কমলা চলি চিরশান্তিময়
নিত্যধামে নিত্যানন্দে করিতে বিরাজ
তোমাসনে, হে গোলোকপতি নারায়ণ,
পূর্ণজ্ঞানময় তুমি, আমি কি বুঝাব ?
(রামচন্দ্র কর্ত্তৃক ধনুঃশর পরিত্যাগ।)
হে লক্ষ্মণ, বৃথা শোক কর পরিহার।
হের ওই লবকুশ অধীর কাঁদিয়া ;
লহ দোঁহে অন্তঃপুরে, করহ সান্ত্বনা।
অবিশ্বাসী ত্রিলোক-নিবাসী আছ যারা,
করিলাম দিব্য চক্ষু প্রদান সকলে,
হের ওই অন্তরীক্ষে কমল আসনে,
বিরাজিছে মহাসতী অতুল গৌরবে।

পটাপসারণ।

(সুরবালাপরিবৃতা কমলারূপিণী সীতার অন্তরীক্ষে আবির্ভাব
অন্ধের চক্ষুলাভ। সকলের দর্শন।)

সুরবালাগণের সঙ্গীত।

হের রে ত্রিলোকবাসী
সতীধামে সতী ওই ;
অতুল গৌরবে শোভে
অনন্ত করুণাময়ী।
জয় সীতাসতী জয়,
জয় শ্রীরামের জয়,
কি আছে জীবের গতি
শ্রীপতি চরণ বই॥

